পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 151 Sunday, 2 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা ❋ ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩, রবিবার, ৩ মে, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবারে পুনর্নির্বাচনে রেকর্ড ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র- মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবারে পুনর্নির্বাচনের দিনে দেখা গেল উচ্চ ভোটদানের হার ও তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৮৬.৯০ শতাংশ, যা এই পর্যায়ের ভোটে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। এই পুনর্নির্বাচন পর্বে মগরাহাট পশ্চিমের ১১টি বুথ এবং ডায়মন্ড হারবারের ৪টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ চলেছে দিনভর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এলাকায় মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ টহলদারি। এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের অশান্তির খবর মেলেনি, যা প্রশাসনের জন্য স্বস্তির বিষয়। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মগরাহাট পশ্চিমে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ছিল ৮৬.১১ শতাংশ। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবারে সেই হার আরও কিছুটা বেশি, ৮৭.৬০ শতাংশ। এই উচ্চ ভোটদানের হারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। তবে এই পুনর্নির্বাচনের পেছনের প্রেক্ষাপট একেবারেই সাধারণ নয়। দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার পরই মোট ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি ওঠে, যার সবকটিই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। অভিযোগের তালিকায় সবচেয়ে বেশি নাম এসেছে ডায়মন্ড হারবার (২৯টি), তারপর ফলতা (৩২টি), মগরাহাট (১৩টি) এবং বজবজ (৩টি)। অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল নানা ধরনের অনিয়মের দাবি। কোথাও ইভিএমে টেপ লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে, কোথাও আবার ইভিএমের উপর আতর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ক্যামেরার উপর রুমাল চাপা দেওয়ার মতো অভিযোগও জমা পড়ে। এই ধরনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সবচেয়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে একটি বিস্ফোরক অভিযোগ- ভোটারের পোশাকের পকেটে স্পাই ক্যামেরা রেখে নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন। এই অভিযোগও আসে মগরাহাট পশ্চিম এবং ডায়মন্ড হারবার অঞ্চল থেকেই। যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি, তবুও বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন দ্রুত তদন্তে নামে। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তাকে মাঠে পাঠানো হয় সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য। তিনি সংশ্লিষ্ট বুথগুলো পরিদর্শন করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়, মগরাহাট পশ্চিমের ১১টি এবং ডায়মন্ড হারবারের ৪টি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হবে।

দুইশোর বেশি আসনে জয়ের বার্তা, কাউন্টিংয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ মে ঃ ভোটের ফল প্রকাশের আর মাত্র একদিন বাকি। সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। তার ঠিক আগে শনিবার প্রায় তিন ঘণ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকে ২৯৪টি কেন্দ্রের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই বৈঠকে ভোটগণনা ঘিরে সম্ভাব্য কৌশল, সতর্কতা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল-সবকিছু নিয়েই বিস্তারিত বার্তা দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে তৃণমূল নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস ছিল স্পষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্টদের উদ্দেশে জানান, তাঁদের দল ২০০-র বেশি আসনে জিততে চলেছে। এই বার্তা শুধু মনোবল বাড়ানোর জন্য নয়, বরং শেষ মুহূর্তে যেন কোনও গাফিলতি না হয়, সে দিকেও জোর দেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ-যে কোনও কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধান যদি কম হয়, বিশেষ করে ১০০০ বা ২০০-৩০০ ভোটের মধ্যে থাকে, তাহলে অবিলম্বে পুনর্গণনার দাবি তুলতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাউন্টিং এজেন্টদের শৃঙ্খলা এবং উপস্থিতি নিয়েও কড়া বার্তা দেন। তিনি বলেন, ৪ মে আমি নিজে সাংবাদিক বৈঠক করে জয়ের ঘোষণা না করা পর্যন্ত কেউ গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরোবেন না। অর্থাৎ, পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এজেন্টদের দায়িত্বশীলভাবে কেন্দ্রে থেকে নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে।
এজেন্টদের প্রস্তুতি নিয়েও তিনি বিস্তারিত নির্দেশ দেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী, ভোর ৫টার মধ্যেই সবাইকে গণনাকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। সঙ্গে রাখতে হবে ডায়েরি, যাতে প্রতিটি ধাপ নোট করে রাখা যায়। ইভিএম খোলার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য লিপিবদ্ধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, দুর্বল হলে তৃণমূল করার দরকার নেই-এই

মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান, মানসিকভাবে দৃঢ় থেকে দায়িত্ব পালন করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কৌশল নয়, এজেন্টদের শারীরিক সুস্থতার দিকেও নজর দিয়েছেন মমতা। তিনি হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন এবং বাইরে থেকে জল না খেয়ে বাড়ির জল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এমনকি পান, বিড়ি, সিগারেট থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেন তিনি। গণনাকেন্দ্রে চা খাওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে বলেন- বাইরের কিছু গ্রহণ না করে নিজের ব্যবস্থায় থাকার উপর জোর দেন। গণনার সময় সম্ভাব্য কারচুপি নিয়েও সতর্ক করেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর মতে, প্রতিপক্ষ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে। তাই কম্পিউটারে ডেটা সঠিকভাবে আপলোড হচ্ছে কিনা, সেটাও খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আপনার ভোট বিজেপির ঘাড়ে দিয়ে দিতে পারে-এই মন্তব্যে তিনি এজেন্টদের আরও সতর্ক থাকার বার্তা দেন। এদিকে, ভোটের সময় যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন বা কষ্ট করেছেন, তাঁদের জন্যও বিশেষ ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, দলের পক্ষ থেকে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। এই ঘোষণা কর্মীদের মধ্যে একধরনের ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে প্রযুক্তিগত দিকগুলো বিশদে তুলে ধরেন। তিনি কাউন্টিং এজেন্টদের ইভিএম যাচাইয়ের প্রতিটি ধাপ বোঝান। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী, ইভিএম আসার পর প্রথমেই ফর্ম ১৭ সি-র সঙ্গে সিরিয়াল নম্বর মিলিয়ে নিতে হবে। নম্বর না মিললে কোনওভাবেই মেশিন খোলা যাবে না। এরপর সিল, তারিখ এবং সময় যাচাই করতে হবে। অভিষেক আরও বলেন, প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার তথ্য মিলিয়ে দেখা জরুরি। টোটাল বোতামের নম্বর ফর্ম ১৭ সি-র সঙ্গে মিলতে হবে। তারপর রেজাল্ট বোতাম টিপে প্রতিটি প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন, তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সব তথ্য ডায়েরিতে নোট করার উপরও তিনি জোর দেন। সুবিধা অ্যাপে তথ্য তোলার সময় সঠিকভাবে তা করা হচ্ছে কিনা, সেটাও নজরে রাখতে বলেন তিনি। তিনি দাবি করেন, অতীতে বিহার এবং দিল্লিতে এই ধরনের কারচুপি হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গেও একই চেষ্টা হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সতর্কতা- দুটোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ লোডশেডিং করতে পারে বা বাহিনী দিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরে বেশি নজর রাখার কথা বলেন তিনি। ছাত্র সংগঠনকে ট্রান্সফরমার ঘিরে রাখার নির্দেশও দেন, যাতে বিদ্যু বিভ্রাট না ঘটে। সিআরপিএফের ভূমিকা নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। যদি কোনও রকম অত্যাচার হয়, তাহলে এজেন্টদের নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে বলেন। তাঁর বক্তব্য, আমাকে যদি কেউ মারে, আমার আত্মরক্ষার অধিকার আছে-এই মন্তব্যে তিনি আত্মরক্ষার অধিকারকে গুরুত্ব দেন। এছাড়া, যদি কোনও অবজার্ভার কাউকে থানায় যেতে বলেন, তাহলে লিখিত নির্দেশ দেখতে বলার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর মতে, এগুলো ভয় দেখানোর কৌশল হতে পারে। তাই আগামী দু'দিন সবাইকে মানসিকভাবে শক্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি। সব মিলিয়ে, এই বৈঠক ছিল একেবারে কৌশলগত এবং প্রস্তুতিমূলক। ভোটগণনার দিন যাতে কোনও রকম গাফিলতি বা বিভ্রান্তি না ঘটে, তার জন্য দলীয় নেতৃত্ব এজেন্টদের প্রতিটি ধাপে সচেতন থাকতে বলেছে। আত্মবিশ্বাস, সতর্কতা এবং সংগঠিত প্রয়াস-এই তিনকে সামনে রেখেই তৃণমূল তাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারছে বলে স্পষ্ট।

বিজেপিকে হারানোর দৃষ্টান্ত গড়ার আহ্বান অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২মে ঃ ভোটগণনার ঠিক আগে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। শনিবার ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। প্রায় তিন ঘণ্টার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ভোটগণনা কৌশল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে একাধিক নির্দেশ দেন শীর্ষ নেতৃত্ব।বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তায় ছিল তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ এবং আত্মবিশ্বাসের মিশেল। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, গোটা দেশের সামনে এমন দৃষ্টান্ত তৈরি করুন যাতে বারতীয় জনতা পার্টি মুখ থুবড়ে পড়ে। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সি- সবকিছু ব্যবহার করেও বিজেপি শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে না। অভিষেকের এই বক্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল নেতৃত্ব ভোটগণনাকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছে না, বরং এটিকে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের শেষ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করছে। তিনি কাউন্টিং এজেন্টদের উদ্দেশে বলেন, গণনার দিন সকাল থেকেই অত্যন্ত সতর্ক এবং সংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ধাপে নজর রাখতে হবে যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম না ঘটে। এই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস-এর শীর্ষ নেতৃত্ব আরও দাবি করে যে, তাদের দল ২০০-র বেশি আসনে জয়লাভ করবে। এই আত্মবিশ্বাসী দাবি তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্টদের নির্দেশ দেন, যেখানে জয়ের ব্যবধান খুব কম হবে, সেখানে অবিলম্বে পুনর্গণনার দাবি তুলতে হবে। একই সঙ্গে ভোটগণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও তথ্য সুরক্ষা নিয়েও

বিশেষ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। এজেন্টদের আইডি কার্ড সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত কোথাও শেয়ার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বের আশঙ্কা, এই তথ্য ভুল হাতে গেলে রাজনৈতিকভাবে তা ব্যবহার করা হতে পারে। এমনকি এজেন্টদের বাড়িতেও চাপ বা অভিযান চালানো হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়। এই পরিস্থিতিতে আজ রাত থেকে ২৪ ঘণ্টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কোনও সমস্যায় পড়লে সরাসরি সেখানে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা দলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ভোটের সময় যে দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যতে পুরস্কৃত করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। এতে দলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা স্পষ্ট।এছাড়া এজেন্টদের জন্য আরও একটি বাস্তব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- গণনার দিন যেন তারা বা।রি খাবার ও পানি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বাইরের খাবার বা পানীয় গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা বা অনিশ্চয়তা এ।ানো যায়। সব মিলিয়ে, এই বৈঠক শুধুমাত্র ভোটগণনার প্রস্তুতি ছিল না, বরং ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণের মঞ্চ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে যেমন তীব্র রাজনৈতিক বার্তা ছিল, তেমনই সংগঠনগত শৃঙ্খলা ও সতর্কতার উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের ফল প্রকাশের আগে এই ধরনের উচ্চমাত্রার প্রস্তুতি এবং আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য প্রমাণ করে যে তৃণমূল নেতৃত্ব গণনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল পর্যায় হিসেবে দেখছে। এখন দেখার, এই কৌশল এবং আত্মবিশ্বাস বাস্তব ফলাফলে কতটা প্রতিফলিত হয়।

পুনর্নির্বাচনের দাবিতে ফলতায় বিক্ষোভ, কমিশনের কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ মে ঃ শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ফলতা। পুনর্নির্বাচনের দাবিতে একাংশ গ্রামবাসী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, যা ক্রমে তীব্র আকার নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে হলেও ক্ষোভ প্রশমিত করা সহজ হয়নি। এরই মধ্যে বড় পদক্ষেপ নেয় নির্বাচন কমশন। সূত্রের খবর, ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর-এর ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তি-ইজরাফিল চকদার ও সুজাউদ্দিন শেখকে শনিবারের মধ্যেই গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত পুনর্নির্বাচন ঘিরে। একই দিনে ডায়ন্ডহারবার এবং মগরাহাট পশ্চিম-এর একাধিক বুথে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। দুপুর ৩টে পর্যন্ত দুই কেন্দ্রেই ভোটদানের হার ছিল ৭২ শতাংশের বেশি। মগরাহাট পশ্চিমে ৭২.৫০ শতাংশ এবং ডায়মন্ড হারবারে ৭২.৩৬ শতাংশ ভোট পড়ে। তবে এই তালিকায় ছিল না ফলতা, যদিও এই কেং্দ্রের একাধিক বুথে অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসে। কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ফলতার বিভিন্ন বুথে অসঙ্গতির প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। সেই কারণে পুরো বিধানসভা কেন্দ্রেই পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, ভোটের দিন এবং তার পরবর্তী সময়ে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে জাহাঙ্গির খানের নাম। তাঁদের দাবি, তাঁর ঘনিষ্ঠ ইজরাফিল চকদারের নেতৃত্বেই এই হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই হাসিমনগর এলাকায় বিক্ষোভ তীব্র আকার নেয়। গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছন অজয়পাল শর্মা যিনি ডায়মন্ডহারবারের পুলিশ পর্যবেক্ষক। তাঁর উপস্থিতিতেও বিক্ষোভ থামেনি বরং গ্রামবাসীরা আরও ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, আগে থেকেই হুমকির বিষয়ে জানানো হলেও পুলিশ কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে এই নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। এই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন কমিশন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং ইজরাফিল চকদার ও সুজাউদ্দিন শেখকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে পুরো ঘটনার উপর বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। কেন এই অশান্তি, কীভাবে গ্রামবাসীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল, এবং প্রশাসনের ভূমিকা কী ছিল-এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য চেয়েছে কমিশন। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, শুধু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নয়, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতেও কমিশন কড়া নজরদারি চালাতে চাইছে। এদিকে, ফলতার পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। এলাকায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল বাড়ানো হয়েছে। সংবেদনশীল বুথ ও এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে, যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই ঘটনা ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতির উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যদি ফলতা কেন্দ্রেই পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তা সামগ্রিক ফলাফলেও প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে এই ধরনের অভিযোগ এবং বিক্ষোভ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে, ফলতার এই উত্তেজনা শুধুমাত্র একটি কেন্দ্রের সমস্যা নয়, বরং বৃহত্তর নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর আস্থা এবং প্রশাসনিক তৎপরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয় এবং পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক করা যায়।

দুর্গে পরিণত গণনাকেন্দ্র, ১৬৫ কাউন্টিং ও ৭৭ পুলিশ অবজার্ভারে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২মে ঃ ভোটগণনার আর মাত্র একদিন বাকি। তার আগেই রাজ্যের ৭৭টি গণনাকেন্দ্রকে ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলল নির্বাচন কমিশন। গণনাপর্ব যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং ভয়মুক্তভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কমিশন। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল ১৬৫ জন কাউন্টিং অবজার্ভার নিয়োগ। পাশাপাশি ৭৭ জন পুলিশ অবজার্ভারও দায়িত্ব পেয়েছেন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের জন্য। কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই দ্বিস্তরীয় নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে গণনাকেন্দ্রগুলিকে কার্যত 'দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। কাউন্টিং অবজার্ভাররা সরাসরি গণনা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখবেন। তাঁরা নিশ্চিত করবেন যাতে প্রতিটি ভোটগণনা নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয় এবং কোনও ধরনের অনিয়ম না ঘটে। যেখানে একাধিক গণনাকক্ষ রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে যাতে পুরো প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।
অন্যদিকে, পুলিশ অবজার্ভাররা সম্পূর্ণভাবে বাইরের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁরা গণনাকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। অর্থা, গণনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে স্পষ্টভাবে আলাদা রেখেছে কমিশন, যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। কমিশনের এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল গণনার দিন কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি এড়ানো। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪ এবং প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী এই নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও একাধিক ক।। নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র কিউআর কোডযুক্ত পরিচয়পত্র (আই কার্ড) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া কেনেন্দ্রর ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে তথ্য ফাঁস বা বাইরের প্রভাবের সম্ভাবনা না থাকে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে আগেই কলকাতা পুলিশের অধীনে থাকা সব গণনাকেন্দ্রে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি স্ট্রংরুমের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৫ জনের বেশি একত্রিত হওয়াও নিষিদ্ধ, যাতে কোনও ধরনের ভিড় বা উত্তেজনা তৈরি না হয়। কমিশনের মতে, ভোটপর্ব তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন মূল চ্যালেঞ্জ গণনাপর্ব। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই বহুতল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তি আইন অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলে এই প্রস্তুতি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও প্রশাসনিক দিক থেকে এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, গণনার দিন সামান্যতম অশান্তিও বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সব মিলিয়ে, ভোটগণনার আগে রাজ্যের পরিস্থিতি একদিকে যেমন উত্তেজনাপূর্ণ, তেমনই অন্যদিকে কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আবদ্ধ।

ভোটের পরেই সুরবদল! 'ক্ষমা চাইলে সমর্থন', তৃণমূলকে শর্তসাপেক্ষ সন্ধি প্রস্তাব হুমায়ুন কবীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২মে ঃ ভোট শেষ হতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি করলেন হুমায়ুন কবীর। একসময় তৃণমূল -এর নেতা হিসেবে পরিচিত এই রাজনীতিক এখন নিজস্ব দল গড়ে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ফল ঘোষণার আগেই তিনি তৃণমূলের উদ্দেশে 'সন্ধির প্রস্তাব দিলেন- তবে সেই প্রস্তাব নিঃশর্ত নয়, বরং একাধিক কঠোর শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তিনি। শনিবার বহরমপুর-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর জানান, প্রয়োজনে তৃণমূলের সঙ্গে সরকার গঠনে তিনি সমর্থন করতে পারেন। তবে সেই সমর্থন পেতে হলে শাসক দলকে তাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে হবে। তাঁর কথায়, তৃণমূলকে স্বীকার করতে হবে যে অতীতে ভুল হয়েছে এবং দুর্নীতি করা হয়েছে, পাশাপাশি ভবিষ্যতে সেই পথে না হাঁটার প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে। এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক মহলে বড়সড় প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কারণ ভোটের আগে পর্যন্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে এসেছেন হুমায়ুন। এমনকি দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে তাঁকে বহিস্কারও করা হয়েছিল। বহিস্কারের পর তিনি নিজের দল- আমজনতা উন্নয়ন পার্টি-গঠন করেন এবং নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে প্রার্থী দেন।
তবে বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্ন। ১৮২টি আসনে প্রার্থী দিলেও ভোটের আগেই প্রায় ৮০টি আসনে প্রার্থীরা সরে দাঁড়ান। ফলে নির্বাচন শুরুর আগেই তাঁর দলের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সংগঠনগত দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ অসন্তোষই এর প্রধান কারণ। এর মধ্যে আরও একটি বিতর্ক তাঁর অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। বিজেপির সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে তৃণমূলকে হারানোর জন্য চুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার জেরেই তাঁর দলের ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জনসমর্থনেও প্রভাব পড়ে।
তবুও ভোট মিটতেই যেন নতুন কৌশল নিয়ে সামনে এলেন হুমায়ুন কবীর। এবার তিনি সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতার কথা বলছেন। যদিও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি নিজেকে এখনও শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থানে দেখাতে চাইছেন। আমার মতো নেতারা চুপচাপ আছে, কমিশনের উপর ভরসা আছে-এই মন্তব্যে তিনি নিজের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানাতে ছাড়েননি তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়এবং অভিয়েক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ফল ঘোষণার পর অভিষেক বিদেশে চলে যাবেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূলের আবেদন খারিজ হয়নি, কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ ভোটগণনা ঘিরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা নতুন মোড় নিল প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল-এর মন্তব্যে। তিনি স্পষ্ট দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে-এই খবর সম্পূর্ণ ভুল এবং বিভ্রান্তিকর। তাঁর মতে, সংবাদমাধ্যমের একাংশ এই বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। এই প্রসঙ্গটি উঠে আসে রাজ্যের ভোটগণনায় সরকারি কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছিল, যাতে গণনার কাজে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ না করে রাজ্য সরকারি কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই আদালতে শুনানি হয়। কিন্তু কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় যে, সুপ্রিম কোর্ট নাকি তৃণমূলের এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এই দাবিকেই সরাসরি খণ্ডন করেন কপিল সিব্বল। তাঁর বক্তব্য, আদালত এমন কোনও নির্দেশ দেয়নি। বরং নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলার কথাই বলা হয়েছে। সিব্বল এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন-এর ১৩ এপ্রিলের একটি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করেন। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, ভোটগণনার জন্য কর্মী নিয়োগে ' পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-উভয় সরকারি কর্মীকেই নিরপেক্ষভাবে বেছে নেওয়া হবে। তাঁর যুক্তি ছিল, যদি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করা হয়, তবে একইভাবে রাজ্য সরকারি কর্মীদেরও সেই প্রক্রিয়ায়

অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ, নির্দেশিকায় কোথাও বলা নেই যে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কর্মীরাই এই দায়িত্ব পালন করবেন। বরং সেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে, উভয় পক্ষের কর্মীরাই এই কাজে যুক্ত থাকতে পারেন। এই বিষয়ে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি জ্যোর্তিময় বাগচি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে কাউন্টিং সুপারভাইজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট -দু'জনই রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হতে পারেন। অর্থাৎ, এটি একটি 'পরি কাঠামো, যেখানে নির্দিষ্ট কোনও এক পক্ষকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বিচারপতি আরও প্রশ্ন তোলেন, যখন নির্দেশিকায় এই নমনীয়তা রাখা হয়েছে, তখন আদালত কীভাবে বলতে পারে যে কোনও একটি পদ্ধতি নির্দেশিকার পরিপন্থী? তাঁর মতে, একই সঙ্গে দু'জনই কেন্দ্রীয় কর্মী হতে পারেন, আবার দু'জনই রাজ্য কর্মীও হতে পারেন-এমন সুযোগও রয়েছে। এই সওয়াল-জবাবের পর সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়, তারা যেন নিজেদের জারি করা নির্দেশিকাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। অর্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কপিল সিব্বলের বক্তব্য অনুযায়ী, এই নির্দেশের অর্থ হল-ভোটগণনায় কেন্দ্র এবং রাজ্য-উভয় স্তরের সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কোনও এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে ' খারিজ' হওয়ার যে দাবি করা হচ্ছে, তা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, আদালতের পর্যবেক্ষণ সঠিকভাবে না বুঝে বা যাচাই না করেই খবর প্রকাশ করা হয়েছে, যা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

ভয়াবহ ভূমিধসে বন্ধ ডোডা-কিশতওয়ার সড়ক, যান চলাচল সম্পূর্ণ স্থগিত

ডোডা, ২ মে ঃ ভয়াবহ ভূমিধসের জেরে ডোডা-র কাছে গাতসুত এলাকায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল ডোডা- কিশতওয়ার সড়ক। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রয়েছে। শনিবার ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ভোরের দিকে হঠাৎই এই ভূমিধস হয়। বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ রাস্তার উপর এসে পড়ায় পথ পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ডোডা ও কিশতওয়ারের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই দ্রুত রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তবে ভূমিধসের তীব্রতার কারণে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরতে কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে আশঙ্কা। এদিকে, যাত্রীদের আপাতত এই সড়ক ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাস্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও যান চলাচল স্বাভাবিক হলে তবেই নতুন করে নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

কাঙ্কেরে আইইডি বিস্ফোরণে ৩ জওয়ানের মৃত্যু, আহত এক

ছত্তিশগড়, ২ মে ঃ ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ ডিআরজি জওয়ান। এছাড়াও আহত হয়েছেন একজন জওয়ান। বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছে, শনিবার কাঙ্কেরে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনায় ডিআরজি-র ৩ জন জওয়ান আঘাতজনিত কারণে মারা গিয়েছেন এবং একজন আহত হয়েছেন। এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি খুঁজে বের করে নিষ্ক্রিয় করার জন্য ডিআরজি-র একটি দল মাইন নিষ্ক্রিয়করণ অভিযান চালানোর সময় নারায়ণপুর জেলা সীমান্তের কাছে ছোটেবেথিয়া থানার অন্তর্গত একটি বনাঞ্চলে বিস্ফোরণটি ঘটে। অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা কর্মীরা একটি আইইডি দেখতে পান। তবে, সেটি নিষ্ক্রিয় করার সময় বিস্ফোরণ হয়। তাতেই ৩ জন ডিআরজি জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে বৃষ্টিতে বাড়ি ভেঙে মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২ মে ঃ নাগাড়ে বৃষ্টিতে ভাঙলো দোতলা মাটির বাড়ির দেওয়াল। তা চাপা পড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হলো এক কলেজ ছাত্রীর। শুক্রবার গভীর রাতে ঝাড়গ্রামের বিনপুর-২ ব্লকের শিলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের শুকজোড়া গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর নাম পিঙ্কি দাস (১৯)। ঘটনায় পিঙ্কির বাবা, ঠাকুমা এবং দাদাও গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টিনের ছাউনি দেওয়া দোতলা মাটির বাড়িতে পাঁচজনের পরিবারটি বসবাস করত। পিঙ্কির দাদা সুজিত, যিনি অন্ধ্রপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন, কয়েক মাস আগে বাড়ি ফিরে পাকা বাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেন। প্রায় ১৫ দিন আগে নতুন বাড়ির কাজ শুরু হয়। সেই জন্য মাটি খুঁড়ে লোহার কাঠামো বসানো হয়েছিল। টানা বৃষ্টিতে বাড়ির একটি অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে বলে অনুমান। শুক্রবার গভীর রাতে বাড়ির নিচতলার একটি ঘরে খাটের ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন পিঙ্কি, তাঁর দাদা ও ঠাকুমা। পাশের ঘরে ছিলেন তাঁর মা ও বাবা। গভীর রাতে আচমকা একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে তাঁদের ওপর। দেওয়ালের অংশ পাশের ঘরেও ছিটকে পড়ায় পিঙ্কির বাবাও আহত হন। দেওয়াল ভাঙার বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। পিঙ্কির মা চিৎকার করে সাহায্য চাইলে স্থানীয়রা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের দ্রুত বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পিঙ্কিকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে অন্য আহতদের ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মঞ্চের আলোয় 'নটি বিনোদিনী'-অবহেলা পেরিয়ে বাংলার থিয়েটারের এক অমর সম্রাজ্ঞীর পুনর্জন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে আবারও আলোচনার

কেন্দ্রবিন্দুতে 'নটি বিনোদিনী'। উনিশ শতকের বাংলার মঞ্চকে যিনি নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম এবং অদম্য মানসিক শক্তি দিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই বিনোদিনী দাসীর জীবন ও সংগ্রাম আজ নতুন প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণার গল্প। সাম্প্রতিক এক বিশেষ আয়োজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জীবনকে নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা আবারও মনে করিয়ে দিল-বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বিনোদিনীকে বাদ দিয়ে কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। বাঙালির নাট্যজগতের সূচনালগ্নে যখন নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষরাই, তখন সমাজের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে মঞ্চে পা রাখেন এক কিশোরী-বিনোদিনী। তাঁর অভিনয় দক্ষতা, সংলাপ বলার ভঙ্গি এবং চরিত্রের গভীরে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়। 'চৈতন্যলীলা, 'সরোজিনী', 'বিল্বমঙ্গল' একাধিক নাটকে তাঁর অভিনয় আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। তবে সাফল্যের এই যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না। সমাজের একাংশ তাঁকে 'নটি' তকমা দিয়ে অবজ্ঞা করেছে, ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক প্রতারণা ও অবমাননার শিকার হয়েছেন তিনি। তবুও সব বাধা অতিক্রম করে নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেছিলেন বিনোদিনী। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' শুধু এক শিল্পীর জীবনগাথা নয়, বরং সেই সময়ের সমাজের কঠোর বাস্তবতার দলিল। সম্প্রতি আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিনোদিনীর জীবনকে কেন্দ্র করে নাট্যাভিনয়, আবৃত্তি এবং আলোচনার মাধ্যমে তাঁর অবদানকে নতুন করে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বরা বলেন, ''বিনোদিনী শুধু একজন অভিনেত্রী নন, তিনি বাংলার নাট্যজগতের এক যুগান্তকারী চরিত্র। তাঁর সাহস এবং প্রতিভা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি বিশেষ নাট্যপ্রদর্শনী, যেখানে বিনোদিনীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো তুলে ধরা হয়। তাঁর শৈশব, মঞ্চে প্রথম পদার্পণ, খ্যাতির শীর্ষে ওঠা এবং পরবর্তীতে জীবনের করুণ পরিণতি-সবকিছুই দর্শকদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।'' দর্শকদের একাংশের চোখে জল, আবার কারও মুখে বিস্ময়-এভাবেই মঞ্চে যেন ফিরে এলেন 'নটি বিনোদিনী'। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিনোদিনীর জীবন শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত সংগ্রামের গল্প নয়, এটি বাংলার সমাজব্যবস্থার এক প্রতিচ্ছবি। নারীর প্রতি অবহেলা, সামাজিক কুসংস্কার এবং প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নের অভাব-সবকিছুই তাঁর জীবনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তবুও তিনি নিজের প্রতিভার জোরে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা আজও বিরল। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিনোদিনী এক নতুন করে আবিষ্কারের বিষয়। ডিজিটাল যুগে যেখানে বিনোদনের নানা মাধ্যম সহজলভ্য, সেখানে থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ কিছুটা কমে গেলেও, এই ধরনের উদ্যোগ নতুন করে দর্শকদের আকৃষ্ট করছে। আয়োজকদের মতে, আমরা চাই নতুন প্রজন্ম জানুক, বাংলার থিয়েটারের শিকড় কত গভীরে প্রোথিত এবং সেই ইতিহাসে বিনোদিনীর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নাট্যমঞ্চেই নয়, বিনোদিনীর জীবন এখন সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের মাধ্যমেও উঠে আসছে। ফলে তাঁর গল্প আরও বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সবশেষে বলা যায়, 'নটি বিনোদিনী' শুধুমাত্র একটি নাম নয়, এটি এক সংগ্রামের প্রতীক, এক নারীর আত্মমর্যাদার লা।ইয়ের ইতিহাস। সময়ের স্রোতে অনেক কিছু বদলে গেলেও, তাঁর গল্প আজও সমান প্রাসঙ্গিক। মঞ্চের আলো নিভে গেলেও, বাংলার থিয়েটারের আকাশে 'নটি বিনোদিনী' চিরকাল উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলতে থাকবেন।

বাড়তি জ্বালানি খরচে আকাশছোঁয়া চাপ, বন্ধের মুখে বিমান পরিষেবা? কেন্দ্রকে চিঠি সংস্থাগুলির

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ ভারতের আকাশে আবারও ঘনিয়েছে উদ্বেগের মেঘ। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের রুট বদলে যেতে বাধ্য হয়েছে বিমানসংস্থাগুলি । তার সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ে চলা জ্বালানির দাম- দুই মিলিয়ে এয়ারলাইন্সগুলির খরচ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে একে একে বিমান পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে বলে সরাসরি কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইল দেশের শীর্ষ বিমানসংস্থাগুলির সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস। FIA-র সদস্যদের মধ্যে রয়েছে দেশের প্রধান তিন এয়ারলাইন- এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ও স্পাইসজেট। সংগঠনটি অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে (MoCA) পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছে, এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি বিমান শিল্পকে মারাত্মক চাপে ফেলেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় জেট ফুয়েলের দাম কিলোলিটারে ২ লক্ষ টাকারও উপরে পৌঁছেছে। ফলে বহু রুটই আর্থিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়ছে। চিঠিতে FIA জানিয়েছে, সাধারণত একটি ফ্লাইট পরিচালনার মোট খরচের ৩০-৪০ শতাংশ যায় জ্বালানির পিছনে। কিন্তু সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে সেই খরচ বেড়ে হয়েছে ৫৫-৬০ শতাংশ। এই বাড়তি ব্যয় টানা কয়েক মাস ধরে বহন করতে গিয়ে বহু সংস্থা নগদ অর্থের ঘাটতিতে পড়ছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক রুটে উড়ানের খরচ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, কারণ পথ পরিবর্তন ও অতিরিক্ত উড়ান সময় সরাসরি জ্বালানি খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে খুব শিগগিরই কয়েকটি বিমান সংস্থাকে পরিষেবা বন্ধ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তাই তারা সরকারের কাছে দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করেছে-

জ্বালানির উপর কর কমানো, ATF-এর খরচে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি দেওয়া এবং ফ্লাইট পরিচালনায় নীতিগত সাহায্য করা। সংগঠনের মতে, জ্বালানির দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে বিমান সংস্থাগুলির উপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। শুধু টিকিটের দাম বাড়িয়ে বা খরচ কমিয়ে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে সংস্থাগুলির নগদ অর্থের জোগানেও টান পড়ছে, ফলে পুরো শিল্পটাই চাপে পড়েছে। সব মিলিয়ে, যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বাড়তে থাকা জ্বালানির দামের কারণে ভারতের বিমান শিল্প এখন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত সরকারি সাহায্য না এলে আগামী দিনে স্বাভাবিকভাবে বিমান পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছে FIA।

'চেঙ্গিস খান মুসলিম ছিলেন?'-ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি ভেঙে সত্যের সন্ধানে নতুন বিতর্ক

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃ ইতিহাসের এক বিতর্কিত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আবারও সামনে এসেছে-মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান কি সত্যিই মুসলিম ছিলেন? দীর্ঘদিন ধরে নানা মহলে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে

ইতিহাসবিদদের একাংশ এবং গবেষণালব্ধ তথ্য নতুন করে এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ফলে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে চেঙ্গিস খানের প্রকৃত ধর্মীয় পরিচয় এবং তাঁর শাসননীতির চরিত্র। চেঙ্গিস খান, যার প্রকৃত নাম তেমুজিন, ত্রয়োদশ শতকে এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল অংশ জুড়ে এক বিস্ময়কর সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী একের পর এক অঞ্চল দখল করে ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। অনেকেই দাবি করেছেন, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বা মুসলিম শাসক ছিলেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, চেঙ্গিস খান মূলত তেঙ্গ্রিজম বা শামানবাদে বিশ্বাসী ছিলেন-যা ছিল মঙ্গোলদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক বিশ্বাসব্যবস্থা। এই ধর্মে প্রকৃতি, আকাশ ও আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে জানা যায়, তিনি আকাশ দেবতা 'তেঙগ্রি' প্রতি গভীর আস্থা রাখতেন এবং নিজের সাফল্যকে সেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন। তবে কেন এই ধারণা তৈরি হল যে চেঙ্গিস খান মুসলিম ছিলেন? ইতিহাসবিদদের মতে, এর পেছনে রয়েছে তাঁর শাসননীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-ধর্মীয় সহনশীলতা। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে সমানভাবে বসবাসের সুযোগ দিয়েছিলেন। মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-সব ধর্মের মানুষই তাঁর শাসনে স্বাধীনভাবে নিজেদের বিশ্বাস পালন করতে পারতেন। এই ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব থেকেই অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর নাতি ও পরবর্তী মঙ্গোল শাসকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে ধীরে ধীরে এই ধারণা তৈরি হয় যে চেঙ্গিস খান নিজেও মুসলিম ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের দলিলপত্র এই দাবিকে সমর্থন করে না। প্রসঙ্গত, চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় মুসলিম অধ্যুষিত বহু অঞ্চল তাঁর অধীনে আসে। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর বাহিনীর আক্রমণে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞও ঘটে। ফলে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল জটিল-কখনও সংঘাতপূর্ণ, আবার কখনও প্রশাসনিক সহাবস্থানের উদাহরণও দেখা যায়। গবেষকরা আরও জানান, চেঙ্গিস খানের জীবনীসংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থ 'দ্য সিক্রেট হিস্ট্রি অব দ্য মঙ্গোলস'-এ তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে কোথাও ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ নেই। বরং সেখানে তাঁর আদি বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনাই স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও নানা প্রচারের মাধ্যমে ইতিহাসের এই ধরনের ভুল ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক সময় রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত উদ্দেশ্যেও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতিতে প্রামাণ্য ইতিহাস ও গবেষণার ওপর নির্ভর করাই সবচেয়ে জরুরি। কলকাতার এক ইতিহাসবিদ বলেন, চেঙ্গিস খানকে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের কাঠামোর মধ্যে ফেলে বিচার করা ঠিক নয়। তিনি ছিলেন একজন সাম্রাজ্য নির্মাতা, যার কাছে প্রশাসন ও ক্ষমতা বিস্তারই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যক্তিগত এবং অনেকাংশে তৎকালীন মঙ্গোল সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। এই বিতর্ক আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাসকে বোঝার জন্য প্রয়োজন গভীর গবেষণা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। শুধুমাত্র প্রচলিত ধারণা বা গুজবের ওপর নির্ভর করলে সত্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সবশেষে বলা যায়, চেঙ্গিস খান মুসলিম ছিলেন-এই ধারণা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং তাঁর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি এক ভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানতে হলে তথ্যভিত্তিক গবেষণার ওপরই ভরসা রাখতে হবে, না হলে ভুল ধারণাই হয়ে উঠবে 'সত্য'।

তাপপ্রবাহ নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বাস জিতেন্দ্র সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং শনিবার দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, মে মাসে প্রত্যাশিত তাপপ্রবাহ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। নতুন দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, যদিও কিছু অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা এবং তাপপ্রবাহ দেখা যেতে পারে, তবে তা সারা দেশে একরকম হবে না। তিনি আরও বলেন, সময়মতো প্রস্তুতি এবং ভারত আবহাওয়া দফতরের জারি করা পরামর্শ মেনে চলার মাধ্যমে পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে। মন্ত্রী বলেন, মে মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে তুলনামূলকভাবে বেশি তাপমাত্রা প্রত্যাশিত, যার ফলে উত্তর-পশ্চিম,মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে এবং পূর্ব উপকূল বরাবর তাপপ্রবাহ দেখা দিতে পারে। তবে, প্রথম এবং তৃতীয় সপ্তাহে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জন্য দেশের বেশিরভাগ অংশে স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোবাইল সাইরেন পরীক্ষাঃ ভারতে নতুন দুর্যোগ সতর্কতা ব্যবস্থা চালু

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ দেশজুড়ে শনিবার মোবাইল ফোনে ভেসে ওঠা জরুরি অবস্থার মতো একটি সতর্কবার্তা কোনও বাস্তব হুমকি ছিল না, বরং এটি একটি দেশব্যাপী পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ ছিল। এই মহড়াটিকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্র দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক সতর্কতা জারির উদ্দেশ্যে তৈরি একটি দেশীয় সেল ব্রডকাস্ট-ভিত্তিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই উদ্যোগটি চালু করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিম্যাটিক্স দ্বারা নির্মিত SACHET নামে পরিচিত এই প্ল্যাটফর্মটি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সরকারের টেলিযোগাযোগ বিভাগ এক্স মাধ্যমে জানায়, আপনার ফোনে যদি কোনও সতর্কবার্তা আসে, তবে আতঙ্কিত হবেন না। এটি জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থার পরীক্ষার একটি অংশ, যাতে দুর্যোগের সময় সময়মতো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। পরীক্ষার সময়, এই বার্তাটি বারবার আসতে পারে। এটিকে উপেক্ষা করুন আপনার কিছু করার দরকার নেই।

দুই ভাইয়ের মৃত্যু

কানপুর, ২ মে ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে জেলার হনুমন্ত বিহার থানার অন্তর্গত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম কমলকান্ত (২৭) এবং দীপক (২৫)। তারা কালপির চৌক্কের বাসিন্দা। তারা সম্পর্কে দুই ভাই । একটি ডাম্পার রাস্তার পাশে পার্ক করা নুড়ি পাথর বোঝাই অন্য একটি ডাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনাটির ফলে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। দুই ভাই গাড়ির কেবিনে আটকে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্রেনের সাহায্যে তাদের উদ্ধার করে, কিন্তু ততক্ষণে দুজনেই মারা গেছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

বিদেশফেরত কেমিস্ট্রি টিউটর থেকে 'লোন উলফ'! একাকীত্বের কারণেই কি জঙ্গি-ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে জুবের?

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল ঃ ধর্ম জিজ্ঞেস করে দুই সিকিউরিটি গার্ডকে হামলার ঘটনা ঠিক এক বছর আগের পহেলগামকাণ্ডের কথা মনে করাল। ৩১ বছরের যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এটি কোনও সাধারণ হামলা নয়- বরং এক ধরনের 'লোন উলফ' জঙ্গি হামলা, যা একাই পরিকল্পনা করে ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। তবে তদন্ত এগোতেই যুবকের ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখতে গিয়ে অবাক হয়েছে পুলিশই। বিজ্ঞান স্নাতক, কয়েক বছর ব্রিটেনে ছিলেন- অভিযুক্ত জইব জুবের আনসারি

বিজ্ঞানে স্নাতক ছিলেন। কয়েক বছর ব্রিটেনে ছিলেন। চাকরি না পেয়ে ২০১৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। মীরা রোডের একটা বাড়িতে একাই থাকতেন, সেখান থেকেই অনলাইনে কেমিস্ট্রি ক্লাস করাতেন। মহারাষ্ট্র এটিএসের ধারণা, একাকীত্ব আর ইন্টারনেটে আসক্তির মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে সে চরমপন্থায় জড়িয়ে পড়ে। এখন তদন্তকারীরা তার মোবাইল ও ল্যাপটপ খতিয়ে দেখছেন- কোনও বিদেশি হ্যান্ডলারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল কি না। হামলার দিন কী ঘটেছিল?- ঘটনাটি ঘটে সম্প্রতি, মীরা রোডের নয়ানগর এলাকায় এক নির্মীয়মাণ ভবনের সামনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত প্রথমে সিকিউরিটি গার্ডদের কাছে রাস্তা জানতে চায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তাঁদের ধর্ম জানতে চায়। এক গার্ডকে কালমা বলার জন্য জোর করে, না বলতে পারায় সে ধারাল অস্ত্র দিয়ে দু'জনকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত দুই সিকিউরিটি গার্ড- রাজকুমার মিশ্রা, সুব্রত রমেশ সেন। দু'জনেই গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। রাজকুমার মিশ্রার অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। ৯০ মিনিটের মধ্যেই গ্রেফতার- পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দ্রুত তাকে শনাক্ত করে এবং ৯০ মিনিটের মধ্যেই গ্রেফতার করে। প্রথমে হত্যা চেষ্টা মামলায় এফআইআর হয়, পরে তদন্তভার চলে যায় মহারাষ্ট্র এটিএসের হাতে। তদন্তকারীরা এখন পুরো ঘটনার নেপথ্যে কোনও বড় জঙ্গি নেটওয়ার্ক আছে কি না, নাকি এটি সম্পূর্ণ একক পরিকল্পিত 'লোন উলফ' হামলা, তা খতিয়ে দেখছেন। ধৃতের বাড়ি থেকে হাতে লেখা নোট উদ্ধার হয়েছে। সেখানে সে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ISIS-এ যোগ দেওয়ার। এমনকি মীরা রোডের এই হামলাকে সে লিখেছে তার 'প্রথম পদক্ষেপ'। নোটে 'জিহাদ' 'গাজা' শব্দও পাওয়া গেছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি।

যাত্রাকে আরও গতিশীল ও মসৃণ করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২ মে ঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিষেবার উৎকর্ষ বজায় রাখতে পূর্ব রেল তাদের নেটওয়ার্ক জুড়ে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা বদলে দিতে ২৪x৭ নিরলস কাজ করে চলেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর-এর দূরদর্শী নেতৃত্বে, এই জোন পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে, যার লক্ষ্য প্রতিটি সফরকে আরও মসৃণ, দ্রুত এবং আরামদায়ক করে তোলা। এই মিশনটি কেবল লাইন বা ট্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি প্রতিটি যাত্রীর সময়ের মূল্য দেওয়া এবং রেলওয়েকে জনগণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনরেখা হিসেবে সুনিশ্চিত করার একটি প্রচেষ্টা। ট্রেনের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে রেললাইন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্ব রেল শুধুমাত্র ২০২৬ সালের মার্চ মাসেই

৬৭ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথে সেকশনাল স্পিড সফলভাবে বাড়িয়ে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা করেছে। এর ফলে মেইন লাইনের ট্রেনগুলো এখন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত এই পথ অতিক্রম করতে পারছে। এর পাশাপাশি, রেল কর্তৃপক্ষ 'লুপ লাইন'-গুলোর (স্টেশনের পাশের ট্র্যাক যেখানে ট্রেন দাঁড়ায় বা অন্য ট্রেনকে পথ দেয়) দিকেও নজর দিয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ছয়টি ভিন্ন স্থানে এই লুপ লাইনগুলোতে গতিসীমা বাড়িয়ে ৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেনগুলোকে স্টেশনে ঢোকা বা বের হওয়ার সময় আর মন্থর গতিতে চলতে হবে না, যা প্ল্যাটফর্মের ঠিক বাইরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার বিরক্তিকর সময়কে কমিয়ে দেবে। এছাড়া, ৩.০৬ কিলোমিটার সাইডিং ট্র্যাকের বৈদ্যুতিকরণ পরিবেশবান্ধব এবং আরও দক্ষ ব্যবস্থার দিকে আরও একটি পদক্ষেপ, যা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনগুলোকে পুরো নেটওয়ার্ক জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলাচলের সুবিধা দেবে। চলাচলের গতি বাড়াতে প্রতিটি পেরেকের ঘা এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহনের জন্য বসানো প্রতিটি তার সেইসব কর্মীদের নিষ্ঠার পরিচয় দেয়, যারা গোটা বিশ্ব যখন ঘুমানো অবস্থায় থাকে তখন চাকা সচল রাখতে কাজ করেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি এই অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি যাত্রী যেন তাদের যাত্রাপথে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন অনুভব করেন। মেইন লাইনে গতি বাড়ানো থেকে শুরু করে স্টেশনে ট্রেনের প্রবেশ প্রক্রিয়াকে সহজ করা-আমাদের টিম জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনায় দিনরাত কাজ করে চলেছে একটি দ্রুততর এবং আরও নির্ভরযোগ্য রেল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। আমরা কেবল রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণ করছি না আধুনিক ভারতের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আমরা সেগুলোকে উন্নত করছি, যাতে আপনার যাত্রা যতটা সম্ভব মসৃণ হয়।

শ্রীনগর-কাটরা বন্দে ভারতের সম্প্রসারিত নিময়িত যাত্রা শুরু, সুরক্ষা জোরদার

জম্মু, ২ মে ঃ জম্মু তাওয়াই রেল স্টেশন থেকে শ্রীনগর-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সম্প্রসারিত পরিষেবা শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শনিবার সকাল থেকে নিয়মিত এই ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গত বৃহস্পতিবার জম্মু তাওয়াই রেল স্টেশন থেকে শ্রীনগর-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সম্প্রসারিত পরিষেবার সূচনা করেন। আর শনিবার থেকে শুরু হল নিয়মিত যাত্রা। এই ট্রেনটি আগে শ্রীনগর থেকে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা পর্যন্ত চলত, সেটি এখন থেকে একেবারে জম্মু তাওয়াই পর্যন্ত চলবে। এর ফলে দেশের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেনটি সরাসরি জম্মু ও কাশ্মীরের বৃহত্তম শহর এবং রেলকেন্দ্রে এসে পৌঁছাবে। আগে এতে ৮ টি কোচ ছিল, যা এখন বাড়িয়ে ২০ টি কোচ করা হয়েছে। এক যাত্রী বলেন, এতে অনেক সময় বাঁচবে এবং বহু মানুষ উপকৃত হবেন। জম্মু থেকে শ্রীনগর যাওয়ার জন্য এটি একটি উন্নততর উপায় এবং পর্যটনের জন্যও এটি ভালো। ওপর এক যাত্রী বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টায় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্বোধনের পর, এই ট্রেনটি নিয়মিত চলাচল শুরু করেছে এবং আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত রেখেছে কেন্দ্র ঃপ্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির পরই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা সরব হয়েছে বিরোধীরা। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত রেখেছে কেন্দ্র। পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে সত্ত্বেও দেশে পেট্রোল-ডিজেল ও গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে বলে দাবি করেছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। যদিও, শুক্রবারই বাড়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। এ প্রসঙ্গে শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেন, এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং আমাদের এলপিজি নির্ভরতার ৫০ শতাংশেরও বেশি আমদানি-নির্ভর। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মোদী সরকার পেট্রোল, ডিজেল, গৃহস্থালির এলপিজি এবং এলএনজি-র দাম অপরিবর্তিত রেখেছে। কিন্তু এটি একটি অনিবার্য বিষয়, কারণ কোম্পানিগুলি মারাত্মকভাবে লোকসানের শিকার হচ্ছে। সেই কারণেই এমনটা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষ রাশির জন্য অনেক নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনে বেশ সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন পরিচিতি করার ভাল সুযোগ পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃআজকের দিনটা খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক যাবে। অনেক নতুন আইডিয়া আর প্ল্যান আপনার মাথায় আসবে, যেগুলো আপনি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারবেন। সন্তান হতে পারে আজ।

মিথুনঃ কিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।

কর্কট রাশি ঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। সন্তান হতে পারে

সিংহঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে যার কারণে আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। গৃহ প্রবেশের পক্ষে শুভ দিন। শুভদিন

কন্যাঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। শুভদিন

তুলাঃআজ আপনার জন্য খুবই আনন্দের দিন, আজ আপনি নতুন আইডিয়া আর সম্ভাবনার খোঁজে থাকবেন। এটা আপনার জন্য সময়, যখন আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

বৃশ্চিকঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় .করতে হবে না। শুভদিন

ধনুঃ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন।

মকরঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। বিবাহের যোগ হবে।

কুম্ভঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

মীনঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। বেশি খরচ করা এবং সন্দেহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন। অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে।

আবহাওয়া

সপ্তাহ জুড়ে দক্ষিণবঙ্গে হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। ভোটের দিন, বুধবার কলকাতা-সহ কয়েক জেলায় ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী তিন দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমবে। গরমের দাপট কমে ইতিমধ্যেই অবশ্য স্বস্তি কিছুটা ফিরেছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি এবং ঝড়ের সতর্কতা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়ায় হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আরও বাড়বে ঝড়-বৃষ্টি। ওই দিন কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আবার পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানেও ওই একই সতর্কতা রয়েছে। আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি আপাতত চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫০মিনিট এবং রাত ১২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১০মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

পুনর্নির্বাচনের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ ফলতায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ফলতা, ২ মে ঃ ভোট পর্ব মিটে গেলেও থামছে নয় গন্ডগোল। এবার ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। হুমকির অভিযোগ তুলে শনিবার সকালে ফলতার হাসিমনগরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, গত বুধবার তাঁদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছে। ফলে পুনর্নির্বাচন করতে হবে। এমনকি ভোট শেষ হলে ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান বঙ্গনগর ২ নং পঞ্চায়েত প্রধান ইশরাফুল চকদার। বাড়ি ভাঙচুর, শাসানি থেকে শুরু করে ফল ঘোষণার পর দেখে নেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিনেরবিক্ষোভকারী এক মহিলা বলেন, ‘থানার পুলিশ আমাদের লাঠিচার্জ করেছে। অত্যাচারের মধ্যে কোনওমতে ভোট দিয়েছি। আমাদের দাবি আমরা নিরাপত্তা চাই। বাড়ি বাড়ি কেন থ্রেট দেওয়া হবে?’ উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য এই কেন্দ্রের কয়েকটি বুথে ইভিএম মেশিনে টেপ লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বেশ কয়েকটি বুথে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে। এদিকে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে অভিযোগ গ্রাম বাসীদের। বিক্ষোভ-স্লোগানে উত্তপ্ত হয় গোটা এলাকা। ফের ভোটের দাবিতে পথে নামে বিক্ষোভকারীরা। তবে নির্বাচন কমিশনের তরফে কিছু ঘোষণা করা হয়নি।

গয়া থেকে ফেরার পথে হুগলির সিঙ্গুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, হুগলি, ২ মে ঃ একটি ছোট লরির সঙ্গে ডাম্পারের ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। হুগলির সিঙ্গুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো একই পরিবারের চার সদস্যের। মৃতদের নাম পরিতোষ কীর্তনীয়া (৫৯), কাজল কীর্তনীয়া (৫৫) এবং তাঁদের দুই মেয়ে ফুলী মুখোপাধ্যায় (৩৩), মিঠু বাগ (৩১)। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনি এলাকা থেকে একটি পরিবার ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন মিলে মোট ১০ জন সদস্য গয়ায় পিন্ডদান করতে গিয়েছিলেন। এ দিন ভোরে একটি ছোট লরিতে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিঙ্গুরের রতনপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি। গুরুতর আহত হন গাড়ির চালক-সহ মোট ১০ জন। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চার জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন, ‘এ শুধু হয়রানি’ মগরাহাটে ভোটারদের ক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ মে ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন শুরু হতেই সামনে এল ভোটারদের অসন্তোষের ছবি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার ১১টি এবং ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার ৪টি বুথে ফের ভোটগ্রহণ চলছে। সকাল থেকেই মগরাহাটের একাধিক বুথে দেখা গিয়েছে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। তবে সেই লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পুনর্নির্বাচন নিয়ে। মগরাহাটের নাজরা ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ১২৬ ও ১২৭ নম্বর বুথে সকাল থেকেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই দুই বুথেই ভোটারদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হলেও প্রশ্ন উঠেছে পুনরায় ভোট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। ১২৬ নম্বর বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ১০৪৯, যার মধ্যে পুরুষ ৫৪৪ জন এবং মহিলা ৪৯৮ জন। পাশের ১২৭ নম্বর বুথেও পুরুষ ভোটার ৫৪৩ জন এবং মহিলা ভোটার ৪৭৬ জন। সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য, তবে অনেকেই দ্বিতীয়বার ভোট দিতে এসে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এই বুথেই দেখা যায় মানবিক এক ছবি, আবার তার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল অসন্তোষ। শারীরিকভাবে অসুস্থ আয়েশা খাতুন ভাইঝির কাঁধে চড়ে ভোট দিতে আসেন। ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হলেও পুনর্নির্বাচন নিয়ে তাঁর ক্ষোভও ছিল প্রবল। তিনি জানান, ‘প্রথম দিন ভোট দিয়েছি শান্তিতেই। কোনও গন্ডগোলই হয়নি। তা সত্ত্বেও কেন দ্বিতীয়বার ভোট দিতে হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। এ হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেই হবে, তাই আসা।’ আয়েশা খাতুন একা নন, একই বুথে ভোট দিতে আসা আকলিমা খাতুন, অমরনাথ মণ্ডল, পীর আলি লস্কর ও নুরজাহান বিবির মতো অনেক ভোটারই একই অভিযোগ তুলেছেন।

‘কলকাতা মেট্রো মেগা নিয়োগ ২০২৬’ মর্মে ভুয়ো বিজ্ঞাপনে চাঞ্চল্য, সতর্ক করল কর্তৃপক্ষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ মে ঃ কোনও পরীক্ষা ছাড়াই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা কিংবা স্নাতক পাশ করলেই চাকরি;এমন লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ‘কলকাতা মেট্রো মেগা নিয়োগ ২০২৬’ নামে একটি বিজ্ঞাপন সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এই বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের প্রতারণা মূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ ও চাকরিপ্রার্থীদের সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। মেট্রো রেলের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৭ এপ্রিল থেকে এই ভুয়ো নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন তাদের নজরে আসে। বিজ্ঞাপনে দাবি করা হচ্ছে, কোনও লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন পদে বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘোষণায় বহু চাকরিপ্রার্থী আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং অনেকেই ওই বিজ্ঞাপনের দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করছেন। কিন্তু মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা এই ধরনের কোনও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি এবং এটি সম্পূর্ণ প্রতারণার ফাঁদ। কর্তৃপক্ষের দাবি, অসৎ উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষতি করার লক্ষ্যেই এই ভুয়ো বিজ্ঞাপন ছড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে চাকরির আশায় থাকা তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্য করে এই ধরনের ফাঁদ পাতা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মেট্রো রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই ধরনের বিজ্ঞাপনে দেওয়া কোনও লিঙ্কে ক্লিক করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হ্যাকিং কিংবা আর্থিক প্রতারণার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই কোনও অবস্থাতেই অচেনা বা সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়াও চাকরির নামে কেউ টাকা দাবি করলে কিংবা ওটিপি, পাসওয়ার্ড বা ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য চাইলে তা কখনওই শেয়ার না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, সরকারি বা স্বীকৃত কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই ধরনের সংবেদনশীল তথ্য বা টাকা দাবি করা হয় না। তাই এই ধরনের প্রস্তাব দেখলেই সতর্ক হওয়া জরুরি। যদি কেউ এই ধরনের প্রতারণার সম্মুখীন হন বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেন, তাহলে অবিলম্বে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে এবং অন্যদেরও একই ধরনের প্রতারণা থেকে রক্ষা করা যাবে। একইসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কোনও বৈধ নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে তা শুধুমাত্র তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং নির্ভরযোগ্য মাধ্যমেই জানানো হবে। তাই চাকরিপ্রার্থীদের অনুরোধ করা হয়েছে, শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো অযাচিত তথ্যের উপর ভরসা না করতে। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারণার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। তাই সচেতনতা ও সতর্কতাই একমাত্র প্রতিরোধের পথ। কলকাতা মেট্রোর এই সতর্কবার্তা সেই সচেতনতারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কলকাতাকে ‘স্মার্ট সিটি’ গড়তে প্রযুক্তিই ভরসা, নিরাপত্তা জোরদারে শহরজুড়ে সিসিটিভির প্রস্তাব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ মে ঃ শহরের নাগরিক নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করতে কলকাতার অলিগলি থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকাগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রস্তাব উঠল কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে। শাসক দলের ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপক গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শহরের নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা এখন সময়ের দাবি। অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘পুরসভা জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের মতো নাগরিক পরিষেবায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে নাগরিক নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা জরুরি।’ তিনি জানান, শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি ওয়ার্ডে আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থার বিস্তার ঘটানো জরুরি। প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেন, কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে, যার ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনার তদন্তে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। সেই উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, চৌমাথা, বাজার এলাকা, স্কুল-কলেজের আশপাশ, পার্ক এবং ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে উচ্চমানের সিসিটিভি বসানোর উপর জোর দেন তিনি। রূপক গঙ্গোপাধ্যায় আরও জানান, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা যেতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ ও পুরসভার মধ্যে একটি সমন্বিত তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। এর ফলে কোনও অপরাধ বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জাতীয় অপরাধ নথিভুক্তি ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী কলকাতা দেশের অন্যতম নিরাপদ শহর হলেও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় বহু সিসিটিভি বসানো হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা আরও বাড়ানো হবে। বিশ্বের উন্নত শহর যেমন লন্ডন, নিউইয়র্ক, এবং সিঙ্গাপুরের মতো প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

৪ মে গণনার দিন কলকাতাতেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা, কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি শাহকে রিপোর্ট

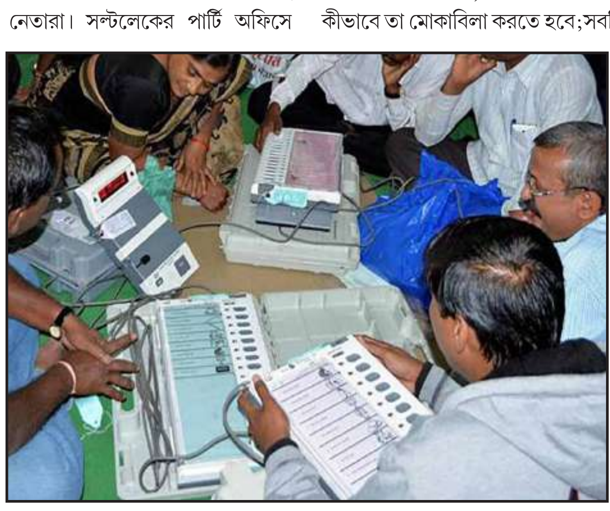

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ মে ঃ রাজ্যে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। আগামী ৪ মে গণনার দিন কলকাতাতেই থাকছেন বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতারা। সল্টলেকের পার্টি অফিসে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম, সেখান থেকেই রাজ্যের প্রতিটি আসনের গণনার আপডেট মিনিটে মিনিটে পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর কাছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা প্রক্রিয়ার উপর সরাসরি নজর রাখবেন তিনি নিজেও। ২৯৪টি বিধানসভা আসনে গণনার অগ্রগতি, কোথায় কোন প্রার্থী এগিয়ে, কোথায় লড়াই হাড্ডাহাড্ডি; এই সমস্ত তথ্য নিয়মিতভাবে দিল্লিতে পাঠানোর দায়িত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা। সল্টলেকের পার্টি অফিসে বসেই এই কাজ পরিচালনা করবেন বিজেপির শীর্ষ দুই কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল ও ভূপেন্দ্র যাদব। রাজ্যের ভোটের ফলাফল নিয়ে দল যে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে, এই প্রস্তুতি তারই ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গণনার দিনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই একাধিক দফায় প্রস্তুতি বৈঠক করেছে বিজেপি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠনের শক্তি ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আলাদা আলাদা বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। মালদহ, শিলিগুড়ি এবং কলকাতায় আয়োজিত এই বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সংগঠনকে চারটি ভাগে ভাগ করে জেলা সভাপতি, প্রার্থী এবং কেন্দ্রভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকগুলিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় গণনার দিনের কৌশল ও দায়িত্ব বণ্টনের উপর। প্রার্থী থেকে শুরু করে বুথ স্তরের কর্মী, এমনকি কাউন্টিং এজেন্টদেরও নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কে কোথায় থাকবেন, কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কোনও সমস্যা দেখা দিলে কীভাবে তা মোকাবিলা করতে হবে;সবকিছুই বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে নেতৃত্বের তরফে। শুক্রবারের বৈঠকে এই সমস্ত নির্দেশ স্পষ্ট করে দেওয়া হয় এবং শনিবার জেলাস্তরে কাউন্টিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গণনাকেন্দ্রের ভিতরে কড়া নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এজেন্টদের। ভোট গণনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাউকে দায়িত্ব ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও কারণে বাইরে যেতে হয়, তবে আগে থেকেই বিকল্প এজেন্ট প্রস্তুত রাখার নির্দেশ রয়েছে। এতে করে গণনার প্রতিটি ধাপে দলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে বিজেপি। এছাড়াও, গণনার সময় কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধি নজরে এলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে এজেন্টদের। একইসঙ্গে, কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা পরিস্থিতিতে স্পষ্ট, ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের কর্মী;সবাইকে একযোগে মাঠে নামিয়ে একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমে ফলাফল পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৪ মে-র ফলাফলের দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল, আর সেই দিনকে সামনে রেখে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না বিজেপি শিবির।

ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকচ করেছেন জনতা, হাওড়ায় বললেন শমীক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ মে ঃ পাহাড় থেকে সাগর মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকচ করেছেন জনতা। হাওড়ায় বললেন শমীক। সোমবার ভোটগণনার আগে শনিবার দুপুরে হাওড়ায় এসে ওই মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।তিনি বলেন, বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সরকারকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাহাড় থেকে সাগর মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকচ করেছেন জনতা। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও রাজ্য সরকারকে ধাক্কা খেতে হয়েছে। তাঁর মতে, বারবার আদালতে যাওয়া মানে শুধু জনসাধারণের টাকার অপচয়। এদিন তিনি দাবি করেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যেই শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। সেখানে গত ১৫ বছরে হওয়া আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো অভ্যাস এখনও যায়নি। কিছু জায়গায় অনিয়মের চেষ্টা হয়েছে। যার ফলে পুনর্নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ভোটগণনার আগেই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার চাদরে হাওড়ার স্ট্রং রুমগুলি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ মে ঃ সোমবার ভোটগণনা। তার আগে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হাওড়ার স্ট্রং রুমগুলিকে। স্ট্রং রুমের বাইরে বসানো হয়েছে একাধিক সিসিটিভি। সেই সিসিটিভির ছবির উপর নজরদারির জন্য তৈরি করা হয়েছে মনিটরিং রুম। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা তাঁরা ২৪ ঘন্টা নজরদারি চালাচ্ছেন। শুক্রবার হাওড়া ময়দানের যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে স্ট্রং রুম পরিদর্শনে আসেন বিদায়ী সরকারের মন্ত্রী এবং মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ রায়। তিনি বলেন, স্ট্রং রুমের বাইরে গার্ড এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল থেকে চারজন করে এজেন্টকে মনিটরিং রুমে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই ২৪ ঘন্টা চলছে নজরদারি। স্ট্রং রুমের বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ছাড়াও রাজ্য পুলিশ কর্মীরা পাহারা দিচ্ছেন। যোগেশ চন্দ্র গার্লস স্কুলে বালি, উত্তর হাওড়া এবং মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম মেশিনগুলি রয়েছে। এছাড়াও শিবপুরের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর এবং পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম মেশিন গুলি রয়েছে। এছাড়াও শিবপুর আইআইইএসটিতে দক্ষিণ হাওড়া, সাঁকরাইল এবং শিবপুর বিধানসভার জনমত ইভিএম মেশিনে বন্দী হয়ে আছে। এদিন সেখানে যান শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, লরিতে আগুন, চালকের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২ মে ঃ ফের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলো সিঙ্গুর। শনিবার ভোররাতে গোপালনগর এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ডানকুনিমুখী লেনে ঘটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পরপর একাধিক গাড়ির সংঘর্ষের জেরে বালি বোঝাই একটি লরিতে আগুন ধরে যায় এবং সেই আগুনেই জীবন্তদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় লরির চালকের। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরের দিকে প্রথমে দুটি ডাম্পারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেই দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরই ওই রাস্তায় চলাচলকারী অন্যান্য গাড়ির গতি স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। ঠিক সেই সময় পিছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি বালি বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধীরগতির একটি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যে লরিটিতে আগুন ধরে যায়। চোখের পলকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা লরিতে। জাতীয় সড়কের উপরেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। ভিতরে আটকে পড়েন লরির চালক, বেরিয়ে আসার কোনও সুযোগ পাননি তিনি। আগুনের তীব্রতায় জীবন্তদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এখনও পর্যন্ত চালকের পরিচয় জানা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেন আগুন নেভানোর, কিন্তু আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তাঁদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে, লরির ভেতরেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছেন চালক। অন্যদিকে, ডাম্পারের প্রথম সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ারে চিকিৎস্ক সাধীন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

কালবৈশাখীর তান্ডবে মৃত্যু ঘটলো এক স্কুল ছাত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার, ২ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঝড়ের দাপটে প্রাণ হারাল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। পারুলিয়া কোস্টাল থানার আব্দালপুর গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম অঙ্কিতা কয়াল, বয়স মাত্র ১৫। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পারুলিয়া হাই স্কুলের ছাত্রী অঙ্কিতা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টিউশন সেরে বন্ধুদের সঙ্গে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। বন্ধুরা অপেক্ষা করলেও, তাড়াহুড়োয় অঙ্কিতা একাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আর সেখ ানেই ঘটে বিপত্তি। ঝড়ের দাপটে একটি নারকেল গাছ ভেঙে পড়ে তার ওপর। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অঙ্কিতার মৃত্যুতে গ্রামের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে, শোকস্তব্ধ পরিবার ও এলাকাবাসী।

ভোটপর্ব মিটতেই দেশে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৯৯৪ টাকা বাড়ল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২ মে ঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে গত জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিক ভাবে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। এ বার এক ধাক্কায় দাম এতটা বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই বিপাকে পড়েছেন হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিকেরা। পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটপর্ব মিটতেই দেশে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৯৯৪ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। যার ফলে শহরে ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম এখন ৩২০২ টাকা। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে খাবারের দামবৃদ্ধি নিয়েও। হাওড়া-হুগলি জুড়ে অজস্র ছোট-বড় অস্থায়ী পাইস হোটেল রয়েছে। মাছ-ভাত, রুটি-তরকারি থেকে বিরিয়ানি, সবই পাওয়া যায় সেখানে। বহু নিত্যযাত্রীর প্রতিদিনের খাওয়াদাওয়ার জায়গা এই পাইস হোটেল। সেই সঙ্গে পথচলতি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই পাইস হোটেলগুলি বহু মানুষের রুজিরুটিরও জায়গা। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের জোগান নিয়ন্ত্রিত হতেই মাথায় হাত পড়েছিল এই হোটেল ব্যবসায়ীদের।

ভোট মিটতেই ইডির ফের তলব সুজিত বসু ও মন্ত্রী রথীন ঘোষকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ মে ঃ ভোটপর্ব শেষ হতেই আবারও সক্রিয় হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু-কে ফের তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবারেই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার পর পাঁচ দিনের মাথায় তাঁকে আবার হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ৬ মে তাঁকে ফের ইডি দপ্তরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে এবং সেই দিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি সঙ্গে করে নিয়ে আসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। একই দিনে তলব করা হয়েছে রাজ্যের আরেক মন্ত্রী রথীন ঘোষ-কেও। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল চর্চা চলছে। সেই আবহেই ফের এই তলব নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, এই মামলায় আগেও একাধিকবার সুজিত বসুকে ডাকা হয়েছিল। তবে তিনবার তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। ভোটের কাজের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে তিনি সময় চেয়েছিলেন এবং বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হন। আদালতের নির্দেশ মেনেই ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর ১ মে সকালে তিনি ইডি দপ্তরে হাজির হন। সেদিন প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দপ্তর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুজিত বসু জানান, ‘আমি সাক্ষী হিসাবে এসেছিলাম। তদন্তে সহযোগিতার জন্য ডাকা হলে অবশ্যই আসব। কখনও যেন হেনস্থার জন্য ডাকা না-হয়। ব্যবসা করা কখনও কোনও অপরাধ নয়। চুরি করাটা অপরাধ।’ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা সামনে এসেছে। এই মামলায় শুধু সুজিত বসুই নন, বারবার তলব করা হয়েছে রাজ্যের আরেক মন্ত্রী রথীন ঘোষকেও। তিনিও ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আগে ইডির কাছে সময় চেয়েছিলেন। তবে এবার তাঁকেও নির্দিষ্ট দিনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে প্রথমবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সেই সময় তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চালায় তদন্তকারী সংস্থা। পরবর্তীকালে ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও এই মামলায় সুজিত বসুর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয়, যা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। সূত্রের খবর, এই মামলায় আরও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যেই ফের দুই মন্ত্রীকে তলব করা হয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে, যা তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে পুর নিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে চান ইডির আধিকারিকরা।

বেশের মেলায় মহিলাদের মাথার চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ মে ঃ জয়নগরের বহু প্রাচীন এক পক্ষ কাল ব্যাপি ধন্বন্তরী মায়ের রুপ পরিবর্তন ও বেশের মেলায় মহিলা দর্শনার্থীদের মাথার চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। তদন্তে পুলিশ।জয়নগরে এই বেশের মেলায় দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন মায়ের রুপ পরিবর্তন দেখতে ও বেশের মেলার আনন্দ উপভোগ করতে। আর এই মেলায় প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। শুক্রবার ছিলো মায়ের ১৪ তথা শেষ রুপ যোড়শী, যা তিন দিন থাকে। আর এদিন ভীড়ের মাঝে সোনারপুর থানার খুরিগাছি এলাকার শ্রাবনী পুরকাইত নামে এক গৃহবধূ জয়নগর মজিলপুর মাহিষ্য পাড়ায় বাপ্পা দাস নামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসে। আর সেখান থেকে তারা বেশের মেলায় যায়। রাত ৮ টা নাগাদ একদল সমাজবিরোধী অসৎ ব্যক্তিরা শ্রাবনী পুরকাইত নামে ঐ গৃহবধূর পিছন থেকে তাঁর মাথার চুল বেশ কিছুটা কেটে পালিয়ে যায়। একই ভাবে তার পরে আরও দুজন মহিলার একই ভাবে চুল কেটে পালায় তারা বলে অভিযোগ। প্রতি বছর এই একই ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে। মেলা কর্তৃপক্ষের মেলা পরিচালন কমিটির নজরদারির অভাবে একদল সমাজ বিরোধী এই কাজ ঘটিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ। এ দিন রাতে নির্যাতিতা ঐ গৃহবধূ শ্রাবনী পুরকাইত এই অপ্রীতকর ঘটনার বিবরণ জয়নগর থানার পুলিশের কাছে তুলে ধরলেন এবং জয়নগর থানায় এফ আই আর করেন। আর তার পরেই পুরো ঘটনার তদন্তে নেমে পড়েছে জয়নগর থানার পুলিশ। নির্যাতিতা ঐ গৃহবধূ শ্রাবনী পুরকাইত বলেন, মেলাতে এই বছর প্রথম এলাম,আগে শুনতাম এই ধরনের ঘটনা ঘটে, আজ নিজে তার সাক্ষী হলাম। মেলা কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেয় না কেন। আমি চাই এই ধরনের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ হোক। নাহলে মেয়েরা এই মেলায় আসতে ভয় পাবে। আমি চাই প্রশাসন দ্রুত এই ঘটনার সাথে যুক্ত সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিক। আর মেলার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকুক।তবে এই বিষয়ে মেলা কর্তৃপক্ষের তরফ কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্ট্রংরুমে সিসিটিভি বন্ধের অভিযোগে বারাসতে তীব্র উত্তেজনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২ মে ঃ ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ঘিরে যখন গোটা রাজ্যেই বিতর্ক তুঙ্গে, সেই আবহেই বারাসতে উঠে এলো বড় অভিযোগ। স্ট্রংরুমের সিসিটিভি দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ চত্বর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা চরমে ওঠে এবং এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযোগ, শনিবার সকালে কিছু সময়ের জন্য স্ট্রংরুমের সিসিটিভি মনিটর সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি সামনে আসতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অশোকনগরের তৃণমূল প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী এবং তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। তাঁদের দাবি, এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর এবং ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। জানা গিয়েছে, বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজে থাকা এই স্ট্রংরুমেই বারাসত, হাবড়া, অশোকনগর এবং দেগঙ্গা;এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম মেশিন সংরক্ষিত রয়েছে। পাশাপাশি এই কেন্দ্রটিই ওই চারটি বিধানসভার গণনাকেন্দ্র হিসেবেও নির্ধারিত। ফলে এই স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ধরনের গাফিলতি সামনে এলে তা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, সকাল প্রায় ৮টা ৫ মিনিট থেকে ৮টা ২২ মিনিট পর্যন্ত সিসিটিভি মনিটর বন্ধ ছিল। এই সময়ের মধ্যে কী ঘটেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামীর বক্তব্য, ঞযদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মনিটর বন্ধ করে দেয়, তাহলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নির্বাচন কমিশনের উচিত এই ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।দ তিনি আরও দাবি করেন, ওই সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই প্রশাসনিক স্তরেও তৎপরতা দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বারাসতের এসডিপিও এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার (এআরও)। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, স্ট্রংরুমের ভিতরের সিসিটিভি ক্যামেরা চালু ছিল, তবে বাইরের মনিটরটি কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ব্যাখ্যায় নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপান উতোর আরও বেড়ে যায়। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকেও পাল্টা অভিযোগ ওঠে। তাঁদের দাবি, স্ট্রংরুমের ভিতরে ঢুকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি দলের প্রতিনিধিদের। এই অভিযোগ ঘিরেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী এবং গোটা চত্বর ঘিরে ফেলা হয় নিরাপত্তার বলয়ে। শনিবার সকাল থেকেই বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের সামনে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। যদিও প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় কোনও ফাঁকফোকর নেই এবং সব ধরনের প্রোটোকল মেনেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে যে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, গণনার আগে এই ধরনের বিতর্ক পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলছে। এখন নজর নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে, এবং এই অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কত দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেটাই দেখার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫১ সংখ্যা, রবিবার, ১৯ বৈশাখ, ১৪৩৩

অতি বৃষ্টিতে বিপন্ন পুস্তক

বেঙ্গালুরুর ব্যস্ততম চার্চ স্ট্রিট। যেখানে কফির সুগন্ধ আর বইয়ের পাতার ঘ্রাণ মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। গত বুধবারের সেই অভিশপ্ত বিকেল পর্যন্তও সবটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টি আর শিলাবৃষ্টির তান্ডবে পাল্টে গেল দৃশ্যপট। শহরের অন্যতম আইকনিক বইয়ের দোকান 'দ্য বুকওয়ার্ম' (The Bookworm) আজ এক ধ্বংসস্তূপের নাম। হাজার হাজার বই এখন শুধুই ভিজে কাগজের দলা, যা এক লহমায় মুছে দিল কয়েক দশকের সংগ্রহ। বুধবার বিকেলে যখন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল, তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে বেঙ্গালুরুর এই গর্বের কেন্দ্রবিন্দুটি এমন ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শুরু হওয়া শিলাবৃষ্টির দাপটে ড্রেনেজ পাইপগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বৃষ্টির জল বেরোনোর রাস্তা না পেয়ে সোজা ঢুকে পড়ে দোকানের ভেতরে। দোকানের মালিক কৃষ্ণা গৌড়া অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কীভাবে প্রায় ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে গেল তাঁর প্রিয় বইয়ের রাজ্যে। এই বিপর্যয়ে প্রায় ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ নতুন বই সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যার আর্থিক মূল্য প্রায় ১২ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু বইপ্রেমীদের কাছে এই ক্ষতির পরিমাপ টাকায় সম্ভব নয়। গ্রীষ্মের মরশুমের কথা মাথায় রেখে দোকানটি নতুন করে সাজানো হয়েছিল। পার্সি জ্যাকসন, অ্যাস্টেরিক্স অ্যান্ড ওবেলিক্স কিংবা ইলন মাস্কের জীবনীর মতো জনপ্রিয় বইগুলোর র‍্যাক এখন জলের তলায়। ভিজে যাওয়া বইগুলো থেকে চুইয়ে পড়ছে কালি, আর সেই দৃশ্য দেখে অনেক পাঠকেরই চোখ ভিজেছে। কৃষ্ণা গৌড়া অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, আধুনিক বইগুলো মূলত রিসাইকেলড পেপার দিয়ে তৈরি হয়, যা জল লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলে ওঠে এবং নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চাইলেও সেগুলোকে আর আগের অবস্থায় ফেরানো সম্ভব নয়। তবে এই সংকটের মুহূর্তেও আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে বেঙ্গালুরুর সচেতন সমাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে অভূতপূর্ব এক সংহতি। হাজার হাজার মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ চাইছেন ভিজে যাওয়া বইগুলোই কিনে নিতে, যাতে দোকানের মালিক কিছুটা আর্থিক সাহায্য পান। কৃষ্ণা গৌড়া জানিয়েছেন যে, প্রায় ৩০ শতাংশ বই রোদে শুকিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই বইগুলো আগামী দিনে অত্যন্ত কম দামে বা ডিসকাউন্টে বিক্রি করা হবে। শহরের বইপ্রেমীরা এই উদ্যোগকে 'ওয়েট বুক ফেয়ার' বা 'ভিজে বইয়ের মেলা' হিসেবে অভিহিত করছেন। তাঁরা বলছেন, বইয়ের পাতা ছিঁড়ে যেতে পারে বা ভিজে যেতে পারে, কিন্তু তার ভেতরের জ্ঞান বা আবেগ কখনও নষ্ট হয় না। বেঙ্গালুরুর এই বৃষ্টি শুধু একটি দোকানের ক্ষতি করেনি, বরং শহরের পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বাউরিং হাসপাতালের দেওয়াল ধসে যেমন প্রাণহানি ঘটেছে, তেমনই মেট্রো স্টেশন থেকে শুরু করে প্রধান সড়কগুলো জলের তলায় চলে যাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৭০টিরও বেশি গাছ উপড়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে, যা শহরের সবুজায়নের সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। 'দ্য বুকওয়ার্ম' শুধুমাত্র একটি ব্যবসা নয়, এটি বেঙ্গালুরুর বুদ্ধিজীবী এবং পাঠকদের এক মিলনস্থল।

গণিতবিদ

এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের চেচামেচিতে বিরক্ত হয়ে সবাইকে বললেন, এই তোরা সবাই ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত যোগ করে আন। শিক্ষক ভাবলেন ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত যোগ করতে ছাত্রদের অনেক সময় লাগবে এবং তিনি খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারবেন। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণ করে একটা ছাত্র একটু পরেই দাঁড়িয়ে বলল, স্যার হয়ে গেছে। শিক্ষক তো অবাক। তুই কীভাবে এত তাড়াতাড়ি করলি? স্যার দেখুন, ১,১০০ গুণ ১০১; আবার, ২৯৯গুণ ১০১; আবার, ৩৯৮ গুণ ১০১; তাহলে এভাবে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড়া হবে ৫০ টি। সুতরাং যোগফল হবে ৫০-১০১গুণ ৫০৫০ (কত সহজ!) এই বালকটি হচ্ছে গণিত ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ র্কাল ফ্রেডরিক গাউস। এবং আমরা স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যা যোগের যে সূত্র (nxSn+1V/2) ব্যবহার করি তা এই বালকটির আবিষ্কার। গাউস ছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভাবান জার্মান গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানী, যার গণিত এবং বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগে অবদান আছে। তাকে গণিতের যুবরাজ ও সর্বকালের সেরা গণিতবিদ বলা হয়। গাউস ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব প্রতিভাবান ছিলেন। ছোটবেলার তার গাণিতিক প্রতিভা নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। তিনি কৈশোরেই তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক আবিষ্কারগুলো সম্পাদন করেন। ১৭৯৮ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ডিসকিশিয়নেস অ্যারিথমেটিকা লেখা সমাপ্ত করেন, যা ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই কাজ গণিতের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এবং আজও এর প্রভাব অপরিসীম। ১৭৭৭ সালের এই দিনে জার্মানীর গনিতজ্ঞ ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ জন কার্ল ফেড্রিক গাউস জন্মগ্রহণ করেন। ইয়োহান কার্ল ফ্রিডরিশ গাউস ৩০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান লোয়ার সাক্সনির অন্তর্গত ব্রাউনশভিগে। তাঁর পিতামাতা ছিলেন নিতান্তই খেটে-খাওয়া শ্রেণীর। শৈশবেই তিনি তাঁর গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেন। তার অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে বেশ কিছু গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি তার বাবার হিসাবের খাতার ভুল ধরে দেন মনে মনে গণনা করে। একবার তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দুষ্টু ছাত্রদের ব্যস্ত রাখবার জন্যে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করতে বলেন। গাউস তার শিক্ষককে অবাক করে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সঠিক উত্তরটি বের করে ফেলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রেম ধর্মকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিলে যুদ্ধ আর হবে না। অস্ত্র সবাই ত্যাগ করবে।

সাধক রামপ্রসাদ

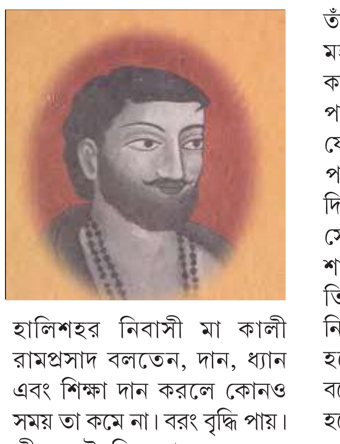

হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন।

ঠাকুরদা ও পিতা'র পথ অনুসরণে সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

(কলকাতার গড়পারের রায়চৌধুরী পরিবার ছিল শিশু প্রেমিক। তাঁরা প্রত্যেকেই আজীবন শিশুদের জন্য রসবোধক সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী শিশুদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। রায়চৌধুরীদের ধারাকে আরও উজ্জ্বল করতে সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শিশুদের জন্য কলম ধরেছিলেন। বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা বিশেষ করে ঠাকুর পরিবার এবং

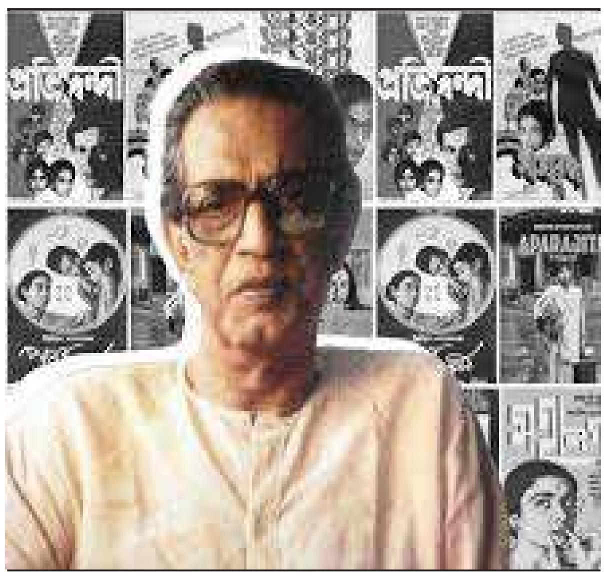

রায়চৌধুরী পরিবার শিশু সাহিত্যের বিকাশ সাধনা করেছিল। তবে কবি সুকুমার রায় যেভাবে শিশু সাহিত্যে ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাতে সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা একটি নতুন ধারার স্বাদ লাভ করে। পরিচালক সত্যজিৎ রায় শুধু সাহিত্যে নয়, তাঁর পরিচালিত সিনেমাতে শিশু চলচ্চিত্রে বিকাশ লাভ করে। বিজ্ঞানেও তিনি শিশু সাহিত্য গড়েন। প্রফেসর শঙ্কু থেকে শুরু করে তাঁর পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', হীরক রাজার দেশে, সোনার কেল্লা যথেষ্ট শিশু চলচ্চিত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল। তাঁর রচিত বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্পগুলো ছিল শিশুদের উপযোগী পাঠ্য।)

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। এখন পর্যন্ত তিন পুরুষ পার করে সন্দীপ রায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সেই একই ফধধারা যা থেমে থাকেনি কোনও দিনও। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন শিশুদের উপযুক্ত শিশু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি গল্প শুধু লিখতেন না শিশুদের জন্য গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে হাসির ছবিও অঙ্কিত করতেন। কবি সুকুমার রায় তো আনাবিল হাসি বিতরণ করে দিয়ে পথ সৃষ্টি করে যান উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। সেই অনুরাগের পথ ধরেই রায় পরিবারের মধ্যে দিয়ে চলেছে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেরা হলেন সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল এবং মেয়েরা হলেন সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। ছোটদের রামায়ণ দিয়ে রচনা দিয়ে শুরু করলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'টুনটুনির বই' এবং 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন সুকুমার রায়। তিনি শিশুদের জন্য একেবারে অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা করতে শুরু করে দিলেন। ননসেন্স সাহিত্য দিয়ে শিশুদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ছোটদের জন্য তিনি রচনা করে গেলেন- 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি', 'খাই-খাই', 'অবাক জলপান', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' ও অন্যান্য নাটক, 'হযবরল', 'শব্দ কল্প দ্রুম', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', 'বহুরূপী', 'ভাষার অত্যাচার' প্রভৃতি। একেবারে ভিন্ন স্টাইলে এবং ভিন্ন স্বাদের শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন সুকুমার রায়। এর আগে ননসেন্স নিয়ে এতো সুন্দর করে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করতে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ২ মে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু কেবল শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি দিয়েছেন তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে শিশু জগতে। 'আবোল তাবোল' থেকে শুরু করে 'হযবরল'-এর মতো লেখা প্রকাশ করেছেন। তারপরে এসেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি এসেই 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্র করলেন। ছবিতে শিশু অপুর চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। পিতা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি করেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনিও শিশুদের ছবি নির্মাণ করেছেন। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের গোয়েন্দা ফেলুদা, বিজ্ঞানী প্রফেশর শঙ্কু সৃষ্টি করলেন না, পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন শুধু শিশুদের নির্মল আনন্দ দেওয়ার জন্য। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এসেই তিনি 'পথের পাঁচালি' ছবি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি শিশু অপুকে অপূর্ব রূপে এঁকে উপহার দিলেন দর্শকদের মনে যা আজও পঞ্চাশ বছর ধরে স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে চলচ্চিত্র প্রেমিরা। ১৯৫৫ সালে এই ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটির ডিভিডি কভারেও শিশু অপুর ছবি অঙ্কিত করে প্রচার করতে শুরু করেন। পরে সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) সালে নির্মাণ করেন। সেখানেও শিশু অপুকে দেখানো হয়েছিল। তবে নিশ্চিন্তপুরের 'পথের পাঁচালি'র শিশু অপু 'অপুর সংসার' ছবিতে অপু অনেকখানি বড় হয়ে গিয়েছে। শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে গিয়ে পড়েছে সে। পট পরিবর্তন হয়েছে চলচ্চিত্রের। আসলে 'পথের পাঁচালী' করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতার শিশুদের প্রতি যে তীব্র আকর্ষন ছিল সেটা কিন্তু ভুলে যাননি। ফলে এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করে যান। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। 'পথের পাঁচালি'র পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিরকালই অপরাজেয় হয়ে থাকবেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন মানব দরদী। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষনকে অবলম্বন করেই একের পর এক ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। তিনি কোনও সময়ে ভুলে যাননি যে তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং পিতা সুকুমার রায় ছিলেন শিশু সাহিত্যিক। সজল সরলভাবে অনাবিল হাসির ফোয়ারা বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। তাকে আরও পরিচ্ছন্ন করতে ক্যামেরার লেন্স হাতে ধরে ছিলেন সত্যজিৎ। 'পরশ পাথর' ছবিতেও শিশু চরিত্রকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে শিশুদের মানসিকতার সঙ্গে ছবির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া গেল। শিশু মনের সঙ্গে ছবির ঘটনার মিল করিয়ে দেওয়ার কৃতৃত্ব লাভ করেন সত্যজিৎ রায়। শিশু চরিত্র তাঁর ছবিতে বহু সময়ে খুব অল্প দৃশ্য এর জন্য থেকেছে। কিন্তু শিশু চরিত্রে সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বহু ছবিতে কোনও একটি ঘটনার অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু চরিত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেখানে সঠিক সংলাপের মাধ্যমে শিশু চরিত্রটির বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়। তখনই শিশু চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করে ছবির দৃশ্যটিতে। 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতেও দেখা গিয়েছে শিশু চরিত্রকে- ক্যাপ্টেন স্পার্ক। তাকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এই চরিত্রটিকে। এই ছবির শেষ দৃশ্যে শিশু চরিত্রের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে দর্শকেরা। আসলে ছবির প্রয়োজনে বা ছবির ঘটনার স্বার্থে শিশু চরিত্রকে সমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। মূল ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল শিশু চরিত্র। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শিশু চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সত্যজিৎ রায় ছবিটার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়ে দিয়েছেন একটি সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এমন একটি সংলাপ শিশু চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়েছেন তাতে পুরো ছবিটির তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছে দর্শকেরা। 'জলসা ঘব' ছবিতে জমিদারের পুত্রকে নিহত করেছেন। সেখানে তিনি কিন্তু বড় করে কিশোর চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করতে পারেননি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ছবিটির ঘটনা। ছবির ঘটনা যে দিকে প্রবাহিত হতে চলেছিল সেখানে কিন্তু কোনও কিশোরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। সংসারকে বাঁচিয়ে রেখে জমিদারতন্ত্রে ধ্বংস দেখানে একেবারে অসম্ভব ছিল 'জলসা ঘব' ছবিতে। সেই কারণে তিনি সেখানে স্ত্রী পুত্র জলে ডুবে যাওয়ার দৃশ্যকে দেখাতে বাধ্য হন। ছবির প্রয়োজনে তিনি এই করুণ দৃশ্যকে উপস্থাপিত করেন। জীবনের শেষ দিকে সত্যজিৎ রায় ফিরে যান ছোটদের জগতে। তিনি তৈরি করলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন।' একেবারে ছোটদের জন্য ছবি। এর পরে তিনি আর বড়দের জন্য ছবি তৈরি করার দিকে মন প্রস্তুত ছিল না। 'সোনার কেল্লা' ছবিতে শিশু চরিত্রটি ঘটনার মূল চরিত্র। তাকে নিয়েই ছবির ঘটনা প্রবাহিত। কতখানি নিষ্ঠা নিয়ে ছবিটি নিখুঁত করে গড়ে তুলে ছিলেন সত্যজিৎ রায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে ছোটদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। বহুবার তাঁকে নিখুঁত 'সোনার কেল্লা' ছবি নির্মাণ করতে শট নিতে হয়। খুবই কঠিন কাজ হচ্ছে ছবিতে শিশু চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা। শিশু মনকে ঠিক করে রাখার কায়দা রপ্ত করে ফেলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শিশু শিল্পীদের সঙ্গে একেবারে শিশুদের মতো মিশে যান। সেখানে গম্ভীর সত্যজিৎ রায়ের দেখা মেলে না। 'সোনার কেল্লা' ছবিতে মুকুল কীভাবে সত্যজিৎ রায়কে গাড়িতে করে যেতে যেতে প্রশ্নবানে অতিষ্ট করে তুলতো সেটা বহু বার সত্যজিৎ রায় গল্প করছেন। মুকুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন সত্যজিৎ রায়। আসলে ছোটদের ছবি করতে গিয়ে নিজের মনকে ছোটদের মতো মন তৈরি করে নেন তিনি।

নবদ্বীপ কড়চা ঃ নবদ্বীপের রাস লীলার প্রভাব

বিশেষ প্রতিবেদক

নবদ্বীপের রাস মেলা নিয়ে সবাই কৌতুহল অপরিসীম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবদ্বীপের রাস দেখতে ভিড় করে থাকে জনগণ। কিন্তু নবদ্বীপের রাসের কারণ কি এবং এর উৎস কোথা থেকে তা বলতে গেলে অনেকেই বলতে পারবে না। তবে পণ্ডিত মহল কিছু কিছু এর আভাস দেবেন নিশ্চয়। কিন্তু নবদ্বীপের রাস নিয়ে এবারে সবিস্তারে গবেষণামূলক আলোচনা করলেন নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয়। তিনি নবদ্বীপের সন্তান। নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব নিয়ে যেমন চিন্তাভাবনা করেন আবার তিনি বাংলার পুরাতত্ত্বকে সংরক্ষিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত হয়েছে রাস সম্পর্কিত বই 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস'। লেখক গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয় বইটির 'মুখপাত'তেই নবদ্বীপের রাসের প্রতিমা পুজো যেদিন থেকেই শুরু হোক না কেন তা কিন্তু পাঁচশো বছরের মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে। নবদ্বীপের প্রতিমাগুলোর পটে বা পাদদেশে কোনও স্থানে কত সাল থেকে তৈরি হতে শুরু করে ছিল তা কিন্তু লেখা ছিল না। অথচ দেখতে পাওয়া গেল কাউকে পুজোর কত বছরের প্রাচীন তা জিজ্ঞাসা করলেও উদ্যোক্তরা বলে থাকে পাঁচশো বছরের প্রাচীন পুজো। গবেষক শান্তিরঞ্জন দেবের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছিল রাসের পুজোর কি কোনও বয়স বৃদ্ধি হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে শুরু করলেন তিনি। রাস পুজোর বহু উদ্যোক্তারা বলতে পারবে না কেন এই রাস মেলার সূচনা হয়েছিল। কেন নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারলো? রাসের তথ্য সংস্কৃতি স্থান করতে

লিখেছেন, ''বছর বছর রাসের এই সব ঠাকুর দেখতে দেখতে আর রাস সম্পর্কে নানান কল্প কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। কিন্তু একসময়ে চিন্তা জগতে ধাক্কা দেয়- ১. আচ্ছা, সেই ছোট্ট বেলা থেকে শুনে আসছি, রাস পাঁচশো বছরের প্রাচীন। এই রাসের বয়স বাড়ছেও না কমছেও না, একই জায়গায়- ঐ পাঁচশো বছরে আটকে আছে! ২. নবদ্বীপের সব প্রতিমাই কি পাঁচশো বছরের পুরানো? একই বছরের কি রাসের সব প্রতিমার পুজো শুরু হয়েছিল? দুই এক বছরের আগে পরে কি কোনো প্রতিমার পুজো শুরু হয়নি? ৩. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও কি পাঁচশো বছরের আগেকার লোক? ৪. তাহলে চৈতন্যদেও কি আই রাস দেখেছিলেন? চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলোতেও কি এই রাসের কথা বলা হয়েছে?'' বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব এই গবেষনামূলক বইটি লিখে ফেললেন। তিনি দেখতে পেলেন যে পাড়ায় পাড়ায় প্রতি বছরও কিশোর বয়সের তরুণরা নতন নতুন প্রতিমা তৈরি করছে। উদ্যেক্তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার আকার, আয়তন ও জৌলুস বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শুরু করে দিলেন গবেষক মহাশয়। তিনি বলতে গেলে কাউকে এ ব্যাপারে কাউকে কোন আগাম খবর দেননি। রাস নিয়ে যে সব প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে ছিল তা নিরসন করতে তিনি বহু পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখতে পেলেন রাস বৈষ্ণবদের উৎসব। সেখানে রাধাকৃষ্ণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু নবদ্বীপের রাসে রসের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও 'রাস' নামগন্ধ নেই। নবদ্বীপের রাসে রাধাকৃষ্ণ নেই- আছে শাক্ত দেবদেবীর একধিপত্য। নবদ্বীপের রাসে দেবী প্রতিমাগুলি কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবীর সমাবেশ-এটা কেন? ১৯৭০ সালে গবেষক মহাশ? পণ্ডিতপ্রবর গোপেন্দুভূষণ সংখ্যাতীর্থ মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব। কিন্তু নবদ্বীপে কেন রাসে শক্তি পুজোর আরাধনা করা হয়ে থাকে। তার উত্তরে পণ্ডিতপ্রবর সংখ্যাতীর্থ মহাশয় বলেছিলেন যে শ্রীচতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম করেন। **তথ্য সূত্র ঃ শান্তি রঞ্জন দেব লিখিত 'নবদ্বীপের শাক্ত রস'**

একদা সিমলা স্ট্রিটের দুরন্ত বালক মান্না দে

বুদ্ধদেব মিশ্র

('ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে' এই গানটি গাওয়ার আগে গায়ক মান্না দে তাঁর কাকা অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নাম স্মরণ করতেন। তিনি বারবার কাকার ঋণের কথা বলতেন। তাঁকে গানে জগতে আসার অভিভাবক। তাঁর সঙ্গীত গুরু। জন্মদিন আসলেই কলকাতার মহাজাতি সদনে সকাল সকাল উপস্থিত হতেন গায়ক মান্না দে। হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়তেন সকলের সমানে। মঞ্চের সামনেই তিনি বসে একের পর এক গান গাইতেন। আর মাঝে মধ্যে বলতেন, এক কাপ কালো র'চা দাও তো। আমরা মনে করতাম তিনি চায়ের নাম করে মদ পান করছেন। তবে তিনি কোনও দিনই মদ স্পর্শ করেননি। গায়ক কিশোর কুমারও কোনও সময়ে মদ স্পর্শ করেননি। অথচ বাজারে রটে ছিল যে মান্না দে এবং কিশোর কুমার মদ পান না করে গাইতে পারেন না। জন্মদিনে মান্না দে বলতেন, আজকে আমাকে কোনও অনুরোধ করবেন না। আমি নিজের থেকে এক একটি গান গেয়ে আপনাদের শোনাবো। শ্রোতারা তাঁকে এই দিন কোনও গান গাওয়ার অনুরোধ থেকে বিরত থাকতো। কারণ এই দিনটা ছিল তাঁর জন্ম দিন। তিনি ১ মে ১৯১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র। সত্যজিৎ রায় তাঁর কোনও ছবিতে মান্না দে'কে দিয়ে গান গাওয়ান নি। সেটা কেন হয়নি তা জানা যায় না। সিমলা স্ট্রিটের দুই বালক সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রথম জন হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরের জন হচ্ছেন মান্না দে। একজন আধ্যাত্মিক জগতে শিরোপা অর্জন করেন আর একজন সঙ্গীত জগতে শিরোপা লাভ করেন। গায়ক মান্না দে জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিস্তার করেছিল এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। শৈশবে স্বামী বিবেকানন্দের আর্দশকে সমানে রেখে শরীর চর্চায় মন দেন গায়ক মান্না দে।)

'এই ভাই য্যারা দেখকে চলো, আগে ভি নেহি পিছে ভি, ডায়ে ভি নেই বায়ে ভি, উপার ভি নেই নিচে ভি'-'মেরা নাম জোকার' ছবির এই গানটি রাজ কাপুর আর কাউকে দিয়ে গাওয়ানোর সাহস দেখাননি। মুকেশকে দিয়ে তিনি বহু গান গাইয়েছেন। কিন্তু মান্না দে ছাড়া এই গানের আর কেউই চমক আনতে পারবে না সেটা কিন্তু দক্ষ পরিচালক রাজকাপুর বুঝতেন। সেই কারণে তিনি 'মেরা নাম জোকার' ছবির এই গানটি মান্না দে'কে সম্মানের সঙ্গে ডেকে নিয়ে তাঁর ছবিতে গাইয়েছিলেন। পরিচালক রাজ কাপুর মান্না দে'কে খুব সম্মান দিতেন। তার একটি মাত্র কারণ গানের জাদুকর ছিলেন মান্না দে। সুরের আর একজন জাদুকর ছিলেন মুম্বইতে তিনি শচীন কর্তা। সবাই তাঁকে এসডি বর্মন সাহেব বলে জানতো। মান্না দে যখন মুম্বইতে তখন সেখানকার সিনেমা জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে বহু দক্ষ বাঙালি শিল্পীরা। তারা ছাড়া সেই সময়ে মুম্বইতে হিন্দি ছবি কিন্তু হতো না বলতে গেলেই চলে। এমনকী বহু টেকনিক্যাল দিকটাও বাঙালিরা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিত। ষাটের দশকে আরডি বর্মন মেহমুদের 'ভূত বাংলো' (১৯৬৫) সালের ছবিতে সুর দিচ্ছেন। সেখানে একটি গান ছিল 'আও ট্যুইস করে'। এই গানটি মান্না দে গেয়েছিলেন। ছবির প্রয়োজক উশমান এই গানটি মান্না দে'কে দিয়ে গাওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আর ডি বর্মন সেই সময়ে বলেছিলেন, 'আমি এই গানটি তৈরি করেছি মান্না দে'র জন্য। অন্য কাউকে দিয়ে এই গানটি গাওয়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি মান্না দে'কে দিয়ে এই গানটি না করান তাহলে আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে কাজ করা যাবে না। এটাই আমার পরিস্কার কথা।'

আসলে দেববর্মন পরিবার মান্না দে'কে ভালোবাসতো। শচীন দেববর্মন মান্না দে'কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে কোনও গান যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে মান্না দে গাইতে প্রস্তুত থাকতেন। আশ্চর্য ছিল তার টেকনিক্যাল ভয়েস যা ঈশ্বর প্রদত্ত বলা যেতে পারে। গলার এতো বেশি কাজ ছিল মান্না দে'র যা তৎকালীন আর কারোর মধ্যে বেশি দেখা একেবারে অসম্ভব ছিল। ১৯৬৮ সালে আবার আর ডি বর্মন, মেহমুদ এবং মান্না দে আবার একটি ছবিতে মিলিত হলেন। সেই ছবির নাম 'পরোসান'। এই ছবিতে একটি গানটি কিশোর কুমারের সঙ্গে মান্না দে যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'আও ও ট্যুইস করে'- গানটি প্রথম র‍্যাপ সং। আর 'এক চতুর না' গানটি একেবারে ক্লাসিক্যাল। দুটি ভিন্ন স্বাদের গান। শুদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান থেকে শুরু করে আধুনিক গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল মিশ্রিত বহু গান গেয়েছেন মান্না দে। তিনি প্রায় কয়েক হাজার গান গেয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। এমনকী তিনি নজরুল গীতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে মান্না দে নিজেই বলতেন, কবিগুরু গান তিনি বেশি গাইতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ধর্মী গলার জন্য। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। নজরুল সঙ্গীতের সুরে একটি আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন মান্না দে। নতুন আঙ্গিককে সঙ্গীত পরিবেশন করাই ছিল মান্না দে'র গলার কারুকাজ। সারা জীবন তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষনা করে গিয়েছেন। সুর নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করেছেন। সঙ্গীতের নতুন উপস্থাপনা করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তৃপ্তি পেয়েছেন।

মান্না দে আসল নাম হচ্ছে প্রবোধ চন্দ্র দে। মায়ের নাম ছিল মহামায়া এবং পিতার নাম পূর্ণ চন্দ্র দে। জন্ম গ্রহণ করেন ১ মে, ১৯১৯ সালে কলকাতায় সিমলায়। স্বামী বিবেকানন্দও একই পাড়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মান্না দে স্কুল জীবন থেকে কুস্তি চর্চায় মগ্ন ছিলেন। তখনকার দিনটা ছিল বিপ্লবীদের যুগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পাড়ায় পাড়ায় একটি করে কুস্তির আখড়া তৈরি করেছিল। সিমলা ব্যায়াম সমিতি তৈরি হয়েছিল বিপ্লবীদের হাত ধরে। এই সমিতি তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ এবং তার ভাই বারীন ঘোষ।

দাদা ঠাকুরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুমিত ঘোষ

জঙ্গিপুরের শরৎ চন্দ্র পন্ডিত, যিনি 'দাদাঠাকুর' নামে অধিক পরিচিত, জন্মে ছিলেন ১৮৭৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল এবং তিনি মারা যান ১৯৬৮ সালের ২৭ শে এপ্রিল। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত রম্যরচয়িতা, ছড়াকার, লেখক, প্রকাশক ও সমাজসমালোচক। তাঁর পৈতৃক ভিটে ছিল পশ্চিমবঙ্গের দফরপুরে, যদিও তাঁদের আদি

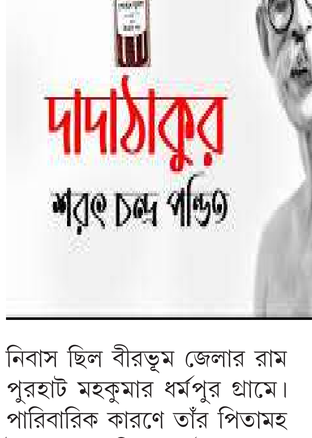

নিবাস ছিল বীরভূম জেলার রাম পুরহাট মহকুমার ধর্মপুর গ্রামে। পারিবারিক কারণে তাঁর পিতামহ ঈশানচন্দ্র পণ্ডিত ধর্মপুর থেকে দাফরপুরে বসতি স্থাপন করেন। দাদা ঠাকুরের জীবনটাই ছিল এক আশ্চর্য সমাপতন;২৭শে এপ্রিলই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিন। তাঁর ব্যঙ্গ-রসাত্মক লেখা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁরই লেখা 'ভোটা বিনন্দন' আজকের দিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিবেদন করছি।

ভোটা বিনন্দন। (১৩০৮ সাল, ২৮শ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা)। 'হে স্বরাজশাসনের বাহন, হে ভোট, হে অঘটন ঘটন পটিয়ান, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। জমিদারকে তুমি দীন দরিদ্র করিয়া দাও; শক্তিমানকে দুর্বলের করতল গত করাও, সুশান্তকে শূদ্রবনের অশান্তিতে বসাও। হে ভোট তুমি অনন্তশক্তিধর, তোমাকে নমস্কার। বন্ধুকে বন্ধুর প্রতি বিদ্বেষ ঘটাও; বলহীনের পীড়নে তুমি উদ্যোগী হও; চিরমৈত্রীবাদের ধ্বনি তুমি রচনা কর। হে নারদের মানসপুত্র তোমাকে নমস্কার।

চিরঅন্ধকারময় পথ তুমি আলোকিত কর;অন্ততঃ পক্ষে সেখানে light post বসাও; ভাঙা পথ জোড়া দাও; দেবতার বেদী ও মন্দির নির্মাণ করাও। হে কুশলী তোমাকে নমস্কার।

অভাবগ্রস্তকে তুমি ধনদান কর, পদার্থীর সমুদ্রে তুমি পথের প্রলোভন প্রসারিত কর; মধুর রচনে তুমি মনের ক্ষোভ নিরসন কর। তোমার গুণের তুলনা নাই। তোমাকে নমস্কার।

তোমার দয়ায় রাত্রিতে লোকে ঘুমাইতে পায় না, পথে বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দচিত্তে কোথাও যাইতে পায় না, পাওনাদারের তাড়া ও তাগিদকেও তুমি পরাজিত কর; সকল লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা তুমি ঘুচাইতে পার। তোমাকে নমস্কার। চণ্ডীদাসের ভাষায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়; কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!

একবার election এ যে বলে যে আর দাঁড়াইব না, পরের বার আবার সে দাঁড়ায়, আবার তোমার জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ায়। হে অপূর্ব যাদুকর, তোমাকে নমস্কার। পূজার অবকাশ কোন কথা, কোন অবকাশের অবকাশ তোমার কাছে নাই;সিংহবাহিনীর মূর্তিও তোমার নিকটে নত;আমরা তোমায় অভিনন্দন করিতেছি। তোমাকে নমস্কার।''

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও সেতু অবকাঠামোর জন্য ৮৯৫.৩০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করল ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ রেলসেতু অবকাঠামো শক্তিশালী করতে এবং মেট্রো রেলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে ভারতীয় রেল ৮৯৫.৩০ কোটি টাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। **কলকাতা মেট্রোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণঃ** মেট্রো রেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে, কলকাতা মেট্রো রেলের উত্তর-দক্ষিণ করিডোরকে শক্তিশালী করার জন্য ৬৭১.৭২ কোটি টাকার কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলোঃ ২৯১.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি নতুন ট্র্যাকশন সাবস্টেশন স্থাপন। কলকাতা মেট্রো রেলের উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের KESP (এসপ্ল্যানেড মেট্রো) থেকে KMUK (কবি সুভাষ - নিউ গড়িয়া) পর্যন্ত এলাকায় অক্সিলিয়ারি সাবস্টেশন ও ট্র্যাকশন সাবস্টেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ পাশাপাশি KNTJ (নেতাজি মেট্রো স্টেশন) থেকে (কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন) পর্যন্ত উড়াল পথে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি- যার মধ্যে বর্তমান ১১ কেভি ব্যবস্থাকে ৩৩ কেভি ব্যবস্থায় উন্নীত করার কাজও অন্তর্ভুক্ত- এই পুরো কাজের জন্য ৩৮০.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৮০-র দশকে নির্মিত কলকাতা মেট্রো ব্যবস্থাটি মূলত এমনভাবে নকশা করা হয়েছিল যাতে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর ট্রেন চলাচল করতে পারে। যাত্রীদের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে, আরও ঘনঘন ট্রেন চালানোর (উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশন) প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পের অনুমোদনের ফলে, কলকাতা মেট্রো এখন আড়াই মিনিট (২.৫ মিনিট) ব্যবধানে ট্রেন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে, যা লাইনের সক্ষমতা এবং পরিষেবার হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। বিদ্যমান সাবস্টেশন এবং যন্ত্রপাতিগুলো তাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতার সীমায় পৌঁছে গেছে এবং খুচরা যন্ত্রাংশের অপ্রাপ্যতার কারণে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণেও নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনুমোদিত এই আধুনিকীকরণ প্রকল্পটি নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে, ঘনঘন ট্রেন চলাচলে সহায়তা করবে এবং সামগ্রিকভাবে যাত্রী পরিষেবার মান উন্নত করবে। **আদ্রা বিভাগে সেতু অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধীনে গুক্তগাক্ত-ত্তগ্বক (মধুকুণ্ডা-দামোদর) সেকশনের মধ্যবর্তী স্থানে ৫২০ UP ও ৫২০ DN নম্বর সেতুর (সাবস্ট্রাকচার বা ভিত্তি কাঠামো) নির্মাণের জন্য ২২৩.৫৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সেতুর সংযোগস্থলে সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণ এবং রেললাইন সংক্রান্ত কাজেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমান দামোদর সেতুটি (সেতু নং ৫২০)-যা যথাক্রমে ১৯৬৫ সালে এবং ১৯০৩ সালে নির্মিত হয়েছিল-এখন অত্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং এর কাঠামোতে ফাটল বা দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে এমতাবস্থায় এর ভিত্তি এবং নিম্নকাঠামো পুনর্নির্মাণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। রেলপথের এই অংশটি আসানসোল এবং টাটানগরের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ DFC ফিডার রুট এবং কয়লা করিডোরের (সিনি-পুরুলিয়া-আসানসোল) অংশ এবং এই পথে ৬৭ GMT-এর মতো অত্যন্ত উচ্চমাত্রার রেল-চলাচল ঘনত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকল্পটি রেল চলাচলের নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিচালনগত দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। রেল সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে, এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের প্রধান শিল্প-কারখানাগুলো- যার মধ্যে IISCO প্ল্যান্ট, ACC প্ল্যান্ট এবং বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত- সেগুলোর অগ্রগতিতে এক নতুন গতি সঞ্চার করবে বলেও আশা করা হচ্ছে। আধুনিক, নিরাপদ এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রেল ব্যবস্থার অভিমুখে এই প্রকল্পগুলো ভারতীয় রেল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা সম্প্রসারণের পথে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যেখানে সেতু পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি পণ্য পরিবহন এবং শিল্প- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি রেল সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করবে, সেখানে মেট্রো রেলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কলকাতা শহরে মেট্রো পরিষেবার পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি, নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন এবং যাত্রীদের জন্য আরও উন্নত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতীয় রেল নিরন্তরভাবে শক্তিশালী পরিকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করে চলেছে একই সাথে তারা নিরাপদ, দক্ষ এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও অঙ্গীকারবদ্ধ।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন উত্তর হাওড়া, প্রশাসনের নিকাশি ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুললেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২ মে ঃ উত্তর হাওড়ায় বৃষ্টির জলে নাজেহাল জনজীবন। এই নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ল এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা। সামান্য বৃষ্টিতেই ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে উত্তর হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। দীর্ঘদিনের এই সমস্যায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে লিলুয়ার মীরপাড়া এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এই দুর্ভোগ নতুন নয়। বছরের পর বছর বর্ষা এলেই একই ছবি ফিরে আসে, অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে সেই নোংরা জল মাড়িয়েই নিত্যদিনের কাজে বেরোতে হয় সকলকে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে স্কুলপড়ুয়ারা। বইখাতা নিয়ে জল ভেঙে স্কুলে যেতে গিয়ে প্রায়ই বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাদের। শুধু মীরপাড়া নয়, উত্তর হাওড়ার সীতানাথ বোস লেন-সহ একাধিক এলাকাতেও একই চিত্র। কোথাও কোথাও আবার জল ঢুকে পড়ছে বাড়ির ভিতরেও। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নিকাশি ব্যবস্থার চরম দুর্বলতাই এই সমস্যার মূল কারণ। অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে থাকে প্রায় এক সপ্তাহ। ভারী বৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই জল নামতে সময় লাগে ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলেই অভিযোগ। এদিকে, পুরসভা সূত্রে খবর, গত বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন রাতের বৃষ্টির জেরে একাধিক এলাকায় জল জমে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৮টি পাম্প চালানো হয়। অনেক জায়গায় জল নামানো সম্ভব হলেও এখনও কিছু নিচু এলাকায় জল জমে রয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত পাম্প বসিয়ে জল নিস্কাশনের কাজ চলছে। উল্লেখ্য, মীরপাড়া এলাকা বালি পুরসভার অন্তর্গত হলেও উত্তর হাওড়া এবং তসংলগ্ন অঞ্চলের সামগ্রিক জলনিকাশি সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। তবে কবে মিলবে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান, সেই প্রশ্নেই উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগার

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ধূপগুড়ি, নিউ মাল জংশন, আলিপুরদুয়ার জংশন ও দিনহাটায় পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগারের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নম্বর: সি-এপি-পাভু-০৪। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ ১৫-০৫-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বন্ধের তারিখ/সময়
এঅ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	১৫-০৫-২০২৬ তারিখে ১১:৩০ টায়
এঅ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি -টিওআই-৬-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	১৫-০৫-২০২৬ তারিখে ১১:৪০ টায়
এঅ/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিএইচএইচ -টিওআই-১১-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	১৫-০৫-২০২৬ তারিখে ১১:৫০ টায়
এঅ/৪	পিএনইউ-এপিডিজে-এপিডিজে -টিওআই-২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	১৫-০৫-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, এপিডিজে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রিয়েল-টাইম রেল সুরক্ষা ও স্মার্ট পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তির জন্য আইআইটি গুয়াহাটির সাথে মউ স্বাক্ষর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২ মে ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের লক্ষ্যে এক তাপর্যপূর্ণ পদক্ষেপে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি 'প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে' ফ্লিট-ওয়াইড অনবোর্ড ভাইব্রেশন আইএমইউ-জিপিএস ইভেন্ট ক্যামেরা সিস্টেম উদ্ভাবন ও চালু করার উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটির সাথে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে। এই ব্যবস্থাটিকে একটি 'প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে' অন- বোর্ড সমাধান হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে, যার ফলে লোকোমোটিভ ও কোচে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই সর্বত্রে সহজে স্থাপন করা যায়, এইভাবে ফ্লিট-ওয়াইড এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এই সিস্টেমটি ট্র্যাকের অবস্থা অবিরাম ও অত্যন্ত নির্ভুলতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার জন্য জিপিএস প্রযুক্তির পাশাপাশি উন্নত ইনার্শিয়াল মেজারমেন্ট ইউনিট (আইএমইউ) সেন্সর ব্যবহার করে। এই সিস্টেমে ট্র্যাকের অস্বাভাবিকতাগুলি রিয়েল- টাইমে শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে ইভেন্ট- ভিত্তিক ক্যামেরা প্রযুক্তিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে ট্র্যাকের ত্রুটিগুলির ধারাবাহিক ম্যাপিং সম্ভবপর করে তুলবে এবং রিয়েল-টাইম সতর্কতা জারি করবে, যার ফলে সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলোর প্রতি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য হলো একটি পরিমাপযোগ্য ও সাশ্রয়ী সমাধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটির গবেষণালব্ধ দক্ষতাকে কাজে লাগানো। এটি ভবিষ্যতদ্বাণীমূলক ও অবস্থা-ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণকে সহজতর করবে, যার ফলে ম্যানুয়াল পরিদর্শনের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং ত্রুটি বা বিকল হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপ পরিচালনগত দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং যাত্রীদের সুরক্ষা উন্নত করবে পাশাপাশি এটি তথ্য-নির্ভর ও প্রযুক্তি-সমর্থিত পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে সহায়তা প্রদান করবে। এই প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতার মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশেও সহায়তা করে। এই অংশীদারিত্ব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা রেলওয়ে পরিকাঠামোকে আধুনিকীকরণ ও উদ্ভাবন এবং রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বাবাই মেরে ফেললো ছেলেকে! মুর্শিদাবাদের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২ মে ঃ মদ্যপ ছেলের হাতে আক্রান্ত স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলেকেই খুন করে বসলেন বাবা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে। মৃত ওই যুবকের নাম শাহজামাল মোল্লা বাপন (২৮)। ছেলেকে খুনের পর থেকে অভিযুক্ত বাবা হাইফত মোল্লা পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযুক্তের সন্ধানে পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ,পেশায় রাজমিস্ত্রি শাহজামাল মোল্লা নিয়মিত নেশা করত। প্রায় রোজ রাতে মদ্যপানের পর বাড়ি ফিরে এসে নিজের বাবা-মা - স্ত্রী সহ নাবালক সন্তানকে মারধর করতো। শাহজামালের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বছরখানেক আগে তাঁর স্ত্রী নাবালক সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বর্তমানে তিনি বাপের বাড়িতেই থাকেন। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও শাহজামাল আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়ি ফিরে এসে নিজের মা ও বাবাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। সমীরউদ্দিন শাহ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, শুক্রবার রাতে নেশা করে বাড়ি ফেরার পর শাহজামাল নিজের মা ও বাবাকে মারধর এবং গালিগালাজ করছিল। শাহজামালের বাবা ছেলেকে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বললেও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সে কোনও কথা শুনতেই রাজি ছিল না। সেই সময় হঠাৎ করেই শাহজামাল বাড়ির বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে নিজের মাকে মারধর করতে যায়। তিনি বলেন, ঘটনাটি দেখতে পেয়ে শাহজামালের বাবা হাইফত মোল্লা ছেলেকে প্রচন্ড বকাবকি করেন এবং গালে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দেন। সূত্রের খবর, এই ঘটনার পরেই আরও উত্তেজিত হয়ে শাহজামাল বাড়িতে পড়ে থাকা একটি লোহার রড নিয়ে মা এবং বাবাকে মারতে উদ্যত হয়। সেই সময় হাইফত ছেলের হাত থেকে লোহার রডটি কেড়ে নেন এবং কোনওভাবেই সেই রডটি শাহজামালের মাথায় গিয়ে লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মাথায় লোহার রডের আঘাত লাগার পর শাহজামাল অজ্ঞান হয়ে বাড়ির উঠানে পড়ে যায়। এরপর শাহজামালকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয় । স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, শাহজামালের বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় নিজের স্ত্রীকে মারধর করার একাধিক অভিযোগ জমা রয়েছে। গ্রামবাসীরা বলেন শাহজামাল নেশা করে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধর করতে বলে ইসলামপুর থানায় একাধিকবার এই সমস্যার সমাধানের জন্য সালিশি সভা বসানো হয়েছে, কিন্তু শাহজামাল নেশা করা বন্ধ করেনি। গ্রামবাসীদের দাবি শাহজামালের বাবা মদ্যপ ছেলের হাত থেকে স্ত্রীকেবাঁচাতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন।

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আরামবাগ বিদ্যাসাগর বাস টার্মিনাস, আতঙ্কে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২ মে ঃ হুগলির আরামবাগ- এর বিদ্যাসাগর বাস টার্মিনাসের পরিকাঠামো ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। অভিযোগ, টার্মিনাসের একাধিক অংশ ভগ্নদশায় থাকায় যাত্রী ও স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাস টার্মিনাসের বিভিন্ন জায়গায় জানালার ভাঙা অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। যে কোনও সময় সেগুলি ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন যাত্রী ও দোকানদাররা। ভিড়ের সময় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই চলাফেরা করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শনিবার এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায় জানা গেছে , প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াত সত্ত্বেও নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা নেই, ফলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যাত্রীদেরও দাবি, দ্রুত সংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না করা হলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু ছাত্রের, বিকেলে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোন্নগর, ২ মে ঃ উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোন্নগর সাধুর ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল এক নাবালক ছাত্রের। মৃতের নাম উৎসব ঝা (১৬)। শনিবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শাস্ত্রী নগর এলাকা থেকে দুই ভাই ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছিল উৎসব। সকলেই কোন্নগর সাধুর ঘাটে স্নান করতে নামে। সেই সময় আচমকাই জোয়ার চলে আসায় নদীর স্রোত বেড়ে যায়। অভিযোগ, স্রোতের টানে উৎসব জলের তলায় তলিয়ে যায়। ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখেই চিৎকার শুরু করেন তার সঙ্গীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ কোন্নগর সাধুর ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকেই উৎসবের দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আসানসোলে বিজেপির বিশেষ কর্মশালা, উপস্থিত সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২ মে ঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর ভোট গণনার ঠিক দুদিন আগে শনিবার আসানসোলে বিজেপির উদ্যোগে পুরুলিয়া জোন বা বিভাগের প্রার্থীদের নিয়ে একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আসানসোলের জিটি রোডের উষাগ্রাম এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর এবং আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি প্রার্থী, ইলেকশন এজেন্ট ও কনভেনাররা অংশ নেন। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ভোট গণনাকে সামনে রেখে এদিনের কর্মশালায় গণনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ, কাউন্টিং এজেন্টদের ভূমিকা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়মাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ভোট গণনার সময় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই বিষয়েও প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদব। তাঁরা প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সংগঠনের তরফে সতর্ক ও সজাগ থেকে ভোট গণনার পুরো প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখার বার্তা দেন। ভোট গণনার আগে এই কর্মশালাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট গুরুত্ব তৈরি হযেছে।

গুজরাট বিতর্কে বিজেপিকে নিশানা, নারী সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ গুজরাটের এক মহিলা সাংসদকে ঘিরে বিজেপি নেতার কথিত 'অশালীন মন্তব্য'কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন। পোস্টে তিনি দাবি করেন, গুজরাট বিজেপি সভাপতির মন্তব্যে গেনিবেন ঠাকুর -এর মতো একজন মহিলা সাংসদের প্রতি অভদ্র আচরণ করা হযেছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এটাই কি বিজেপির 'নারী বন্দনা'? এভাবেই কি মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা হবে এবং তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে? রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, ক্ষমতার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই মহিলাদের লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই সেই 'বিকৃত মানসিকতা' প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের প্রশ্নের মুখে তিনি সংসদে অস্বস্তিতে পড়েছেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্য-একজন মহিলা সবকিছু ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু অপমান কখনও ভোলেন না-উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, বিজেপি নিজেই সেই কথার গুরুত্ব ভুলে গিয়েছে। পোস্টে আরও বলা হয়েছে, গুজরাট-সহ গোটা দেশের মহিলারা এই ধরনের অপমানের মুখোতোড় জবাব দেবেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি।

অরুণাচলে মৃদু ভূমিকম্প

অরুণাচল প্রদেশ, ২ মে ঃ শনিবার দুপুরে অরুণাচল প্রদেশের কামলে জেলায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও ক্ষয় তির খবর মেলেনি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় সময় দুপুর ১টা ৫৯ মিনিট ৪ সেকেন্ড নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ২.৪। ভারতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে , ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কামলে জেলার মাটির প্রায় ৫ কিলোমিটার গভীরে।

POST-OFFER ADVERTISEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

LCC INFOTECH LIMITED ("LCCINFOTECH" / "TARGET COMPANY")

Corporate Identification Number (CIN): L72200WB1985PLC073196
Registered Office: P- 16, C.I.T. Road, P S Entally, Kolkata, West Bengal-700014, India;
Tel No: +91-33-23570048; **E-mail ID:** corporate@lccinfotech.co.in; **Website:** www.lccinfotech.in

Open Offer for the acquisition of 4,38,34,271 (Four Crore Thirty-Eight Lakhs Thirty-Four Thousand Two Hundred Seventy-One) Equity Shares of the face value of Rs. 2/- each, being constituting 26.00% of the Emerging Voting Share Capital of the LCC Infotech Limited ("LCCINFOTECH") at an Offer Price of ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty-Five Only) Per Equity Share by Mr. Kunjit Maheshbhai Patel (Acquirer).

THIS POST-OFFER ADVERTISEMENT IS ISSUED BY GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER, ON BEHALF OF MR. KUNJIT MAHESHBHAI PATEL (ACQUIRER), IN CONNECTION WITH THE OFFER MADE BY THE ACQUIRER, IN COMPLIANCE WITH REGULATION 18 (12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011.

This Post-offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the:

a) Public Announcement dated Saturday, January 03, 2026 ('Public Announcement'),
b) Detailed Public Statement dated Thursday, January 08, 2026, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, January 09, 2026, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition) and Duranta Barta (Regional Bengali Daily – Bengali Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'),
c) Draft Letter of Offer dated Friday, January 16, 2025 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'),
d) Corrigendum to PA, DPS, DLOF dated Monday February 09, 2026 in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Tuesday, February 10, 2026, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ('Newspapers'), Duranta Barta (Regional Bengali Daily – Bengali Edition (Corrigendum to PA, DPS, DLOF),
e) Letter of Offer dated Tuesday, March 24, 2026, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'),
f) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Saturday, March 28, 2026, and published in the Newspapers on Monday, March 30, 2026 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company')
g) Pre-Offer Advertisement Cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer dated Thursday, April 02, 2026 ('Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum')

("the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, Pre-Offer Advertisement Cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer, and Pre-Offer Advertisement Cum Corrigendum are hereinafter collectively referred to as Offer Documents")

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

Capitalised terms used but not defined in this Post-offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

1.	**Name of the Target Company**	LCC Infotech Limited, a public limited company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number 'L72200WB1985PLC073196', bearing Permanent Account Number 'AACCA2580J' allotted under the Income Tax Act, 1961, with its registered office located at P- 16, C.I.T. Road P S Entally, Kolkata-700014, West Bengal.			
2.	**Name of Acquirer & PAC**	Mr. Kunjit Maheshbhai Patel, son of Mr. Mahesh Apabhai Patel, aged about 41 years, Indian Resident, bearing Permanent Account Number 'APLPP0167P' allotted under the Income Tax Act, 1961, resident at 34, Safal Vivaan-1, Near Gota Flyover, S G Highway, Gota, Ahmedabad, Gujarat- 382481, India. (Acquirer).			
3.	**Name of Manager to the Offer**	Grow House Wealth Management Private Limited			
4.	**Name of Registrar to the Offer**	Skyline Financial Services Private Limited			
5.	**Offer Details**				
5.1	Date of Opening of the Offer	Monday, April 06, 2026			
5.2	Date of Closing of the Offer	Monday, April 20, 2026			
6.	Date of Payment of Consideration	Friday, April 24, 2026			
7.	**Details of Acquisition**				
	Particulars	**Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this offer)**		**Actuals (Pursuant to the tendering of Offer Shares by some of the Public Shareholders under this offer)**	
7.1	Offer Price	₹ 4.55/-		₹ 4.55/-	
7.2	Aggregate number of Shares tendered	4,38,34,271		11,292	
7.3	Aggregate number of Shares accepted	4,38,34,271		11,292	
7.4	Size of the offer (Numbers of equity shares multiplied by Offer price per equity share)	₹ 19,94,45,934		₹ 51,378.60	
7.5	Shareholding of the Acquirer before the Share Purchase Agreement / Public Announcement (No. & %)	NIL (0.00%)		NIL (0.00%)	
7.6	**Equity Shares acquired through Share Purchase Agreement (SPA)**				
a)	Number of Equity Shares	NIL		NIL [1]	
b)	% of the Emerging Voting Share Capital	0.00%		0.00%	
7.6	**Equity Shares acquired through Preferential Allotment**				
a)	Number of Equity Shares	NIL		4,20,00,000	
b)	% of the Emerging Voting Share Capital	0.00%		24.91%	
7.7	**Shares Acquired by way of Open offer**				
a)	Number of Equity Shares	14,38,76,628		11,292	
b)	% of the Emerging Voting Share Capital	85.34%		0.007%	
7.8	**Shares Acquired after detailed Public Statement (except for Sale Shares acquired by way of Share Purchase Agreement)**				
a)	Number of Shares Acquired	Nil		Nil	
b)	Price of the Shares Acquired	---		---	
c)	% of the Emerging Voting Share Capital	Nil		Nil	
7.9	**Post offer Shareholding of Acquirer**				
a)	Number of Equity Shares	14,38,76,628		4,20,11,292	
b)	% of the Emerging Voting Share Capital	(85.34%)		(24.92%)	
7.10	**Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders**				
	Particulars	**Pre Offer**	**Post Offer**	**Pre Offer**	**Post Offer**
a)	Number of Equity Shares	6,85,50,993	0.00	6,85,50,993	6,85,39,701
b)	% of the Emerging Voting Share Capital	(40.67%)	0.00	(40.67%)	(40.65%)

1. In accordance with Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations, on January 03, 2026, the Acquirer consummated the SPA, wherein the Sellers transferred the SPA Shares to the Acquirer post completion of open offer.
2. In accordance with Regulation 31A (10) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto **('SEBI (LODR) Regulations')**, the Acquirer will be reclassified themselves as the promoter of the Target Company.
3. This Post-Offer Advertisement will also be accessible on the websites of SEBI's website accessible at www.sebi.gov.in, BSE's website accessible at www.bseindia.com, Manager's website accessible at www.growhousewealth.com, and Registrar's website accessible at www.skylinerta.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT

Grow House Wealth Management Private Limited
(CIN: U67100GJ2022PTC133630)
A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054, Gujarat, India
Tel: +91 79353 33132 / +91-79-35333682
E-mail: takeover@growhousewealth.com
Website: www.growhousewealth.com
Contact Person: Mr. Hill Shah
SEBI Reg. No: INM000013262
Validity: Permanent

For and on behalf of the Acquirer and PAC:

Sd/-
Kunjit Maheshbhai Patel
Acquirer

Place: Ahmedabad
Date: May 01, 2026

দেশ-বিদেশ

রিলায়েন্সের দুরন্ত পারফরম্যান্স, মার্চ কোয়ার্টারে ২.৯৪ লক্ষ কোটি টাকার বিক্রি, বার্ষিক বৃদ্ধিতে ১২.৫

মুম্বই, ২ মেঃ ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা Reliance Industries Limited (আরআইএল) ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে শক্তিশালী আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। সংস্থার একত্রিত নেট বিক্রি বছরে ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁ।য়িছে ২,৯৪,০৫৯ কোটি টাকায়। বহুমুখী ব্যবসায়িক কাঠামোর ওপর নির্ভর করেই এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। Mukesh Ambani-র নেতৃত্বাধীন এই সংস্থাটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পণ্যমূল্যের ওঠানামা এবং ভূরাজনৈতিক চাপের মধ্যেও ধারাবাহিকভাবে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জ্বালানি, খুচরো ব্যবসা এবং ডিজিটাল পরিষেবা-এই তিনটি মূল খাতে ধারাবাহিক উন্নতির ফলেই রিলায়েন্স এই শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখাতে পেরেছে।রিলায়েন্সের তেল-থেকে-রাসায়নিক বিভাগ এখনও সংস্থার আয়ের অন্যতম প্রধান উস। উন্নত রিফাইনিং মার্জিন এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের স্থিতিশীল চাহিদা এই খাতকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল, তবুও দক্ষ পরিচালনা এবং সঠিক পণ্য মিশ্রণের মাধ্যমে সংস্থাটি আয় বৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, রিলায়েন্সের ইন্টিগ্রেটেড ব্যবসায়িক মডেল বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, সংস্থার খুচরো ব্যবসা, যা Reliance Retail Ventures Limited-এর অধীনে পরিচালিত হয়, এই ত্রৈমাসিকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখিয়েছে। নতুন নতুন স্টোর খোলা, গ্রাহক ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎসবের মরশুমে কেনাকাটার

চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এই সেক্টরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সংস্থার ওমনি-চ্যানেল কৌশল-যেখানে অফলাইন দোকান এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে একসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে-গ্রাহকদের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মুদি সামগ্রী, ফ্যাশন এবং ইলেকট্রনিক্স বিভাগে বিক্রি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ডিজিটাল পরিষেবা ক্ষেত্রেও রিলায়েন্সের পারফরম্যান্স যথেষ্ট শক্তিশালী। খটা গুড্জত্ঞ্ঞগুড্ড গ্নটড্ডটত্তঞ্ঞ-এর অধীনে থাকা টেলিকম পরিষেবা ক্রমাগত নতুন গ্রাহক যোগ করছে এবং ডেটা ব্যবহারের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের প্রতিযোগিতামূলক টেলিকম বাজারে জিও তার নেতৃত্বের অবস্থান বজায় রেখেছে। প্রতি গ্রাহক থেকে গ। আয় বৃদ্ধিও সংস্থার মোট আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল পরিষেবা এখন শুধু টেলিকমেই সীমাবদ্ধ নেই-এঃটারপ্রাইজ পরিষেবা এবং বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে নতুন আয়ের উস তৈরি হয়েছে। রিলায়েন্সের এই ফলাফল বাজারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। বিনিয়োগকারীরা এই ১২.৫ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধিকে সংস্থার শক্তিশালী এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবসায়িক কাঠামোর প্রমাণ হিসেবে দেখছেন। বিভিন্ন ব্রোকারেজ সংস্থাও জানিয়েছে, জ্বালানি, খুচরো এবং ডিজিটাল পরিষেবার সমন্বয়ে গঠিত রিলায়েন্সের পোর্টফোলিও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করছে। সংস্থার ভবিষ্য পরিকল্পনার দিকেও বিশেষ নজর রয়েছে। নতুন শক্তি (renewable energy) এবং সবুজ প্রযুক্তিতে রিলায়েন্স ইতিমধ্যেই ব। ধরনের বিনিয়োগ করছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই উদ্যোগগুলি দীর্ঘমেয়াদে সংস্থার জন্য ব। মূল্য তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে বিশ্ব যখন এগোচ্ছে, তখন এই বিনিয়োগ রিলায়েন্সকে আরও এগিয়ে রাখবে। মার্চ ত্রৈমাসিকের ফলাফল ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও একটি প্রতিফলন। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগ বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ এই প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। রিলায়েন্সের মতো ব। সংস্থা তাদের আকার এবং ইঃটগ্রেশনের সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে পারছে, যা তাদের কার্যকারিতা এবং লাভজনকতা বাড়াচ্ছে। যদিও বিশ্বজু।ে মূল্যস্ফীতি এবং ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, তবুও রিলায়েন্সের আর্থিক সূচকগুলি স্থিতিশীল রয়েছে। সংস্থার নেতৃত্ব জানিয়েছে, তারা উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তরের ওপর জোর দেবে। এই কৌশল বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। রিলায়েন্সের এই ফলাফল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে-ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার এখন সংস্থার প্রবৃদ্ধির প্রধান ইঞ্জিন হয়ে উঠছে। খুচরো এবং টেলিকম ব্যবসার দ্রুত বিস্তার সংস্থার ঐতিহ্যগত জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে। ফলে আয়ের উৎস আরও বৈচিত্র্যময় হয়েছে এবং ঝুঁকি কমেছে। ২০২৬ অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে রিলায়েন্সের এই শক্তিশালী পারফরম্যান্স আগামী অর্থবর্ষের জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবর্তিত গ্রাহক আচরণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নতুন বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। সব মিলিয়ে, মার্চ ত্রৈমাসিকের এই ফলাফল শুধু রিলায়েন্সের আর্থিক শক্তিকেই তুলে ধরে না, বরং ভারতের কর্পোরেট ক্ষেত্রেও ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

১২ বিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক চুক্তি, মার্কিন সংস্থা অর্গানন অধিগ্রহণে সান ফার্মা, বিশ্ববাজারে বড় ঝাঁপ

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল ২০২৬ঃ ভারতের বৃহত্তম ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা Sun Pharmaceutical Industries Ltd. এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। মার্কিন তালিকাভুক্ত স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা Organon Co.-কে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে অধিগ্রহণ করতে চলেছে তারা। এই বিশাল চুক্তি সান ফার্মার বৈশ্বিক উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করবে এবং নারীদের স্বাস্থ্য, বায়োসিমিলার ও প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্ষেত্রে তাদের পোর্টফোলিওকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত করবে। এই অধিগ্রহণ সান ফার্মার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মতো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোই ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। অর্গাননকে অধিগ্রহণের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণের পথে এক বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অর্গানন মূলত Merck Co.-এর একটি অংশ ছিল, যা ২০২১ সালে পৃথক সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্গানন বর্তমানে ১৪০টিরও বেশি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্য ও অফ-পেটেন্ট ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং

বৈচিত্র্যময় পণ্যের সম্ভার সান ফার্মার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। শিল্প বিশেষজ্ঞরা এই চুক্তিকে কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। তাদের মতে, এটি সান ফার্মার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে বিশেষায়িত চিকিসা ক্ষেত্র এবং গবেষণাভিত্তিক পণ্যের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অর্গাননের পোর্টফোলিও যুক্ত হলে সান ফার্মা তাদের বিদ্যমান জেনেরিক ও বিশেষায়িত ওষুধ ব্যবসার সঙ্গে একটি শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি করতে পারবে।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, সান ফার্মা নগদ অর্থ এবং ঋণের সমন্বয়ে অর্গাননের সমস্ত শেয়ার অধিগ্রহণ করবে। এই লেনদেনটি ভারতের কোনও ওষুধ সংস্থার দ্বারা করা অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক অধিগ্রহণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগে বিভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন, এবং সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের মধ্যেই এটি সম্পন্ন হতে পারে। মুম্বই-ভিত্তিক সান ফার্মার জন্য এই অধিগ্রহণ একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করছে। অর্গাননের নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং উর্বরতা চিকিসা ক্ষেত্রে শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে, যা সান ফার্মাকে একটি দ্রুত বর্ধনশীল বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেবে। পাশাপাশি, অর্গাননের বায়োসিমিলার পাইপলাইন সান ফার্মার গবেষণা ও উন্নয়নভিত্তিক বৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই চুক্তি বৈশ্বিক ওষুধ শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসেবার খরচ বৃদ্ধি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বড় সংস্থাগুলির মধ্যে একত্রীকরণের প্রবণতা বাড়ছে। সান ফার্মা ও অর্গাননের এই চুক্তি সেই বৃহত্তর প্রবণতারই প্রতিফলন। চুক্তি ঘোষণার পর শেয়ার বাজারে সান ফার্মার শেয়ারের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিনিয়োগকারীরা এই পদক্ষেপকে সংস্থার ভবিষ্য প্রবৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। যদিও ১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ একটি বড় অঙ্ক, তবুও দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে এই বিনিয়োগের যথাযথ ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অর্গাননের স্থিতিশীল নগদ প্রবাহ এবং প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলি একত্রিত সংস্থার আয়ের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে।

এই অধিগ্রহণ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে-ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। গত এক দশকে ভারতীয় ফার্মা সংস্থাগুলি জেনেরিক ওষুধ উপাদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশেষায়িত ও গবেষণাভিত্তিক পণ্যের দিকে এগিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তারা এখন সক্রিয়ভাবে বিদেশি সংস্থা অধিগ্রহণের পথে হাঁটছে। সান ফার্মার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অর্গাননের সঙ্গে একত্রীকরণের সময় তারা সংস্থার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর জোর দেবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের ধরে রাখার চেষ্টা করবে। দুই সংস্থাই বিশ্বজুড়ে রোগীদের কাছে উন্নতমানের ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা শিল্পের পর্যবেক্ষকদের মতে, এই চুক্তি ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। সান ফার্মার শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা সক্ষমতা অর্গাননের বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। এখন সব নজর নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের দিকে। যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়, তাহলে এটি শুধু সান ফার্মার বৈশ্বিক অবস্থানকেই নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে না, বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলির সম্প্রসারণের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

ওয়াশরুমে লুকানো মোবাইল, এআই দিয়ে নকল! এআইআইএমএস-এএমবিবিএস পরীক্ষায় চাঞ্চল্য, বাতিল বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ২০২৬ঃ দেশের অন্যতম সেরা চিকিসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান All India Institute of Medical Sciences (এআইআইএমএস), দিল্লিতে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এমবিবিএসের বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নকলের অভিযোগ উঠতেই পুরো পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা শুধু প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই নয়, গোটা শিক্ষাজগতেই তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঘটনাটি ঘটে একটি মধ্য-সেমিস্টার পরীক্ষার সময়। প্রথমে বিষয়টি নজরে আসে পরীক্ষকদের, যখন তারা লক্ষ্য করেন যে অনেক পরীক্ষার্থী বারবার ওয়াশরুমে যাওয়ার অনুমতি চাইছে। শুরুতে এটি স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টি সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। এরপরই নজরদারি বাড়ানো হয় পরীক্ষাকক্ষ এবং সংলগ্ন এলাকায়। তদন্তে যা উঠে আসে, তা আরও উদ্বেগজনক। জানা যায়, একটি মোবাইল ফোন গোপনে ওয়াশরুমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ, পরীক্ষার সময় একাধিক ছাত্র ওই ফোনটি ব্যবহার করছিল। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে, ওই ডিভাইসের মাধ্যমে এআই-ভিত্তিক চ্যাট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রশ্নের উত্তর তাক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছিল। সূত্রের দাবি, এটি কোনও একক ছাত্রের কাজ নয়, বরং একটি পরিকল্পিত দলগত প্রচেষ্টা হতে পারে। অনুমান করা হচ্ছে, প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন পরীক্ষার্থী এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। যদিও তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবুও ঘটনাটির ব্যাপকতা প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। পরিস্থিতি স্পষ্ট হতেই এআইআইএমএস কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা করে। এক শীর্ষকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ওয়াশরুমে একটি মোবাইল ফোন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তা একাধিক ছাত্র ব্যবহার করছিল বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই পরীক্ষা বাতিল করা হয় এবং পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়নি। প্রশাসন বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করছে, কারণ এর প্রভাব ভবিষ্যতের চিকিৎসকদের ক্যারিয়ারের ওপর পড়তে পারে। আপাতত মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুনঃ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করা। এই ঘটনা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কারণ All India Institute of Medical Sciences দেশের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক এবং মর্যাদাপূর্ণ চিকিসা প্রতিষ্ঠান। এখানে এমবিবিএস-এ ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন-প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র সীমিত আসনের জন্য প্রতিযোগিতা করে। সেই প্রতিষ্ঠানে এমন নকলের অভিযোগ উঠায় পরীক্ষা ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। শিক্ষাবিদদের মতে, ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার এখন একটি ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁ।য়িছে। বিশেষ করে জেনারেটিভ ক্ত্র-এর মতো প্রযুক্তি, যা একদিকে শিক্ষার উন্নতিতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে পরীক্ষায় অসাধু উপায়ে ব্যবহার করা হলে তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই ঘটনা সেই আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করল।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে থাকতে পারে পরীক্ষার আগে আরও কড়া তল্লাশি, উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা, ওয়াশরুম ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস শনাক্ত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। এদিকে ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়াও মিশ্র। কেউ কেউ বলছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়।

কূটনীতি আর চুক্তির জোরে শান্তিতে থাকা বিশ্বের ১০ দেশ

২ মে ঃ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের জন্য সামরিক শক্তি বা সেনাবাহিনীকে প্রতিরক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। অধিকাংশ দেশই নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে প্রতিরক্ষা খাতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ রয়েছে যাদের কোনও স্থায়ী সেনাবাহিনীই নেই। তবুও তারা নিরাপদ, স্থিতিশীল এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বের শান্তিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে কৌশলগত কূটনীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রশাসনিক পরিকল্পনায়। প্রথমেই আসা যাক Costa Rica-র কথায়। ১৯৪৮ সালের গৃহযুদ্ধের পর এই দেশটি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়-তারা তাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোস্টা রিকা কোনও স্থায়ী সামরিক বাহিনী রাখেনি। বরং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়ে সেই অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবেশ রক্ষায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাহ্যিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা মূলত United States এবং অন্যান্য মিত্র দেশের উপর নির্ভর করে। এরপর রয়েছে Iceland ১৯৪৪ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেশটির কোনও স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই। তবে তারা NATO-র সদস্য এবং সেই জোটের নিরাপত্তা কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। যদিও আইসল্যান্ডে একটি উপকূল রক্ষী বাহিনী রয়েছে, যারা সমুদ্রসীমা নজরদারি করে। এই দেশটি সামাজিক কল্যাণ ও পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের অন্যতম শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ইউরোপের ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ গ্বণচ্জ্বঝা-র ক্ষেত্রেও একই ছবি দেখা যায়। ১৯১৮ সালের এক চুক্তির মাধ্যমে তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয় France। ফলে মোনাকোর নিজস্ব কোনও সেনাবাহিনী নেই। দেশটি মূলত পর্যটন ও বিলাসবহুল অর্থনীতির উপর নির্ভর করে উন্নতি করেছে। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একটি ছোট পুলিশ বাহিনীই যথেষ্ট। সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার মাঝে অবস্থিত ক্ষুদ্র দেশ Liechtenstein ১৮৬৮ সাল থেকেই সেনাবাহিনীহীন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

NAME CHANGE

I, Azibar Gain S/o Late Mojammel Gain Residing at Chhotochupria, Chupria District - Nadia, Pin-741502, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Mojamel Gayen, Mojammel Gayen (Old Name) shall henceforth be known as Mojammel Gain (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 01/2026 dated 30-04-2026. I declare that my deceased father Mojamel Gayen, Mojammel Gayen (Old Name) and Mojammel Gain (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajibar Gayen (Old Name) S/o Late Mojammel Gain Residing at Chhotochupria, Chupria, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Azibar Gain (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 04/2026 Dated 30-04-2026. Ajibar Gayen (Old Name) and Azibar Gain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Munnapali Monal, Munnap Mandal, Munnafali Mandal (Old Name) S/o Abul Hossain Mandal Residing at Mayurhat, Payradanga, Payradanda, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Munnaf Ali Mandal (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 02/2026 Dated 30-04-2026. Munnapali Monal, Munnap Mandal, Munnafali Mandal (Old Name) and Munnaf Ali Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Furkan Mondal (Old Name) S/o Munnaf Ali Mandal Residing at Payradanga, Vtc - Payradanda, P.o - Mayurhat, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Furkan Mandal (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 03/2026 Dated 30-04-2026. Furkan Mondal (Old Name) and Furkan Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khondekar Ainul Hoque (old name) S/o- Khondekar Nurul Hoque residing at Salar, Salar, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHONDEKAR AINUL HOQUE to KH AINUL HOQUE and henceforth I shall be known as KH AINUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/04/2026. KHONDEKAR AINUL HOQUE (old name) and KH AINUL HOQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mosammat Nasima Bibi (old name) W/o- Md Dulal Hossain residing at Bakharpur, Bakharpur, Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732206 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOSAMMAT NASIMA BIBI to MST NASIMA BIBI and henceforth I shall be known as MST NASIMA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/04/2026. MOSAMMAT NASIMA BIBI (old name) and MST NASIMA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Dulal Hossain (old name) S/o- Md Jahiruddin Sekh residing at Bakharpur, Bakharpur, Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732206 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD DULAL HOSSAIN to MD DULAL HOSSAIN and henceforth I shall be known as MD DULAL HOSSAIN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/04/2026. MOHAMMAD DULAL HOSSAIN (old name) and MD DULAL HOSSAIN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jahanara Begum (old name) W/o-Salahauddin residing at Islampur, Islampur Baidyapara , Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JAHANARA BEGUM to JAHANARA KHATUN and henceforth I shall be known as JAHANARA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/04/2026. JAHANARA BEGUM (old name) and JAHANARA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tapas Chowdhury (Old Name) S/o Sasanka Bimol Chowdhury Residing at Vidyapati Bhavan, Flat-81 1st Floor, 18/3 Kalikapur Green Park, District - Kolkata, Pin - 700099, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Tapash Chowdhury (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 30-04-2026. Tapas Chowdhury (Old Name) and Tapash Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kanchan Roy (Old Name) S/o Late Ranjit Kumar Roy Residing at DD-27/1, Deshbandhu Nagar, Saha Para, Near Naba Narun Sangha, P.o - Deshbandhu Nagar, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kanchan Kumar Roy (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 30-04-2026. Kanchan Roy (Old Name) and Kanchan Kumar Roy (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shahanara Bibi (Old Name) W/o Rafikul Mondal Residing at Vill - Meherpur, P.o - Madiahat, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sahanaj Bibi (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 30-04-2026. Shahanara Bibi (Old Name) and Sahanaj Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Susil Jain (Old Name) S/o Bishambar Prasad Jain Residing at G-11, Zonal Centre, Sagarbhanga, Durgapur District - Paschim Bardhaman, Pin - 713211, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Susil Kumar Jain (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 30-04-2026. Susil Jain (Old Name) and Susil Kumar Jain (New Name) both are same and one identical person.

'সিঁন্দুর বার্ষিকীতে ভারতের আকাশে আরও শক্তি-রাশিয়া পাঠাল চতুর্থ এস-৪০০

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ ভারত-রাশিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতার আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হল। রাশিয়া থেকে ভারতের জন্য পাঠানো হল অত্যাধুনিক এস-৪০০ Triumf ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ রেজিমেঃট। এই সরবরাহ ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং কৌশলগত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গেছে, সদ্য পাঠানো এই এস-৪০০ ইউনিট ইতিমধ্যেই পরিবহণ প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষা ও সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর এটিকে দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থানে মোতায়েন করা হবে। ২০১৮ সালে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রায় ৫.৪ বিলিয়ন ডলারের চুক্তির আওতায় মোট পাঁচটি রেজিমেন্ট সরবরাহের কথা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই সক্রিয় রয়েছে, ফলে চতুর্থটির আগমন ভারতের বহুস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করবে। বিশ্বের অন্যতম উন্নত সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম হিসেবে পরিচিত এস-৪০০ একাধিক আকাশীয় হুমকিকে একসঙ্গে শনাক্ত, ট্র্যাক এবং ধ্বংস করতে সক্ষম। যুদ্ধবিমান, ক্রুজ মিসাইল, ড্রোন থেকে শুরু করে ব্যালিস্টিক মিসাইল-সব ধরনের হুমকির মোকাবিলায় এটি কার্যকর। সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার ক্ষমতা ভারতের প্রতিরক্ষা পরিসরকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, নতুন এই রেজিমেন্টটি এমনভাবে মোতায়েন করা হবে যাতে দেশের সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চলে নজরদারি ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা আরও জোরদার হয়। যদিও সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিরাপত্তার কারণে প্রকাশ করা হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা বিবেচনায় রেখেই এর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। এই সরবরাহ এমন এক সময়ে হল যখন আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। ভারত বারবার স্পষ্ট করেছে যে এস-৪০০ কেনার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজন থেকেই নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলির তরফে কিছু আপত্তি এবং নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নয়াদিল্লি তার সার্বভৌম সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এস-৪০০-কে ভারতের বিদ্যমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এর জন্য উন্নত রাডার নেটওয়ার্ক এবং দেশীয় প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় অপরিহার্য। গত কয়েক বছরে ভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এই আধুনিক ব্যবস্থাটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন। পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ক্যালিব্রেশনও করা হচ্ছে। কৌশলগত বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এস-৪০০ শুধু প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়ায় না, বরং এটি একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তৈরি করে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা যায় যে ভারতের আকাশসীমা সুরক্ষিত এবং যে কোনও হুমকির মোকাবিলায় দেশ প্রস্তুত। ভারত ও রাশিয়ার দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক এই চুক্তির মাধ্যমে আরও একবার দৃঢ় হল। আন্তর্জাতিক চাপ ও লজিস্টিক সমস্যার মধ্যেও মস্কো তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সরঞ্জাম সরবরাহের চেষ্টা করছে। এখন নজর রয়েছে পঞ্চম এবং শেষ রেজিমেন্টের সরবরাহের দিকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্মকর্তারা আশাবাদী যে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাকি ইউনিটও দ্রুত ভারতে পৌঁছে যাবে। সব মিলিয়ে, এস-৪০০ প্রকল্প ভারতের সাম্প্রতিক প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণের অন্যতম বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং এটি দেশের নিরাপত্তা কাঠামোকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রেলপথের নীরব প্রহরীঃ হারানো হাসি ঘরে ফিরিয়ে আনতে পূর্ব রেলওয়ের উদ্যোগ

কলকাতা, ২ মে ঃ রেলওয়ে স্টেশনের ব্যস্ত প্ল্যাটফর্মগুলো প্রায়শই ট্রেনের বাঁশি আর দ্রুতগামী মানুষের পায়ের শব্দে মুখরিত থাকে, কিন্তু

এই ভিড়ের মাঝে মাঝেই লুকিয়ে থাকে সাহায্যের জন্য কিছু নীরব আর্তনাদ। একটি শিশু যে পথ হারিয়েছে বা তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তার কাছে রেলপথের এই বিশাল জগত এক আতঙ্কিত স্থান হতে পারে। এই ছোট ছোট কণ্ঠস্বরগুলো যাতে শোনা যায় তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ে তার স্টেশনগুলোকে আশার আশ্রয়ে পরিণত করেছে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের সহমর্মী নেতৃত্বে শৈশব রক্ষা এখন একটি হৃদয়ের মিশনে পরিণত হয়েছে। এই মহৎ উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত হচ্ছে পূর্ব রেলওয়ের আইজি-কাম-প্রধান মুখ্য নিরাপত্তা কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, যাঁর দল দিনরাত কাজ করে চলেছে যাতে কোনো শিশু অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে না যায়। অপারেশন নানহে ফরিশতে নামক উৎসর্গীকৃত উদ্যোগের মাধ্যমে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হারিয়ে যাওয়া বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের শনাক্ত ও উদ্ধার করার গুরুদায়িত্ব পালন করে। এই মিশনের প্রভাব প্রতি বছর বাড়ছে। ২০২৪-২৫ সময়কালে, ৭৬২ জন ছেলে এবং ৪৪২ জন মেয়েসহ মোট ১২০৯ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে নিরাপদে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে পা দিয়ে আরপিএফ তাদের নজরদারি আরও তীব্র করেছে এবং ৮৭৬ জন ছেলে ও ৫৩১ জন মেয়েসহ মোট ১৪০৭ জন শিশুকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। এই প্রতিটি উদ্ধার মানেই একটি পরিবারের পুনর্মিলন এবং অজানা বিপদ থেকে একটি শৈশবকে রক্ষা করা। হারিয়ে যাওয়াদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি, পূর্ব রেলওয়ে অপারেশন আহট -এর মাধ্যমে মানব পাচারের অন্ধকারের বিরুদ্ধেও এক তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত। এই মিশনের লক্ষ্য হলো শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে পাচারকারীদের খপ্পর থেকে প্রাণ বাঁচানো। ২০২৪-২৫ সালে ১১৮ জন শিশু (৯৭ জন ছেলে এবং ২১ জন মেয়ে) এবং ০৬ জন প্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করা হয়েছিল, যার ফলে ৫৭ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এই গতিধারা ২০২৫-২৬ সালেও অব্যাহত ছিল, যেখানে আরপিএফ ১২৪ জন শিশু (৮০ জন ছেলে এবং ৪৪ জন মেয়ে) এবং ০১ জন প্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করেছে, যার ফলে ৬৮ জন পাচারকারী গ্রেফতার হয়েছে। নিরাপত্তার এই দেওয়াল বজায় রাখতে ৭০ টি অ্যান্টি- হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে, যা অসহায়দের জন্য একটি বিশেষ ঢাল হিসেবে কাজ করছে এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্ক যাতে সবার জন্য একটি নিরাপদ পথ থাকে তা নিশ্চিত করছে। এই অপারেশনগুলোর প্রকৃত সাফল্য কেবল পরিসংখ্যানে নয়, বরং একটি শিশু যখন অবশেষে নিরাপদে ফিরে আসে তখন তার আনন্দের অশ্রুতে দেখা যায়। প্রতিটি উদ্ধার অভিযান মানবতার প্রতি রেলওয়ের অঙ্গীকারের এক নিদর্শন। এই প্রচেষ্টার বিষয়ে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাজি বলেনঃ আমরা প্রতিটি হারিয়ে যাওয়া শিশুকে তাদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেট্রো রেল, লিনিয়ার ইন্ডাকশন মোটর-ভিত্তিক প্রপালশন প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে আইআইটি মাদ্রাজ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল

কলকাতা, ২ মে ঃ কলকাতা মেট্রো রেল, মেট্রো রেল পরিষেবায় ব্যবহারের উপযোগী লিনিয়ার ইন্ডাকশন মোটর (LIM)-ভিত্তিক প্রপালশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT), মাদ্রাজ-এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই সমঝোতা স্মারকের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের নিজস্ব পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে LIM প্রযুক্তির প্রযুক্তিগত উপযোগিতা, কার্যকারিতা এবং এর সামগ্রিক জীবনচক্রের ব্যয়-সংক্রান্ত প্রভাবসমূহ যাচাই করা। এই যৌথ উদ্যোগের আওতায় একটি 'পাইলট প্রকল্প' বা পরীক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে যার অংশ হিসেবে মেট্রো রেলের একটি মোটর কোচকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে LIM প্রযুক্তিতে সজ্জিত করা হবে। এর ফলে মাঠপর্যায়ে এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিচালনাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া, মেট্রো রেলের নির্দিষ্ট কিছু করিডোর বা রুটের বিশেষ পরিস্থিতি-যেমন অত্যন্ত বাঁকবহুল পথ কিংবা খাড়া চড়াইযুক্ত অংশ- সেখানে LIM ব্যবস্থা কতটা উপযোগী হবে, তাও এই গবেষণার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। আশা করা হচ্ছে, এই উদ্যোগটি উন্নত নগর রেল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং মেট্রো রেল খাতে উদ্ভাবন-চালিত উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল করে তুলবে। এই প্রকল্পের ফলাফলসমূহ ভবিষ্যতে সারা দেশজুড়ে বাস্তবায়িত হতে চলা বিভিন্ন মেট্রো রেল প্রকল্পে বিকল্প প্রপালশন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য ও তথ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

গণনার দিন 'ড্রাই ডে', ৪ মে রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে মদের দোকান ও বার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মে ঃ দুই দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এখন সবার নজর গণনার দিকে। আগামী সোমবার, ৪ মে ফল ঘোষণা হবে। তার আগেই আবারও 'ড্রাই ডে' ঘোষণা করা হল রাজ্যে। আবগারি দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, গণনার দিন অর্থাৎ ৪ মে রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান ও বার বন্ধ থাকবে। নির্বাচনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবার শুরু থেকেই কড়া পদক্ষেপ নেয় নির্বাচন কমিশন। তারই অংশ হিসেবে ভোটের আগে মদ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সাধারণত ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে নির্দিষ্ট এলাকায় এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। তবে এবারের নির্বাচনে তা আরও কঠোর করা হয়। প্রথম দফার ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই গোটা রাজ্যে মদের দোকান ও বার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের পর একদিনের জন্য দোকান খোলার অনুমতি মিললেও পরে আবার বন্ধ করা হয়। দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার থেকে আবার মদের দোকান ও বার খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় মদের দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। শহর থেকে শহরতলি- প্রায় সর্বত্র একই ছবি চোখে পড়ে। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ৩ মে পর্যন্ত মদের দোকান ও বার খোলা থাকবে এবং সেদিন রাত ১১টা পর্যন্ত বিক্রি চলবে। তবে তার পরদিন অর্থাৎ ৪ মে, গণনার দিন সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। ওই দিন রাজ্যের কোথাও মদ বিক্রি করা যাবে না এবং সমস্ত বারও বন্ধ রাখতে হবে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য গণনার দিন যাতে কোনওরকম অশান্তি বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তা নিশ্চিত করা। আবগারি দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ৫ মে, মঙ্গলবার থেকে আবার স্বাভাবিক নিয়মে মদের দোকান ও বার খুলে যাবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর-কেআইআরওপিইআরএস(ইএসটিবি)/১০৭/২০২০ তারিখঃ ৩০-০৪-২০২৬

কাটিহার ডিভিশনে পূর্ণকালীন চুক্তি ভিত্তিক মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ-এর বিজ্ঞপ্তি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে **সাব ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/নিউ জলপাইগুড়িতে চুক্তি ভিত্তিতে মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার (সিএমপিএস)** পদে নিযুক্তির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিয়োগ এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তি ভিত্তিতে হবে, যা সন্তোষজনক কর্মক্ষমতা সাপেক্ষে অথবা নিয়মিত ইউপিএসসি-নির্বাচিত ডাক্তারদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, বার্ষিক ২০ টার্মস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

ক্র.নং.	হাসপাতালের নাম	পদের সংখ্যা	ডিসিপ্লাইন
১	সাব-ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, নিউ জলপাইগুড়ি	০৩ (ইউআর-০২, এসসি-০১)	জিডিএমও

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ-এর সময়সূচী

- তারিখঃ ২২-০৫-২০২৬।
- সময়ঃ **১২.০০ ঘন্টায়।**
- রিপোর্টিং সময়ঃ **১১.৩০ ঘন্টায়** ।
- স্থানঃ **কনফারেন্স হল, এরিয়া অফিস নিউ জলপাইগুড়ি/উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।**

শিক্ষাগত/প্রযুক্তিগত যোগ্যতাঃ (ক) জেনারেল কর্তব্যঃ প্রার্থীকে একটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি ধারী হতে হবে ও অবশ্যই এক বছরের রোটেটিং ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

মাসিক ফিঃ

(ক)	জেনারেল ডিউটির জন্য (পূর্ণকালীন)	৯৫,০০০/- টাকা প্রতি মাসে	সরকারি কোনও আবাসন প্রদান না করার শর্তে নির্দেশিত মাসুল প্রদান করা হবে। যদি সরকারি আবাসন প্রদান করা হয়, তাহলে প্রদত্ত আবাসনের এইচআরএ এবং লাইসেন্স মাসুলের সমপর্যায়ের একটি পরিমাণ মাসিক পারিশ্রমিক থেকে কর্তন করা হবে।

বয়স ঃ (i) ০১-০৪-২০২৬ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ৬০-এর অধিক হতে পারবে না।
(ii) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে চিকিৎসক, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসকদের জন্য ০১-০৪-২০২৬ অনুযায়ী বিবেচনাযোগ্য বয়স হলো ৬৭ বছর।

যেসব চিকিৎসক ভারতীয় রেলওয়েতে ২০ টার্মের জন্য নিয়োজিত, তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

আগ্রহী যোগ্য প্রার্থী, যাঁরা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়সের শর্ত পূরণ করতে সক্ষম এবং উপরের নিযুক্তির জন্য ইচ্ছুক, প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট/ টেস্টিমোনিয়াল-এর মূল প্রতিলিপি ও প্রত্যায়িত প্রতিলিপি এবং দুটি পাসপোর্ট আকারের ছবি সহ সমস্ত সার্টিফিকেট সাথে নিয়ে **কনফারেন্স হল, এরিয়া অফিস নিউ জলপাইগুড়ি/উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে** এই ঠিকানায় আয়োজিত **"সাক্ষাৎকার"**-এ অংশ নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভুল তথ্য/নকল শিক্ষাগত সার্টিফিকেট/ টেস্টিমোনিয়াল ইত্যাদি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে ৩০-০৪-২০২৬ তারিখে অর্থাৎ ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** (general info-departments-personnel-Notice Board) আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পুকুর থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২ মে ঃ তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর শনিবার সকালে এলাকার পুকুরে ভেসে উঠলো এক ব্যক্তির দেহ। প্রথমে সেটি নজরে আসে স্থানীয়দের। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পারিবারিক বিবাদের জেরে ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে এলাকাবাসীদের অনুমান। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীমন্ত দে। তিনি দুর্গাপুরের ধান্ডাবাগ সুকান্ত পল্লির বাসিন্দা। তিন দিন আগে শ্রীমন্ত নিখোঁজ হয়ে যান। শনিবার সকালে এলাকার পুকুরে সন্দেহজনক কিছু ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। কাছে গিয়ে দেখা যায় পচাগলা দেহ ভাসছে। দেহের অবস্থা খারাপ হওয়ায় প্রথমে শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। তারপরই জানা যায় মৃতদেহটি শ্রীমন্তর। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে শ্রীমন্ত আত্মহত্যা করেছেন নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মমতার বিদায় এবার নিশ্চিত ঃ রাজু বিস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় এবার নিশ্চিত, এমনই দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত। শনিবার রাজু বিস্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হতাশ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন হাই কোর্টে তো পরশু সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন, কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৯এ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, একবার নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেলে, নির্বাচন কীভাবে পরিচালিত হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন এখানে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করছে যেখানে আগের নির্বাচনগুলিতে এত হিংসা হতো, সেখানে ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া এবার কোনও হিংসা হয়নি। নির্বাচন কমিশন সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে নির্বাচন পরিচালনায় সফল হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় নিশ্চিত, তাই হতাশায় তৃণমূল ভাষার মর্যাদা হারাচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত গ্যারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২ মে ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পূর্ব বর্ধমান জেলায়। শনিবার ভোরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর জেরে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি গ্যারাজ। জানা গেছে, বর্ধমান শহরের আলিশা এলাকায় শনিবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ ঘটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ঘৌরদৌড়চটি সংলগ্ন একটি স্কুলের সামনে রাস্তার পাশে থাকা একটি গ্যারাজে হঠা আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। গ্যারাজটি সম্পূর্ণ পু।ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কী ভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছ।িয়ে প।ে।

ধর্ণায় বসছেন অধীর চৌধুরী

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ২ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে বহরমপুর পুরসভার ধোপঘাটি এলাকায় অধীর চৌধুরীকে মালা পড়ানো হয়েছিল। নির্বাচন মিটতেই সেই এলাকার একমাত্র টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছেন ওই এলাকার শতাধিক মানুষ। ভোট শেষ হতেই টিউবওয়েল তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে ধোপঘাটি এলাকায় পৌঁছে যান বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বহরমপুর পুরসভাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি ধোপঘাটি এলাকায় পুরনো টিউবওয়েলটি না বসানো হয় তাহলে শনিবার থেকেই তিনি পুরসভার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ণায় বসবেন। যদিও পানীয় জলের উৎস ওই টিউবওয়েলটি কে তুলে নিয়ে গিয়েছে তা জানা নেই বলেই দাবি করেছেন বহরমপুর পুরসভার আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, গত ২৩ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের দিন বহরমপুর পুরসভার অন্তর্গত কুঞ্জঘাটা এলাকায় ১ নম্বর বুথের কাছে অধীর চৌধুরী পৌঁছলে সেখানে তাঁকে পাখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য একটি পরিবারের তিন সদস্যকে আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার রেশ মেলাতেই এবার পানীয় জলের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছেন বহরমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বহরমপুর বিধানসভা এলাকায় এবছর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন খোদ বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি। বহরমপুর কেন্দ্রে এই বছর মূল লড়াই অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জি এবং বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্রর। ত্রিমুখী এই লড়াইয়ে কে জয়ী হবেন তা জানা যাবে ৪ মে ফল প্রকাশের দিন। ধোপঘাটি এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জানান, নির্বাচন ঘোষণার কিছুদিন আগে তাঁদের এলাকায় বেশ কয়েকটি নতুন 'ট্যাপকল' বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ ট্যাপকল থেকে যে জল বার হয় তা পানের যোগ্য নয়। সেই কারণেই ওই এলাকার প্রায় ৬০- ৭০ টি পরিবার নিয়মিত একটি টিউবওয়েল থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করতেন। ফরিদা বিবি নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দার অভিযোগ,গত পাঁচ দিন আগে হঠাৎ করেই কিছু তৃণমূল কর্মী এলাকায় এসে টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যান। তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন এলাকারই কিছু বাসিন্দা নাকি টিউবওয়েলটি নিয়ে পুরসভায় অভিযোগ জানিয়েছেন, সেই কারণেই আমাদের এলাকার পানীয় জলের একমাত্র উৎসটি খুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করলে তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের জানিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই আবার নতুন একটি টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে। যদিও গত পাঁচ দিনে নতুন করে কোনও টিউবয়েল না বসানোর কারণে প্রখর গ্রীষ্মে এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছেন। ওই এলাকারই অপর এক বাসিন্দা রওশনারা বিবি বলেন, পুরসভার তরফ থেকে যে ট্যাপ কলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জল পানের অযোগ্য। সেখান থেকে সবুজ জল বার হয়। সেই কারণেই আমরা বাধ্য হয়ে টিউবওয়েলের জলই পান করে থাকি। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়া গ্রীষ্মকালে টিউবওয়েলটি খুলে নিয়ে যাওয়ায় আমরা প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে রয়েছি। অনেককেই পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচার পর্বে অধীর চৌধুরী যখন ধোপঘাটি এলাকায় প্রচার করতে এসেছিলেন সেই সময় ওই এলাকার কিছু বাসিন্দা তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের অনুমান, সম্ভবত সেই

'আক্রোশ' থেকেই ভোট মিটতেই এলাকার একমাত্র পানীয় জলের উৎসটি ইচ্ছাকৃতভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সেখানে পৌঁছে যান অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, অত্যন্ত অমানবিক এই ঘটনা। বহু বছর ধরে এই এলাকার টিউবওয়েলটি ছিল। হঠাৎ কী ঘটল যে ভোট মিটতেই টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যেতে হলো তা কারোরই বোধগম্য হচ্ছে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পুরসভার তরফ থেকে আজকের মধ্যে যদি নতুন করে টিউবওয়েল বসিয়ে না দেওয়া হয় তাহলে কাল থেকেই আমি এই এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে পুরসভার সামনে ধর্ণায় বসব। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থীর কথায়, ভোটের ফল এখনও প্রকাশ হয়নি। এলাকার বাসিন্দারা হয়ত আমাকে ভোট দিয়েছেন, সম্পূর্ণ এই সন্দেহ থেকে এলাকার টিউবওয়েলটি খুলে নেওয়া হয়েছে। এই গরমে পানীয় জল না পেয়ে মানুষের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আমি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি। এরপরই অধীর চৌধুরী নিজের দলের কর্মীদের নির্দেশ দেন- একটি জলের ট্যাঙ্কার ভাড়া করে আজই এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য। অধীরের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে বহরমপুর টাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপাই ঘোষ বলেন, নির্বাচনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে অধীর চৌধুরী এখন পাগল হয়ে গিয়েছেন। তাই একসময় দেশের বিরোধী দলনেতাকে একটা জলের কল নিয়ে রাজনীতি করতে হচ্ছে। সারা জীবনে অধীর চৌধুরী কোনওদিন ধোপঘাটির গলিতে ঢোকেননি। এখন লোক দেখানো নাটক করতে সেখানে গিয়েছেন। ৪ তারিখ ফল প্রকাশের পর অধীর চৌধুরী বহরমপুর থেকে 'প্যাক আপ' করে চলে যাবেন। আর তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না।

শোকের ছায়ায় বীরভূমঃ জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত অবস্থায় তরুণ জওয়ান অনুপম মণ্ডলের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২ মে ঃ দেশ রক্ষায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক অগ্নিবীরের। নিহত অগ্নিবীরের নাম অনুপম মণ্ডল (২৪)। বাড়ি বীরভূমের মল্লারপুর থানার সোঁজ গ্রামে। যুবকের অকাল মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। যুবকের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই দুই নিকট আত্মীয় জম্মু-কাশ্মীরে। উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সী যুবকদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে স্বল্পমেয়াদী নিয়োগের প্রকল্পের নাম 'অগ্নিবীর'। চাকরির মেয়াদ চার বছর। যুবকদের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার। মেয়াদ শেষে তাদের মধ্যে থেকে ২৫ শতাংশ যুবককে সেনাবাহিনীতে চাকরির সুযোগ দেওয়ার নিয়ম। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ওই বছরের ২৮ মার্চ কাজে যোগদান করেন অনুপম। জম্মুতে কর্মরত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেষবারের মতো মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন অনুপম। মা মল্লিকা মণ্ডলের দাবি, ছেলের কথাবার্তায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। সেই সময় পরিবারের কারও মনেই কোনও আশঙ্কা তৈরি হয়নি। কিন্তু রাতেই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বাড়িতে ফোন আসে। মা জানান, তিনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ফলে সেই ফোনটি ধরতে পারেননি। শুক্রবার সকালে ফের যোগাযোগ করা হয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। তখনই পরিবারের কাছে পৌঁছায় মর্মান্তিক সংবাদ-অনুপম আর নেই। এই খবর শুনে ভেঙে পড়েন বাবা রামপ্রসাদ মণ্ডল, মা মল্লিকা মণ্ডল সহ পরিবারের সকল সদস্য। কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়- স্বজনরাও। নিহত অগ্নিবীরের দিদি রূপা মণ্ডল বলেন, শুক্রবার সকালে ফোন আসে। মা হিন্দি বুঝতে পারছিল না। ফলে আমি ফোন ধরি। ফোনের ওপার থেকে হিন্দিতে বলা হয় 'হোসলা রাখিয়ে'। তারপরেই জানানো হয় গুলিতে মৃত্যু হয় ভাইয়ের। এরপর আর ফোনে কথা বলার মতো ক্ষমতা ছিল না। তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনও কোনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। অনুপমের মামা সমীরণ মণ্ডল জানান, ছোটবেলা থেকেই দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কয়েক মাস আগেই সরস্বতী পুজোর সময় ছুটিতে বাড়ি এসেছিল অনুপম। পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার ফিরে যায় কর্মস্থলে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয় তাঁর। এরপর খাওয়াদাওয়া করতে যাওয়ার কথা বলে ফোন কেটে দেয়। পরে ফের ফোন করার কথা বললেও আর অনুপমের ফোন আসেনি। এসেছিল সেনাবাহিনীর ফোন। তখন সব শেষ। গ্রামের তরতাজা যুবকের অকালপ্রয়াণে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সোঁজ গ্রাম। সর্বত্রই এখন শোকের ছায়া, প্রিয় সন্তানের এমন পরিণতিতে স্তব্ধ পরিবার ও প্রতিবেশীরা। এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না আসায় প্রশ্ন উঠেছে। এলাকার মানুষ এখন তাঁর দেহ আসার অপেক্ষায় রয়েছেন।

মাত্র এক শতক জায়গার জন্য দাদাকে খুন ছোট ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২ মে ঃ মাত্র এক শতক জায়গা নিয়ে দাদা এবং ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ। আর তার জেরেই ভাইয়ের হাতে খুন হয়ে গেলেন দাদা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার অন্তর্গত কানাপাড়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম আমিন শেখ (৫২)। আমিনকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর ভাই ফুরজামাল শেখের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে ফুরজামাল পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। নির্বাচনী ফল প্রকাশের আগে হঠাৎই এই খুনকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের লালগোলার রাজনীতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পেশায় চাষী আমিন শেখ গত কয়েকদিন ধরে কানাপাড়া গ্রামে নিজের বসত বাড়িটি মেরামত এবং সম্প্রসারণের কাজ করছিলেন। যদিও আমিনকে নিজের বাড়ির চৌহদ্দী বাড়াতে নিষেধ করেছিলেন পেশায় টোটো চালক তাঁর ভাই ফুরজামাল শেখ। যদিও ভাইয়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই শুক্রবারও মিস্ত্রি লাগিয়ে বাড়ির কাজ করাচ্ছিলেন আমিন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুপুর বারোটা নাগাদ হঠাৎই ফুরজামাল, আমিনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটির পর হঠাৎই ফুরজামাল একটি বড় হাঁসুয়া বার করে আমিনকে কোপাতে থাকেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে কানাপুকুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা আমিনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রুবেল শেখ নামে কানাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জানান, এলাকায় অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন আমিন শেখ। তাঁর দুই মেয়ে এবং স্ত্রী বাড়িতে রয়েছেন । জেলায় নির্বাচন শেষ হওয়ার পর গত কয়েকদিন ধরে আমিন নিজের বাড়ি সংস্কারের কাজ করছিলেন। তিনি বলেন, আজ দুপুর নাগাদ হঠাৎই আমিনের ভাই, ফুরজামাল সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং বাড়ি তৈরীর কাজ বন্ধ রাখতে বলে। যদিও আমিন ভাইয়ের কথা শুনে বাড়ি তৈরীর কাজ বন্ধ রাখতে রাজি ছিল না। সেই সময় ফুরজামাল নিজের দাদাকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপাতে থাকে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, আমিনের বাড়ি থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে ফুরজামাল শেখের বাড়ি। দু'জনের বাড়ির মধ্যে অবস্থিত এক শতক জায়গা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আমিন এবং ফুরজামালের মধ্যে বিবাদ চলছিল। সম্প্রতি ফুরজামাল এসে আমিনকে তাঁর 'ভাগের' এক শতক জায়গা বুঝিয়ে দিতে বলে। যদিও আমিন সেই সময় দাবি করেছিল সেই কোনও জায়গা বেআইনিভাবে দখল করে রাখেনি, নিজের জায়গাতেই বাড়ি তৈরির কাজ করছে। যদিও দাদার এই দাবি মানতে রাজি ছিল না ছোট ভাই, ফুরজামাল। শুক্রবার দুপুরে 'বিতর্কিত' ওই এক শতক জায়গায় বাড়ি তৈরি করাকে কেন্দ্র করে ফের একবার দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বেঁধে যায়। সেই সময়ই আমিনকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে ফেরার হয়ে যায় ফুরজামাল।

নানুরে জলাশয় থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২ মে ঃ শুক্রবার দুপুর থেকে নিখোঁজ থাকার পরে শনিবার সকালে নানুরে একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হলো এক বছর পাঁচেকের শিশুর দেহ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গিয়েছিল সে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নানুরের নতুনগ্রামে। শিশুটির বাড়ি শান্তিনিকেতন থানার মোলডাঙা গ্রামে। নতুনগ্রামে শিশুটি তার বাবা-মায়ের সঙ্গে মামারবাড়ি এসেছিল। ওই শিশুর এক মামা জানান, শুক্রবার দুপুরে দিঘিতে স্নান করতে যায়। তারপর থেকেই আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না শিশুটির। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দিঘিতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে কোনও হদিশ মেলেনি তার। খবর দেওয়া হয় পুলিশে, আসে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। যদিও অন্ধকার নেমে আসায় শুক্রবার তারা আর তল্লাশি শুরু করতে পারেনি। জানা গেছে, শনিবার সকালেই পুকুরের এক পাশে ভেসে ওঠে শিশুটির দেহ। এরপরেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৭ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ২৪ মাস মেয়াদে টিনধারিয়া ওয়ার্কস শপ, এডিএমই অফিস, রেলওয়ে হাসপাতাল, মহানদী স্টেশন, গয়াবাড়ি স্টেশন, রংটং স্টেশন ও টিডিএইচ -এর রেলওয়ে কলোনিতে মোটর ট্রাক দ্বারা পানীয়/বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং উৎস (পাগলঝোরা) থেকে টিডিএইচ পর্যন্ত মূল পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। **টেন্ডার মূল্য:** ৭৪,৫৪,৬৯৩.৭৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি** : ১,৪৯,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৮-০৫-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **২৮-০৫-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে টেলিকম কামকাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৬ তারিখঃ ২৯-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নামঃ** কিশনগঞ্জে আরপিএফ ব্যারাকের ব্যবস্থা করার সাথে (৩০ খন বিছানাযুক্ত) রান্নাঘর, শৌচালয়/স্নানাগার, বিনোদন হল, ভোজন কক্ষ আদির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২১,৪৮,৬২০.৯৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৩,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ ২২-০৫-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **২২-০৫-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/এসএণ্ডটি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/০৩ ও ০৪, তারিখ ঃ ২৯-০৪-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং -১; টেন্ডার নম্বর ঃ** এপি-এসটি-০৩-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৯টি স্টেশনে হিতাচি মেকের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের ০৩ (তিন) বছর অর্থাৎ ৩৬ মাস মেয়াদে কমপ্রিহেন্সিভ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮১,৩৩,৬৭৭.১৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৭,৬২,৭০০/- টাকা; **ক্রম নং -২; টেন্ডার নম্বর ঃ** এপি-এসটি-০৪-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** রানিনগর জলপাইগুড়ি-চৌতারায় ১০টি স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং স্থাপন (এসঅ্যান্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৯,২৮,৫২৫/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,১৮,৬০০/- টাকা; উভয় টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৫-০৫-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** তারিখ **২৫-০৫-২০২৬** তারিখ বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/১৪, তারিখ ঃ ৩০.০৪.২০২৬। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩৩২৬৩১৮৮	২১.০৫.২০২৬	সেন্টারিং ডিস্ক ইত্যাদি	৯৩২টি	১,৩৬,৩৭০
২	৩৩২৬৩০১৪	২২.০৫.২০২৬	ট্রাকশন সেন্টার ইলাস্টিক জয়েন্ট ইত্যাদি	৪২০৯টি	১,২৫,২৬০
৩	৩৩২৬৩৪৩৪	২২.০৫.২০২৬	এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি ক্ষমতা ১৬০ কেএন ইত্যাদি	১৩০০টি	২০,০০,০০০
৪	৩৩২৬১৪৮০	০৯.০৬.২০২৬	এলএইচবি কোচগুলির সেকন্ডারি সাসপেনশন-এর জন্য টিপিইউ রিং-এর সেট ইত্যাদি	৫৮০ সেট	২,৯৫,৬৬০
৫	৩৩২৬৩২৪৯	২২.০৫.২০২৬	উন্নত মানের হাই টেনসাইল টাইট লক সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি	১৮০০টি	২০,০০,০০০
৬	৩১২৬৩৬৬০	১৭.০৬.২০২৬	মেটালাইজড কার্বন স্ট্রিপ ইত্যাদি	৩০২টি	১,৪৩,২২০
৭	আইজি ২৫৫৮৯২বি	০১.০৬.২০২৬	৫০০ কেভিএ ক্ষমতার ইন্ডোর টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি	০৪টি	১,৭৪,৬৪০
৮	৬০২৬৫১৫১	২২.০৫.২০২৬	মোনোব্লক ওয়াইডার প্র-স্ট্রেসড কংক্রীট স্লিপার ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ	২০০০০ টি	১৭,৩৪,৬০০
৯	৭২২৬৩০৫৩	২১.০৫.২০২৬	টি.সি. ইনসার্ট নিউট্রাল আপেন্ডেড, ৩০ মিমি দীর্ঘ ইত্যাদি	১৪,০৫০ টি	১,৩৩,৯৫,৮৩২
১০	৩৩২৬৩৩৯৭	১১.০৬.২০২৬	ব্রেক সিলিন্ডার ইত্যাদি	৬২ সেট	২,৮১,৫৮০
১১	৩৩২৬০০০২	০৩.০৬.২০২৬	অ্যান্টি রোল বার ব্রাকেট ইত্যাদি	৪৯৯৭ সেট	১,১৮,৯৩০
১২	৩৩২৬৩৪৫৮	১৫.০৬.২০২৬	ব্রেক ক্যালিপার ইউনিট রাইট ভার্সন	৫০টি	২,০১,৪০০
১৩	৩১২৬৩৪৪৬এ	০১.০৬.২০২৬	ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার সিঙ্গল বটল ভিসিবি ইত্যাদি	১৫টি	১,১১,৯৫০
১৪	২৯২৬৩১৯২	১৯.০৫.২০২৬	ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলিং ইউনিটের ইম্পেলার	৪৪২টি	৪,৭৯,৮৪০
১৫	২৫২৬১২১৩	২৫.০৫.২০২৬	ইনডিপেন্ডেন্ট ব্রেক ভাল্ভ	১৭৭টি	৭৬,৬৩০
১৬	২৯২৬৩১৩৬	২৫.০৫.২০২৬	অক্সিলিয়ারিজ কন্ট্যাক্ট ব্লক সহ কন্ট্যাক্টর অক্সিলিয়ারিজ	৫৩৭টি	১,৯০,১০০
১৭	২৯২৬৪৯৭২	২৬.০৫.২০২৬	স্পীড প্রোব হাউজিং (এনডিই)	৫৫০টি	১,৯৩,৪০০
১৮	২৫২৬৩৬৫৯	২৭.০৫.২০২৬	মোটর সহ ট্র্যাকশন মোটর ব্লোয়ার	৩৩টি	১,২৪,৮৯০
১৯	২৯২৬৩৭৫৫	০৮.০৬.২০২৬	কন্ট্রোল ইলেক্ট্রনিক্স অন এবং কন্ট্রোল ইলেক্ট্রনিক্স অফ-এর জন্য কন্ট্যাক্টর	৩২৯টি	১,৫১,৪১০
২০	২৯২৬৪৯৯৪	০৯.০৬.২০২৬	হল এফেক্ট অ্যাক্টিভ স্পীড সেন্সর	৪০৭টি	১,৮৫,৮৬০
২১	২৯২৬৩২৫১	০৯.০৬.২০২৬	প্রাইমারি ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার	৩৩টি	১,৮৪,২০০
২২	২৯২৬৩১৩৪	১০.০৬.২০২৬	কম্প্রেসার ও স্ক্যাভেঞ্জার ব্লোয়ার মোটরের কন্ট্যাক্টর	১০২৩টি	১,৮৪,৬৯০
২৩	২৯২৬৪৯৯২	১০.০৬.২০২৬	প্লাগসহ হাইভোল্টেজ কেবল্	৪৯ সেট	১,৮৬,৯৯০
২৪	২৯২৬৩১৬৯	১১.০৬.২০২৬	দুটি আইটেম সমন্বিত ভিজিল্যান্স কন্ট্রোল ডিভাইস (ভিসিডি)	২২টি	১,০৫,৪০০
২৫	২৯২৬৩১০৩	১৫.০৬.২০২৬	ডিসি-ডিসি কনভার্টার (২৪ভি ৪৮ভি)	৩২০ সেট	১,২৭,৬৩০
২৬	২৯২৬৩১৬৭	১৬.০৬.২০২৬	সিঙ্গল কোর কেবল ৯জিকেডব্লএ, ৪০০০ ভি-বিকে	২৮১৬ মিটার	১,১২,৪৪০
২৭	২৫২৬৩৬১৭	১৭.০৬.২০২৬	ফুট ইন্সুলেটর ব্যতীত প্যান্টোগ্রাফ কমপ্লীট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	৭৭টি	১,৬৮,৫০০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-108)

বিশ্বকাপের ছায়ায় দুর্নীতির ঝড়

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে প্রেসিডেন্ট সহ গোটা বোর্ডের গণ ইস্তফা

২ মে ঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে বড়সড় আলোড়ন ফেলল শ্রীলঙ্কা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আবহেই হঠাৎ করে প্রশাসনিক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা পদত্যাগ করেছেন, এবং তার সঙ্গে বোর্ডের নির্বাহী কমিটির প্রায় সব সদস্যই একযোগে ইস্তফা দিয়েছেন। এই ঘটনাকে ঘিরে শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্বেই তৈরি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। গত বুধবার, ২৯ এপ্রিল ঘোষিত এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অভিযোগ ও বিতর্কেরই পরিণতি বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে, চলতি বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনকে কেংদ্র করে সেই অভিযোগ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করছে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬। কিন্তু আয়োজক দেশের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অভিযোগ, বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বিশ্বকাপ সংক্রান্ত নানা কাজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন। টেন্ডার বণ্টন থেকে শুরু করে আয়োজনের বিভিন্ন স্তরে অনিয়মের ইঙ্গিত মিলেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছিল যে ইংটারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে পুনরায় সাসপেন্ড করার কথাও বিবেচনা করছিল। এর আগেও ২০২৩ সালে একই ধরনের অভিযোগে বোর্ডকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। তখন অভিযোগ উঠেছিল, ক্রিকেট প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বেড়েছে এবং বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যদিও ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সেই সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়, কিন্তু বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি পুরোপুরি মেটেনি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও জটিল আকার নেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আইসিসির সম্ভাব্য কড়া পদক্ষেপ এড়াতেই বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেংট শাম্মি সিলভা এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের পদত্যাগপত্র দেশের প্রেসিডেংট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সুনীল কুমার গামাগে-এর কাছে জমা দিয়েছেন। বর্তমানে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চলছে, যাতে দ্রুত একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা যায়। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই একটি নতুন কমিটি গঠন করা হবে, যারা অস্থায়ীভাবে বোর্ডের দায়িত্ব সামলাবে। এই কমিটির কাজ হবে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা, ভবিষ্য নির্বাচন পরিচালনা করা এবং ক্রিকেট বোর্ডের কাঠামোগত সংস্কার করা। নতুন কমিটির নেতৃত্বে একজন অভিজ্ঞ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার এবং বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের কোনও ব্যক্তিত্ব থাকতে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি, তবে বোঝা যাচ্ছে যে প্রশাসনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই গণ ইস্তফা শুধু প্রশাসনিক সংকট নয়, এটি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটের ভাবমূর্তির উপরও ব। আঘাত। একসময় বিশ্ব ক্রিকেটে শক্তিশালী দল হিসেবে পরিচিত শ্রীলঙ্কা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যও সমালোচিত হয়েছে। এই পরিস্থিতি ক্রিকেটারদের মানসিকতা এবং দেশের ক্রিকেট কাঠামোর উপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তন করলেই হবে না, প্রয়োজন গভীর সংস্কার। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন-এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট আবার নিজেদের পুরনো অবস্থানে ফিরতে পারবে।

ওয়ানডে বিশ্বজয়ের আত্মবিশ্বাসে টি-২০ বিশ্বকাপ অভিযান

ঘোষিত ভারতের স্কোয়াড

২ মে ঃ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সাফল্য এখনও টাটকা। সেই আত্মবিশ্বাসকেই পাথেয় করে এবার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামতে চলেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও Wales-এ বসছে মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। এখনও পর্যন্ত এই ফরম্যাটে বিশ্বজয়ের স্বাদ পায়নি ভারত, তাই এবারের লক্ষ্য একটাই-ইতিহাস গড়া। দলের নেতৃত্বে থাকছেনহরমনপ্রিত কৌর, সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন স্মৃতি মান্দারা। ওপেনিং জুটিতে ভরসা রাখা হয়েছে স্মৃতি ও কৌর-র উপর, যারা সম্প্রতি ওয়ানডে ফরম্যাটে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। বিশেষ করে শেফালির আক্রমণাত্মক ব্যাটিং প্রতিপক্ষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। মিডল অর্ডারে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও স্থিতিশীলতার মিশেল। Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma-র মতো নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটাররা দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য দীপ্তি বিশেষভাবে নজরে থাকবেন। উইকেটকিপার হিসেবে আবারও আস্থা রাখা হয়েছে বাংলার মেয়ে Richa Ghosh-র উপর। তাঁর দায়িত্ব শুধু উইকেটের পিছনেই সীমাবদ্ধ নয়, ম্যাচের শেষদিকে দ্রুত রান তোলার ক্ষেত্রেও তিনি দলের ' তাঁর উপস্থিতি দলে বা।তি ভারসাম্য এনে দেয়। এই স্কোয়াডে সবচেয়ে বড় চমক তরুণ পেসার Nandini Sharma-র অন্তর্ভুক্তি। মহিলা প্রিমিয়ার লিগে তাঁর পারফরম্যান্স নির্বাচকদের নজর কেড়েছে। প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে তিনি কতটা নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার। পেস আক্রমণে অভিজ্ঞতা যোগাচ্ছেন Renuka Singh Thakur এবং Arundhati Reddy। স্পিন বিভাগে রয়েছে Radha Yadav-এর মতো নির্ভরযোগ্য নাম। এছাড়াও তরুণ প্রতিভা হিসেবে জায়গা পেয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল ও ক্রান্তি গৌড়। তবে দলে জায়গা হয়নি কয়েকজন ক্রিকেটারের। Anushka Sharma, উমা ছেত্রী এবং কাসভি গৌতম এবারের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা চর্চা হলেও দল গঠনে ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক ফর্ম অবশ্য ভারতের পক্ষে খুব আশাব্যঞ্জক নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ১-৪ ব্যবধানে হারতে হয়েছে। ফলে বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঘাটতি মেটানোই এখন প্রধান লক্ষ্য। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইংল্যান্ডের মাটিতে তিন ম্যাচের একটি সিরিজ খেলবে ভারত, যা বিশ্বকাপের আগে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে ধরা হচ্ছে। বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ ১৪ জুন, Birmingham-এ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা থাকবেই। গ্রুপ-১-এ ভারতের সঙ্গে রয়েছে শক্তিশালী দল যেমন অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস এবং বাংলাদেশ। ফলে গ্রুপ পর্ব থেকেই কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে হরমনপ্রীতদের। সব মিলিয়ে, অভিজ্ঞতা ও তরুণ প্রতিভার মিশেলে তৈরি এই ভারতীয় দল আত্মবিশ্বাসী হলেও চ্যালেঞ্জও কম নয়। ওয়ানডে বিশ্বকাপের সাফল্য যে তাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে, তা স্পষ্ট। এখন দেখার, সেই আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেও ইতিহাস গড়তে পারে কি না ভারতীয় মহিলা দল।

এল ক্লাসিকোতে তারকা অনুপস্থিত, চিপকে মুম্বই-চেন্নাইয়ের প্লে-অফ বাঁচানোর মহাযুদ্ধ

২ মে ঃ আইপিএলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াইগুলোর মধ্যে একটি-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস। এই দ্বৈরথকে অনেকেই ' ক্লাসিকো' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এবারের মুখোমুখি লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় আকর্ষণই যেন অনুপস্থিত-Rohit Sharma এবং MS Dhoni চিপকের মাটিতে শনিবারের ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা থাকলেও দুই দলের এই দুই মহাতারকার অনিশ্চিত উপস্থিতি ম্যাচের আবহে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। প্রথম পর্বে এই ' ক্লাসিকো' একেবারেই সুখকর ছিল না মুম্বইয়ের জন্য। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চেন্নাইয়ের কাছে ১০৩ রানে হেরে যায় তারা-যা ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে অন্যতম বড় পরাজয়। সেই ধাক্কা কাটিয়ে চিপকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, দুই দলই এখন চাপে। Mumbai Indians এবং Chennai Super Kings-দু'পক্ষের কাছেই এই ম্যাচ কার্যত 'ডু অর ডাই'। পয়েন্ট টেবলের চিত্রই সেই চাপের প্রতিফলন। আট ম্যাচে মাত্র ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছ'নম্বরে রয়েছে চেন্নাই। অন্যদিকে মুম্বইয়ের অবস্থা আরও কঠিন-সমসংখ্যক ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা ন'নম্বরে। ফলে প্লে-অফে টিকে থাকতে গেলে এখান থেকে প্রায় প্রতিটি ম্যাচ জিততেই হবে। এই অবস্থায় অভিজ্ঞ তারকাদের অনুপস্থিতি দুই দলের জন্যই বড় ধাক্কা। চিপকের অনুশীলন সেশনে অবশ্য দুই দলকেই বেশ হালকা মেজাজে দেখা গেছে। Hardik Pandya-কে দেখা যায় ধোনির সঙ্গে কথা বলতে। অন্যদিকে Akash Madhwal শুভেচ্ছা জানান রোহিতকে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো মাঠের বাইরের ছবি তুলে ধরলেও ম্যাচের গুরুত্ব একটুও কমছে না।

ধোনির অনুপস্থিতির মূল কারণ তাঁর কাফ মাসলের চোট। চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ শ্বর্টঞ্চ কত্মস্পঞ্জত্র জানিয়েছেন, ধোনি দ্রুতই ফিরতে পারেন, তবে এখনও পুরোপুরি দৌড়তে স্বচ্ছন্দ নন। ব্যাটিং বা উইকেটকিপিং নিয়ে সমস্যা না থাকলেও ফিটনেসের বিষয়টি তাঁকে আটকে রেখেছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন হাসি-ধোনি নিজে মনে করছেন, মাঠে উপস্থিত থাকলে অযথা তাঁর উপর

অতিরিক্ত নজর পড়বে, যা দলের জন্য বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। তাই পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাঠে নামতে চাইছেন না। অন্যদিকে রোহিত শর্মার পরিস্থিতিও একইরকম অনিশ্চিত। মরশুমের শুরুতে কয়েকটি ম্যাচ খেললেও চোটের কারণে তাঁকে বাইরে থাকতে হয়েছে। মুম্বইয়ের কোচ Mahela Jayawardene জানিয়েছেন, রোহিত অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন এবং অনুশীলনও করছেন। তবে ম্যাচে খেলবেন কিনা, তা সম্পূর্ণভাবে মেডিকেল টিমের উপর নির্ভর করছে। মুম্বইয়ের সমস্যার তালিকা এখানেই শেষ নয়। তারকাখচিত দল থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার অভাব তাদের ভোগাচ্ছে। জয়বর্ধনের মতে, দল মাঝে মাঝে ভালো খেললেও সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারছে না। চোট সমস্যার কারণে বারবার দল পরিবর্তন করতে হচ্ছে, যা দলের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলছে। সাধারণত যেখানে ১৫-১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে দল, সেখানে এবার সেই সংখ্যা বেড়ে গেছে-যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মিডল অর্ডারে Suryakumar Yadav-এর অফ ফর্ম মুম্বইয়ের জন্য চিন্তার কারণ। যদিও কোচের মতে, সূর্যকুমার অনুশীলনে ভালো খেলছেন এবং ম্যাচেও ভালো শট খেলছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বড় রান পাচ্ছেন না। অতীতে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জয়বর্ধনে তাঁর উপর আস্থা রাখছেন। চেন্নাই শিবিরেও ধোনির অনুপস্থিতি বড় ফ্যাক্টর। তিনি শুধু অধিনায়ক বা উইকেটকিপার নন, দলের মানসিক শক্তির অন্যতম স্তম্ভ। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হচ্ছে অন্যান্য ক্রিকেটারদের। সব মিলিয়ে, এবারের ' ক্লাসিকো' শুধুই একটি বড় ম্যাচ নয়-এটি দুই দলের জন্য টিকে থাকার লড়াই। তারকা ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতি ম্যাচের রোমাঞ্চ কমালেও অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছে বহুগুণ। চিপকের মাঠে কে হাসবে শেষ হাসি, তা নির্ভর করবে দলগত পারফরম্যান্স, চাপ সামলানোর ক্ষমতা এবং সুযোগ কাজে লাগানোর উপর। একদিকে অতীতের গৌরব, অন্যদিকে বর্তমানের সংগ্রাম-এই দ্বৈত বাস্তবতার মাঝেই শনিবারের ম্যাচ হতে চলেছে আইপিএলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লড়াই।

টসের আগেই হয়েছিল করমর্দন! বিশ্বকাপ ' বিতর্কে বিস্ফোরক দাবি পাক অধিনায়ক সালমান আঘার

২ মে ঃ ক্রিকেট মাঠে প্রতিদ্বংদ্বিতা নতুন নয়, কিন্তু কখনও কখনও খেলার বাইরের ঘটনাই হয়ে ওঠে বেশি আলোচিত। গত বছর এশিয়া কাপ চলাকালীন এমনই এক বিতর্ক গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে না।য়ে দিয়েছিল-ভারত ও পাকিস্তান দলের মধ্যে করমর্দন বা ' ইস্যু। সেই বিতর্ক আবার নতুন করে উসকে দিলেন পাকিস্তান দলের অধিনায়কসালমান আঘার। তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যে উঠে এসেছে এমন কিছু দাবি, যা পুরো ঘটনাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রেক্ষাপটটা একটু ফিরে দেখা যাক। এশিয়া কাপ চলাকালীন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনার পারদ চড়া। কিন্তু গতবার সেই উত্তেজনা শুধুমাত্র ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের প্রভাব পড়ে মাঠের আচরণেও। বিশেষ করে পহেলগাঁও হামলার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের একাংশ পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। এই ঘটনাই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মাঠে নামার আগে সাধারণত দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দনের মাধ্যমে সৌজন্য বিনিময় করেন-যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের প্রথা। কিন্তু সেই ম্যাচে দেখা যায়, সূর্য কুমার যাদব-দের নেতৃত্বে ভারতীয় দল সেই প্রথা মানেনি। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে পাকিস্তান ক্রিকেট মহল, এমনকি ম্যাচ বয়কটের কথাও উঠেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু করমর্দন বিতর্ক থেকে যায় আলোচনার কেন্দ্রেই। এই ঘটনার পর শুধু পুরুষদের ক্রিকেটেই নয়, মহিলাদের বিশ্বকাপ কিংবা অনূর্ধ্ব-১৯ টুর্নামেন্টেও একই ধরনের ছবি দেখা যায়-ভারতীয় দল পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন এ।য়ে চলে। ফলে বিষয়টি একক কোনও ম্যাচের ঘটনা না হয়ে বৃহত্তর কূটনৈতিক ইঙ্গিত হিসেবেই ধরা পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে সালমান আলি আঘার সাম্প্রতিক মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি পডকাস্টে তিনি জানান, ম্যাচের আগে পরিস্থিতি একেবারেই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর দাবি, শুরুর দিকে ম্যাচটা অন্য সাধারণ ম্যাচের মতোই ছিল। সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে, করমর্দনও হয়েছে। ট্রফি শুটের সময়ও আমরা হাত মিলিয়েছি।

অর্থা, আনুষ্ঠানিকতার কোনও অভাব ছিল না প্রথমদিকে। তিনি আরও বলেন, টস করতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বুঝতেই পারেননি যে করমর্দন নিয়ে কোনও সমস্যা হতে পারে। তাঁর কথায়, টসের সময় ম্যাচ রেফারি আমাকে আলাদা করে ডেকে বলেন, এখানে কোনও করমর্দন হবে না। তখনই প্রথম বিষয়টা জানতে পারি। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সিদ্ধান্তটি হঠা করেই কার্যকর করা হয়েছিল, অন্তত পাকিস্তান শিবিরের কাছে। আঘা স্পষ্ট করে জানান, তিনি এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, করমর্দন বাধ্যতামূলক কিছু নয়। তবে ম্যাচের শেষে পাকিস্তান দল সৌজন্য দেখাতে এগিয়ে গেলেও ভারতীয় দল সেই উদ্যোগ নেয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। আমরা ম্যাচের পর হাত মেলাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা করেনি। আমার মনে হয় না এটা ভালো ব্যাপার,-বলেন তিনি। এই মন্তব্য নতুন করে প্রশ্ন তুলছে-খেলার মাঠে কি শুধুই খেলা থাকবে, নাকি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও প্রভাব ফেলবে আচরণে? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌজন্য, স্পোর্টসম্যানশিপ এবং পারস্পরিক সম্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। করমর্দনের মতো একটি ছোট্ট প্রথা সেই বৃহত্তর মূল্যবোধেরই প্রতীক। তবে বাস্তবতা হল, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই সংবেদনশীল। সেই প্রভাব ক্রিকেটেও পড়ে বারবার। ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়-এই ধরনের সিদ্ধান্ত কি খেলোয়াড়দের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, নাকি বোর্ড বা প্রশাসনের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার? সালমান আঘার বক্তব্য নিঃসংেদহে বিতর্ককে আবার সামনে নিয়ে এসেছে। তাঁর দাবি কতটা সত্য বা কতটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি-তা নিয়ে আলোচনা চলবেই। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, ক্রিকেট মাঠে প্রতিটি আচরণই এখন আর শুধুমাত্র খেলার অংশ নয় তা হয়ে উঠছে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। সব মিলিয়ে, ' বিতর্ক আবারও প্রমাণ করল-ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই শুধু ব্যাট-বলের লড়াই নয়, তার বাইরেও রয়েছে আবেগ, ইতিহাস এবং জটিল সম্পর্কের দীর্ঘ ছায়া।

'শেষ লড়াই'-এর ইঙ্গিত! মরশুম শেষে কি ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন কোচ অস্কার ব্রুজো?

২ মে ঃ মরশুমের একেবারে শেষ লগ্নে এসে নতুন করে দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরেছে লাল-হলুদ শিবিরকে। আইএসএলে শিরোপা দৌ।ে এখনও টিকে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি, কিন্তু সেই লড়াইয়ের মাঝেই কোচ ব্রুজো-কে ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। তাঁর সাম্প্রতিক সোশাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা-এই মরশুমই কি তবে ইস্টবেঙ্গলের ডাগআউটে তাঁর শেষ উপস্থিতি? অস্কার ব্রুজো নিজের এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছেন, শেষ লড়াই। মে ২০২৬। এই সংক্ষিপ্ত বার্তাই এখন প্রশ্নের ঝড় তুলেছে সমর্থক মহলে। অনেকেই মনে করছেন, এই ' লড়াই' আসলে তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত। যদিও তিনি সরাসরি কিছু বলেননি, কিন্তু পোস্টের ভাষা এবং সময়-দুটোই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। বর্তমানে আইএসএল লিগ টেবিলের লড়াই অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের ঠিক উপরে, ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে Mumbai City FCú ফলে প্লে-অফ কিংবা শিরোপা দৌড়ে থাকতে গেলে বাকি ম্যাচগুলোতে ভুল করার কোনও সুযোগ নেই। এই অবস্থায় কোচের ভবিষ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা দলীয় পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন অনেকে।

৫ মে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলাররা। Anwar Ali এবং Mahamed Rashid-দু'জনেই চোট কাটিয়ে পুরো দমে অনুশীলন করছেন। ও।শির বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ঝুঁকি এড়াতে তাঁদের প্রথম একাদশে রাখা হয়নি, তবে এখন তাঁরা ম্যাচ ফিট হওয়ার পথে। এদিকে Miguel Figueira-কেও অনুশীলনে সক্রিয় দেখা গেছে, যা দলের জন্য ইতিবাচক দিক। মরশুমের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের প্রায় সব প্রধান খেলোয়া।কে পাওয়া কোচের জন্য অবশ্যই স্বস্তির বিষয়। তবে মাঠের প্রস্তুতির পাশাপাশি ক্লাবের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য কাঠামো নিয়ে অনিশ্চয়তা, ক্লাবের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব।

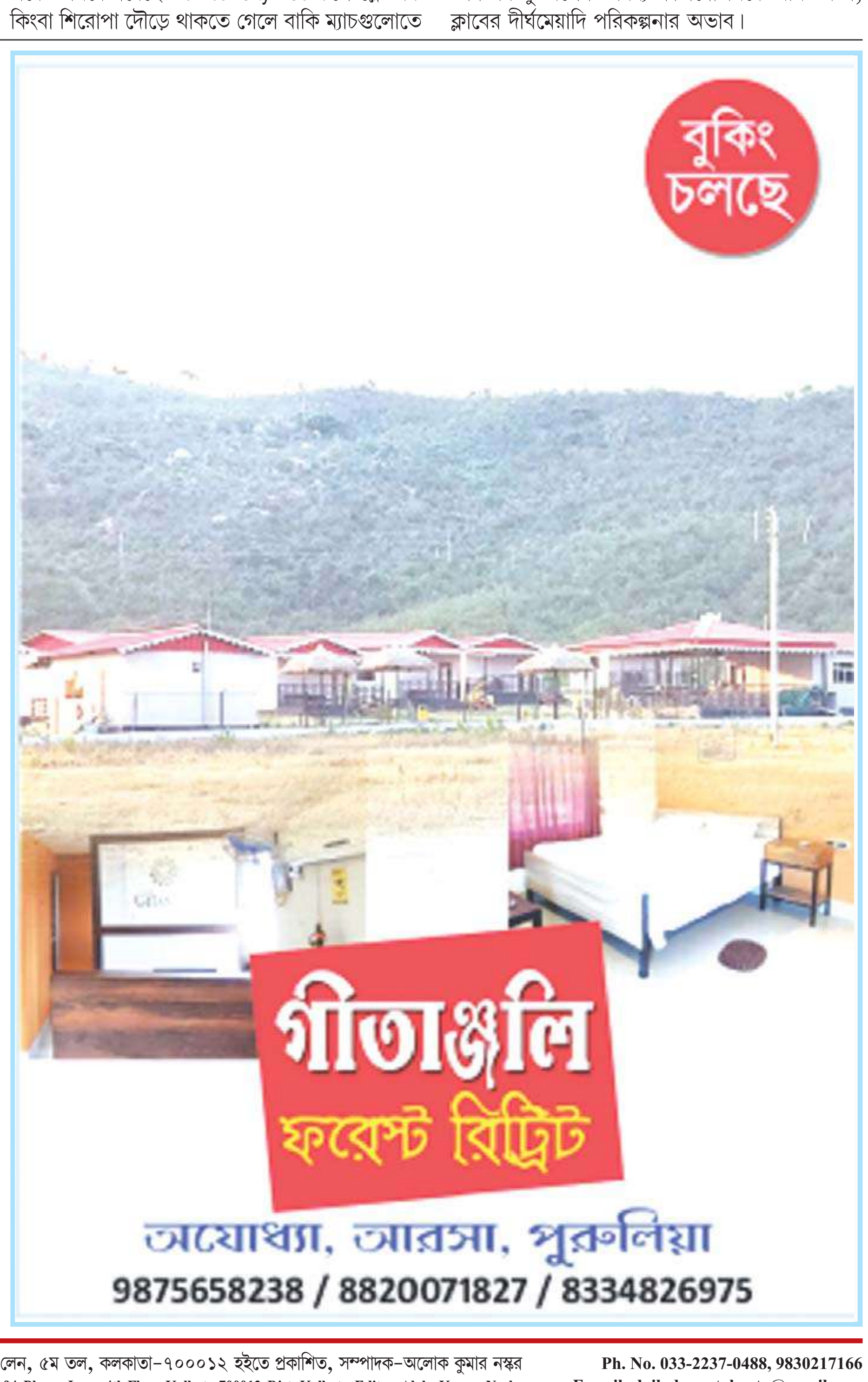

বিশ্বকাপজয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি-কে নিয়ে বড়সড় জল্পনা শুরু হয়েছে ইউরোপীয় ফুটবল মহলে

মাদ্রিদ, ২ মে ঃ আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি-কে নিয়ে বড়সড় জল্পনা শুরু হয়েছে ইউরোপীয় ফুটবল মহলে। স্পেনের শক্তিশালী ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ নাকি ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করেছে। এই খবর সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠছে-তবে কি লিওনেল মেসি-র সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সফল অধ্যায় .শেষ করে ক্লাব ফুটবলে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন স্কালোনি?সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওযা.না হলেও, স্কালোনির আগ্রহ যাচাই করতেই এই যোগাযোগ। তবে এই সম্ভাবনাই ফুটবল দুনিযায়. ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। ইউরোপীয. ফুটবলে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে রিয়াল মাদ্রিদ যে দীর্ঘমেযাদি পরিকল্পনা করছে, তার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।স্কালোনির কোচিং কেরিয়ার গত কয়েক বছরে আকাশছোঁযা. সাফল্য পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বেই আর্জেংটিনা দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিযে .বড় ট্রফি জেতে এবং

আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায। বিশেষ করে মেসির মতো কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করে দল গঠন করে তিনি যে ভারসাম্যপূর্ণ স্কোযাড তৈরি করেছেন, তা প্রশংসিত হযেছে বিশ্বজুড়ে। রিয়াল মাদ্রিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, স্কালোনি এক আকর্ষণীয় পছ ন্দ। এই ক্লাবের ইতিহাসই বলে দেয়, তারা এমন কোচ চায় যিনি বড় তারকাদের সামলাতে পারবেন এবং একইসঙ্গে দলকে একটি সুস্পষ্ট কৌশলগত দিশা দিতে পারবেন। আন্তর্জাতিক স্তরে তারকাখচিত দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা স্কালোনির বড় সম্পদ হতে পারে। তবে এই সম্ভাব্য চুক্তির পথে বেশ কিছু বাধাও রয়েছে। বর্তমানে স্কালোনি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ফলে তাঁকে দলে নিতে হলে আর্জেটিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে আলোচনা করতেই হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ক্লাব ফুটবলে আসা মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন চাপ-প্রতিনিয়ত ম্যাচ, লিগ প্রতিযোগিতা, ইউরোপীয টুর্নামেন্ট - সব মিলিয়ে চ্যালেঞ্জ অনেক বড়। মাদ্রিদের অভ্যন্তরে এই যোগাযোগকে এখনও ' হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সাধারণত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একাধিক বিকল্প খতিয়ে দেখে এবং প্রাথমিক আলোচনা চালায়। ফলে এই খবরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে না দেখে সম্ভাব্য ভবিষ্য পরিকল্পনার অংশ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সমর্থকদের মধ্যেও মতভেদ স্পষ্ট। একাংশ মনে করছেন, স্কালোনির নতুন চিন্তাধারা এবং সাম্প্রতিক সাফল্য রিয়াল মাদ্রিদকে নতুন যুগে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে অনেকেই মনে করছেন, ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে সরাসরি অভিজ্ঞতা না থাকা একজন কোচের ওপর এত বড় দায়িত্ব দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এদিকে স্কালোনি নিজে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। তিনি আপাতত আর্জেন্টিনা দলের আসন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রস্তুতিতেই মনোনিবেশ করেছেন। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে নিজেকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা তাঁর রয়েছে। সব মিলিয়ে, এই জল্পনা ফুটবল দুনিয়ায় নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে। যদি এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তা হবে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় কোচিং পরিবর্তন। এখন দেখার, মেসির সঙ্গে গড়া সোনালি অধ্যায় শেষ করে স্কালোনি সত্যিই কি সান্তিযাগো বার্নাবেউয়ের পথে হাঁটেন, নাকি আপাতত আর্জেন্টিনার সঙ্গেই তাঁর যাত্রা অব্যাহত থাকে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com